Contents

মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web: www.at-tahreek.com
১৯তম বর্ষ ২য় সংখ্যা
নভেম্বর ২০১৫

Contents

بســـم الله الرحمن الرحيم

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

মাসিক

আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

www.at-tahreek.com

১৯তম বর্ষ	২য় সংখ্যা
মুহাররম-ছফর	১৪৩৭ হিঃ
কার্তিক-অগ্রহায়ণ	১৪২২ বাং
নভেম্বর	২০১৫ ইং

সার্বিক যোগাযোগ
সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া (আমচত্বর)
পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ফোন ও ফ্যাক্স : ০৭২১-৮৬১৩৬৫।
সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
ফৎওয়া হটলাইন : ০১৭৩৮-৯৭৭৭৯৭
কেন্দ্রীয় 'আন্দোলন' অফিস : ০৭২১-৭৬০৫২৫
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' ঢাকা অফিস : ০২-৯৫৬৮২৮
ই-মেইল : tahreek@ymail.com

হাদিয়া : ২০ টাকা মাত্র

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা	সাধারণ ডাক	রেজিঃ ডাক
বাংলাদেশ	(ষাণ্মাসিক ১৬০/-)	৩০০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮০০/-	১৪৫০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১১৫০/-	১৮০০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৪৫০/-	২১০০/-
আমেরিকা মহাদেশ	১৮০০/-	২৪৫০/-

সূচীপত্র

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

Contents

নারীর উপর সহিংসতা : কারণ ও প্রতিকার

নারী আমাদের মা, মেয়ে, বোন ও স্ত্রী। এদের স্নেহ-মমতা ও ভালবাসা এবং স্ত্রীর সাহচর্য, সহমর্মিতা ও সহযোগিতা ব্যতীত পুরুষ অচল। মানব সমাজের প্রাথমিক ইউনিট হ'ল পরিবার। যা একজন পুরুষ ও নারীর মাধ্যমে গড়ে ওঠে। এই পরিবার থেকেই বেরিয়ে আসে ভবিষ্যৎ বংশধর। তারাই আলোকিত করে পরিবার এবং পরিচালিত করে সমাজ ও সভ্যতা। এখানে কারু প্রতি সামান্যতম অবমাননা ও বঞ্চনা পরিবারে ধস নামাবে। ফলে নেমে আসবে পারিবারিক ও সামাজিক বিপর্যয়। আজকের সমাজে সেটাই দেখা যাচ্ছে প্রকটভাবে। সর্বত্র নারীর প্রতি অবমাননা ও তার উপর সহিংসতা চলছে অবিরতভাবে ক্রমবর্ধমান হারে। দেশে আইন-আদালত সবই আছে। নেই কেবল আল্লাহ্র বিধান ও তার যথাযথ প্রয়োগ। ফলে নারী এখন ইবলীসের সবচেয়ে অসহায় শিকারে পরিণত হয়েছে। নিম্নে এর কারণসমূহ এবং প্রতিকার বর্ণিত হ'ল।-

(১) নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় : পুরুষ তার স্ত্রী ব্যতীত অন্য সব নারীর প্রতি দৃষ্টি অবনত রাখবে এবং নিজের লজ্জাস্থানকে হেফাযত করবে। আর আল্লাহ সবার কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সম্যক অবহিত' *(নূর ২৪/৩০)*। অন্যদিকে নারী তার স্বামী ব্যতীত অন্য সব পুরুষের প্রতি দৃষ্টি অবনত রাখবে এবং তার লজ্জাস্থানকে হেফাযত করবে *(নূর ৩১)*। তার সর্বাঙ্গ সতরের অন্তর্ভুক্ত। কেবল সাংসারিক কাজকর্ম, ওযূ ও চিকিৎসার মত প্রয়োজনে হাত ও পায়ের পাতা এবং চেহারা খুলবে *(আবুদাঊদ হা/৪১০৪)*। কিন্তু পরপুরুষের সামনে সেটাও নিষিদ্ধ। এমনকি হজ্জের সময়ও নারী তার চেহারাসহ সর্বাঙ্গ ঢাকবে *(ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/২৬৯০)*। সে এমনভাবে চলবে না যাতে তার গোপন সৌন্দর্য প্রকাশিত হয় *(নূর ৩১)*। এগুলি হ'ল আল্লাহ্র বিধান। সমাজে অনেক পুরুষ ও নারী আল্লাহ্র উক্ত বিধান মানেন না। ফলে ক্রমেই পশুত্ব মাথা চাড়া দিচ্ছে ও মানবতা ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে। বর্তমানে প্রশাসন, সমাজ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কিছু ডিগ্রীধারী নরাধমের হাতে নারী নিগ্রহ সবচেয়ে বেশী হচ্ছে। বকধার্মিক কিছু লোক ধর্মের অপব্যাখ্যা করে পর্দানশীন ছাত্রীদের বোরকা ও নেকাব খুলতে বাধ্য করছে। কেউ নেকাব পরা ওয়াজিব না মুস্তাহাব তাই নিয়ে মতভেদ করছে। এভাবে তারা ছাত্রীদের উপর মানসিক নির্যাতন চালাচ্ছে। এমনকি তাদের পরীক্ষায় ফেল করিয়ে দেবার হুমকি দিচ্ছে। কখনো জঙ্গী জুজুর ভয় দেখিয়ে, কখনো ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রনীতির ভয় দেখিয়ে তারা এসব অপকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। দেশে নারীর শাসন চলা সত্ত্বেও এ ধরনের নারী নির্যাতন বেড়েই চলেছে। শিশু থেকে বৃদ্ধা পর্যন্ত এদেশে নারীর কোন নিরাপত্তা নেই। নির্যাতনকারী এইসব শিক্ষিত লোকেরা বলেন, বাড়ীতে তোমাদের বাপ-ভাই নেই? আমরা তো তোমাদের বাপ-ভাইয়ের মত। নেকাব না খুললে তোমাদের আমরা চিনব কিভাবে? তুমি জঙ্গিও তো হ'তে পার'। রে মূর্খ শিক্ষক! ছাত্রী চেনার মত এতটুকু জ্ঞান তোমার না থাকলে এ মহতী পেশায় তুমি এসেছ কেন? তোমার বেহায়া স্ত্রী, অর্ধনগ্ন যুবতী মেয়ে বা বোনকে অন্য পুরুষের সাথে খোলামেলা গল্পরত দেখলে তুমি খুশী হও কি? তোমার টাইট-ফিট ছাত্রী ও নারী সহকর্মীরা কি তোমার সামনে ফ্রি হতে পারে? জিজ্ঞেস করে দেখ তোমার মত বেহায়া শিক্ষকের ও কর্মকর্তার প্রতি তাদের শ্রদ্ধাবোধ কতটুকু? অতএব নারী ও পুরুষের আল্লাহ প্রদত্ত 'ড্রেসকোড' পরিবর্তন করলেই শয়তানের খপ্পরে পড়তে হবে। মনে রেখ, মুমিন নর-নারীর নিকট আখেরাতই মুখ্য। ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার জন্য তারা কখনোই চিরস্থায়ী আখেরাতকে বিসর্জন দিবে না। ফেরাউন আল্লাহ্র গযবে ধ্বংস হয়েছে। কিন্তু তার সতীসাধ্বী স্ত্রী আসিয়া ফেরাঊনের হাতে নিহত হ'লেও জান্নাতে চিরশান্তির গৃহলাভে ধন্য হয়েছে। বাংলাদেশে এমন আল্লাহভীরু ছাত্রী ও মহিলার অভাব নেই, যারা তোমাদের মত ফেরাঊনদের চাইতে আল্লাহকে বেশী ভয় করে। আর আল্লাহই তাদের জন্য যথেষ্ট। অতএব আল্লাহ্র হুকুম মেনে দ্রুত তওবা কর *(নূর ৩১)*।

(২) নারীর ক্ষমতায়ন : এই শ্লোগান নারীকে মাথা থেকে পায়ের নীচে ছুঁড়ে ফেলেছে। আগে নারী ছিল শ্রদ্ধার পাত্রী। সে কখনো বাসে-ট্রেনে দাঁড়িয়ে থাকতো না। সবাই তাকে সম্মান করে সীট ছেড়ে দিত। তার পাশে কোন পরপুরুষ বসতো না। এভাবে পুরুষেরাই তাদের সম্মান করত ও তাদের অধিকার আদায় করে দিত। কিন্তু এখন অধিকার আদায়ের জন্য নারীদের মিটিং-মিছিল করতে হয়। পুলিশের পিটুনি ও বুটের লাথি খেতে হয়। কারণ সে আজ পুরুষের ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বী। অথচ আল্লাহ পুরুষকে বানিয়েছেন কর্তৃত্বশীল *(নিসা ৪/৩৪)*। সেই সাথে সন্তানের জান্নাত নির্ধারণ করেছেন তার মায়ের পদতলে *(নাসাঈ হা/৩১০৪)*। স্বামী ও স্ত্রী প্রত্যেককে করেছেন সংসারের দায়িত্বশীল। স্বামী ভরণ-পোষণ করবে ও বাহির সামলাবে। স্ত্রী সন্তান পালন করবে ও ঘর সামলাবে। নারী তার মূল দায়িত্বের বাইরে প্রয়োজনে পূর্ণ পর্দা ও নিরাপত্তার মধ্যে কোন হালাল পেশা গ্রহণ করতে পারে। এই স্বভাবধর্ম থেকে বের করে এনে ক্ষমতায়নের সুঁড়সুড়ি দিয়ে যখন নারীকে পুরুষের প্রতিযোগিতায় দাঁড় করানো হয়েছে, তখনই ঘটেছে যত বিপত্তি। মনে রাখতে হবে যে, নারীর হাতে পিস্তল ও রাইফেল দিয়েও তাদের ইযযত রক্ষা করতে পারছে না শক্তিধর রাষ্ট্র আমেরিকা। অতএব কিছু নারীকে এমপি-মন্ত্রী বানানোর নাম ক্ষমতায়ন নয়, বরং তাকে শ্রদ্ধা ও সম্মানের আসনে বসানোই হ'ল প্রকৃত ক্ষমতায়ন। আর সেটা কিভাবে সম্ভব, তা সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র চাইতে ভাল আর কে জানবে?

(৩) প্রগতিবাদ : কিছু নারী প্রগতির নামে বেহায়াপনায় আনন্দ পায়। অতঃপর পুরুষ যখন তাকে টীজ করে, ধর্ষণ করে, হত্যা করে, তখন চারদিক থেকে হায় হায় রব ওঠে। অথচ আসল কারণ যে সে নিজেই, সেটা কেউ দেখেন না। খোসাহীন আমে মাছি বসবেই। পর্দাহীন নারীর প্রতি পরপুরুষ প্রলুব্ধ হবেই। এই অমোঘ সত্যকে উপেক্ষা করে যারা প্রগতির দোহাই দিয়ে নারীকে নগ্ন বানিয়ে দর্শন লালসা চরিতার্থ করে, তারা পশুর চাইতে অধম। এরাই নারীর আসল দুশমন। অথচ আত্মসম্মান বোধহীন নারীরা নিজেরাই নিজেদেরকে পরপুরুষের ভোগ্যবস্তুতে পরিণত করছে। ফলে যা হবার তাই হচ্ছে। অতএব নারীর প্রতি সহিংসতা দূর করার জন্য আল্লাহ্র বিধান পূর্ণরূপে অনুসরণ ও তাঁর দণ্ডসমূহ প্রয়োগের কোন বিকল্প নেই। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন -আমীন! *(স.স.)*।

দ্রষ্টব্য : 'দৃষ্টি আকর্ষণ' পৃঃ ৫৬।

১৬ মাসের মর্মান্তিক কারা স্মৃতি

[২০০৫ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী থেকে ২০০৬ সালের ৮ই জুলাই। ১ বছর ৪ মাস ১৪ দিন]

*অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম**

(৬ষ্ঠ কিস্তি)

আমীরে জামা'আত পরকালের পথ নির্দেশক : কালের আবর্তে দিন গুনতে গুনতে ইতিমধ্যেই কারাজীবনের বয়স ৭/৮ মাস হয়ে গেল। বহু আসামীর যামিন হচ্ছে দেখে আমাদের মনেও যামিনের আকাঙ্ক্ষা উদগ্র হয়ে উঠলো। ইতিমধ্যে হাইকোর্ট পর্যন্ত যামিন নামঞ্জুর করেছে। ফলে কারাজীবন দীর্ঘায়িত হচ্ছে ভেবে আমরা মুক্তির জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠছি। হঠাৎ করে সালাফী ছাহেবের ছেলে আব্দুল আহাদ দেখা করতে আসল। তিনি জেলগেটে দেখা করে এসে চিৎকার করে বলতে লাগলেন, আমাদের আর যামিন হবে না। অন্যান্য সংগঠন তাদের নেতা-কর্মীদের জন্য যেভাবে চেষ্টা করে, টাকা খরচ করে, আমাদের জন্য তা করা হচ্ছে না। বরং শুনতে পেলাম আমীরে জামা'আতকে আগে বের করবে তারপর আমাদের জন্য চেষ্টা করবে। আব্দুল লতীফ বলেছে, এ ব্যাপারে আমাদের রেজুলেশন হয়েছে। আমি আমার ছেলেকে বললাম, 'কারুর ভরসা কর না, আমার শহরের বাড়ী বিক্রি করে হ'লেও আমাকে বের কর' ইত্যাদি আবোল-তাবোল বকতে লাগলেন। আমীরে জামা'আত বেশ কিছুক্ষণ চুপ থেকে ধীর কদমে আমাদের দিকে এগিয়ে এসে বললেন, আপনারা কি আল্লাহ্কে ভুলে গেছেন? তাকদীর অস্বীকার করছেন? জেলখানার রুযীর একটি দানা বাকী থাকতেও আপনারা বের হ'তে পারবেন না। আপনারা ইবাদত-বন্দেগী বাদ দিয়ে গীবত-তোহমত নিয়ে ব্যস্ত আছেন। ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) জেলখানাতে কাগজ-কলম থেকে বঞ্চিত হয়ে অবশেষে মুখস্থ কুরআন ২৭ পারা পর্যন্ত পাঠ করে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। পূর্বের আলেমদের উপর যে নির্যাতন এসেছিল সে কথা স্মরণ করুন! আপনারা সুন্দর পরিবেশ পেয়েছেন। উত্তম খাবার পাচ্ছেন। আল্লাহ্র শুকরিয়া জ্ঞাপন করুন। ইবাদতে মন দিন। কুরআন-হাদীছ মুখস্থ করতে শুরু করুন। আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল করুন। তিনিই একমাত্র সাহায্যকারী। حسبنا الله ونعم الوكيل নূরুল ইসলাম! কুরআন মাজীদ নিয়ে আসো, আযীযুল্লাহ যাও, কুরআন নিয়ে ছহীহ-শুদ্ধভাবে ক্বিরাআত শিখ ও মুখস্থ কর। তোমাদের কি শুক্রবারের ফজরের ছালাতের সুন্নাতী ক্বিরাআত মুখস্থ আছে? উত্তর আসলো না! দুই দিনের মধ্যে সূরা সাজদাহ ও দাহ্র মুখস্থ করে আমাকে শুনাও।

আমীরে জামা'আতের ধমক খেয়ে আর হুকুম পেয়ে আরম্ভ হ'ল কুরআন মুখস্থের পালা। জেলখানা যেন হেফযখানায় পরিণত হ'ল। সকাল-বিকাল ব্যায়াম করা আর কুরআন পড়া আমাদের দৈনন্দিন রুটিন হয়ে গেল। আযীযুল্লাহ কুরআন মাজীদ পাঠের ফাঁকে ফাঁকে তার পি.এইচ.ডির কাজ এগিয়ে নিতে আমীরে জামা'আতের সহযোগিতা পেল। ফলে আমাদের জন্য কারাগার হ'ল শিক্ষাগার।

একদিন কুরআন তেলাওয়াতের পর সকালের নাশতা খাচ্ছি এমন সময় খবর এলো আমীরে জামা'আত নওগাঁ জেলখানা থেকে একেবারে বগুড়া যাচ্ছেন। কারণ নওগাঁর পোরশা থানার মামলায় শুনানী হয়ে গেছে। এখন আর নওগাঁ থাকার প্রয়োজন নেই। যাওয়ার সময় আমি স্যারের হাতে ২০ টাকার একটা নোট গুঁজে দিলাম। স্যার ওটা ফেরৎ দিয়ে বললেন, নূরুল ইসলাম 'টাকা নয় আল্লাহ আমাদের সাথী'। আমরা অশ্রুসজল চোখে স্যারকে বিদায় দিলাম।

আমীরে জামা'আতের অবর্তমানে আমরা : সরকার মুহতারাম আমীরে জামা'আতকে বগুড়ায় পৃথকভাবে অতিরিক্ত তিনটা মামলা দিয়েছিল। ঐ মামলায় হাযিরা দেওয়ার জন্য শুধুমাত্র তাঁকে মাঝে-মধ্যে বগুড়ায় নিয়ে যাওয়া হ'ত। তাছাড়া গাইবান্ধার দু'টি মামলায় আমরাও আসামী। তারপরও আমাদের তিনজনকে সেখানে কোনদিন নিয়ে যাওয়া হয়নি। এ কারণে মাঝে মাঝে আমরা নওগাঁতে আমীরে জামা'আত ছাড়াই থাকতাম। আবার তাওহীদ ট্রাস্টের অর্থ লোপাটের অভিযোগে সালাফী ছাহেবের নামে আগে থেকেই ঢাকায় মামলা ছিল। সেই মামলায় হাযিরা দিতে সালাফী ছাহেবও দু'বার নওগাঁ থেকে ঢাকায় গিয়েছিলেন। আরেকবার সালাফী ছাহেবকে চিকিৎসার জন্য রাজশাহীতে পাঠানো হয়। এ সময় আমি আর আযীযুল্লাহ নওগাঁয় থাকতাম। আমাদের দীর্ঘ কারাজীবনে আমরা দু'জন কোনদিন পৃথক হইনি, যেখানেই গেছি এক সঙ্গেই গেছি।

আমীরে জামা'আতের অবর্তমানে আমরা অত্যন্ত অসহায় বোধ করতাম। তাঁকে নিয়েও আমাদের দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। আমরা তো তিনজন একত্রে এক রকম আছি। কিন্তু তিনি একা একা কোথায় আছেন, কিভাবে থাকছেন, কিভাবে সময় অতিবাহিত করছেন ইত্যাদি নিয়ে সারাক্ষণ চিন্তা করতাম। কিন্তু যখন তিনি ফিরে আসতেন, তখন তাঁর জীবনযাপনের বিবরণ শুনে খুশিতে মন ভরে উঠতো। কারণ তিনি যেখানেই যেতেন, সেখানেই পুলিশ, কারারক্ষী, কয়েদী, কারাকর্তৃপক্ষ সকলেই তাঁকে অত্যন্ত সম্মান, শ্রদ্ধা ও সর্বাত্মক সহযোগিতা করত। মাঝে মাঝে ভাবতাম, তিনি আমাদের মাঝে থাকলে হয়তো আমরাও তাঁকে তাদের মত করে সেবা-যত্ন করতে পারতাম না। সবই আল্লাহ্র মেহেরবানী। স্যারের অবর্তমানে কোন কর্তাব্যক্তি কারা পরিদর্শনে আসলে তারাও আমাদের সেলে এসে আগে স্যারের খোঁজ-খবর নিতেন। তাঁর শরীর কেমন আছে, তিনি এখন কোথায় আছেন, মামলার অবস্থা কি ইত্যাদি। তারপর আমাদের অবস্থা জিজ্ঞেস করতেন।

প্রথম দিকে স্যার মামলার হাযিরার জন্য গাইবান্ধা বা বগুড়ায় যেতেন, আবার ফিরে আসতেন। এভাবে কয়েকবার আসা-যাওয়া করেছেন। কিন্তু পরবর্তীতে তাঁকে আর আনা হ'ল না। আমরা তিনজন নওগাঁয় থেকে গেলাম, আর স্যারকে বগুড়া কারাগারে রাখা হ'ল। কারাগারে আমাদের আর মিলিত হওয়ার

* *সাধারণ সম্পাদক, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ।*

সুযোগ আসলো না। যখন জানতে পারলাম, স্যারকে আর নওগাঁয় আনা হবে না, তখন আমাদের এত খারাপ লেগেছিল, যা ভাষায় প্রকাশ করার মত নয়। স্যারকে নিয়ে নানা রকম দুশ্চিন্তা সারাক্ষণ আমাদের মাথায় এসে ভিড় করত।

আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ : দেখা-সাক্ষাতের ক্ষেত্রে কারাগারের একটা সাধারণ নিয়ম আছে। যেমন কোন বন্দীর সাথে কেউ একবার দেখা করলে ১৫ দিনের মধ্যে তার সাথে আর কেউ দেখা করতে পারবে না। সচরাচর বন্দীকে বাইরের রান্না করা খাবার দেওয়া যাবে না ইত্যাদি। কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে সেসব নিয়ম প্রযোজ্য হ'ত না। এমনও হয়েছে যে, এক সপ্তাহে আমাদের ৩/৪ দিন দেখা এসেছে। নেতা-কর্মীদের মূল উদ্দেশ্য ছিল এক নযর আমাদেরকে দেখা এবং তাদের সাধ্যমত খাদ্য-পানীয় দিয়ে আমাদেরকে সহযোগিতা করা। আগেই বলেছি নওগাঁ কারাগারের পানিতে প্রচণ্ড আয়রণ ছিল। সে পানি খেয়ে আমরা সহ্য করতে পারলেও আমীরে জামা'আত এবং সালাফী ছাহেব মোটেও সহ্য করতে পারতেন না। আয়রণ যুক্ত পানি পান করে তাঁরা দু'জন রীতিমত ডিসেন্ট্রিতে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। তখন আমরা বাইরে থেকে বোতলের পানি আনতে শুরু করলাম। আমাদের সাথে যখন কেউ দেখা করতে আসত, তখন তাদেরকে খাদ্য দেওয়ার চেয়ে বোতলের পানি কিনে দিতে বলতাম। পরবর্তীতে আযীযুল্লাহ্র উদ্ভাবিত কৌশলে পানি সমস্যার একটা সমাধান হয়। তাই বাইরে থেকে আর বোতলের পানি নিয়ে আসার প্রয়োজন হ'ত না। কিন্তু খাবার-দাবার?

আলহামদুলিল্লাহ! আমরা অত্যন্ত খুশি এবং কৃতজ্ঞ ছিলাম এই ভেবে যে, আমাদের কর্মীরা আমাদেরকে এত বেশি ভাল বাসে! বিভিন্ন যেলা থেকে কর্মী-দায়িত্বশীলরা যখন আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসতেন, তখন তারা আপেল, কমলা, আঙ্গুর, কলা, বিস্কুটসহ নানা রকম খাদ্য এত পরিমাণ দিতেন যে, আমরা তা খেয়ে শেষ করতে না পেরে অন্যদের মাঝেও বিতরণ করতাম। আমের মৌসুমে আম তো ছিলই। আমার মনে হয় ঐ বছর কারাগারে বসে আমরা যে পরিমাণ আম খেয়েছি, ঐ পরিমাণ আম আমরা কোন মৌসুমেই খাইনি। বিশেষ করে আমি ও আযীযুল্লাহ। এই অবস্থা দেখে আমীরে জামা'আত আমাদের বলতেন, দেখ আমাদের কর্মীরা যে আমাদেরকে এত ভালবাসে, তা এখানে না আসলে আমরা বুঝতেই পারতাম না। আজকের এই সুযোগে সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের পাশাপাশি মহান আল্লাহ্র নিকটে এই প্রার্থনা করি, তিনি যেন ক্বিয়ামতের ময়দানে আহলেহাদীছ আন্দোলনের নেতাদের প্রতি সর্বস্তরের কর্মীদের এই আন্তরিক মহব্বতের উপযুক্ত প্রতিদান প্রদান করেন।

খাদ্যের ব্যাপারে আরেকটি কথা না বললে চরম অকৃতজ্ঞতা হয়ে যাবে। আগেই বলেছি, গ্রেফতারের প্রায় দেড় মাস পর প্রথম বাসার রান্না করা খাবার খাওয়ার সৌভাগ্য হয় আমাদের নওগাঁ থানায় রিমান্ডে থাকা অবস্থায়। সেদিন আমীরে জামা'আতের বাসা থেকে রান্না খাবার আসে। সেটা ছিল শুরু মাত্র। এরপর যতদিন চারজন নওগাঁ কারাগারে একত্রে ছিলাম, ততদিন কোন দিন আমীরে জামা'আতের বাসা থেকে, কোন দিন সালাফী ছাহেবের বাসা থেকে নিয়মিত রান্না করা খাবার আমাদের জন্য পাঠানো হ'ত। আমরা পরম তৃপ্তি সহকারে তা খেতাম। যখন আমীরে জামা'আত বগুড়ায় স্থায়ী হ'লেন, তখনও বাইরের খাদ্য আসা বন্ধ বা কমতি হয়নি। কোন দিন সালাফী ছাহেবের নিজের বাড়ি থেকে; কোন দিন তাঁর বড় মেয়ের বাড়ি থেকে; আবার কোন দিন তাঁর মেঝ মেয়ের বাড়ি থেকে রান্না করা খাবার আসত। এক্ষেত্রে আমি ও আযীযুল্লাহ পিছিয়ে ছিলাম। কারণ আমাদের দু'জনেরই বাড়ি ছিল অনেক দূরে। আমরা মুক্তি পাওয়ার আগ পর্যন্ত একদিকে নেতা-কর্মীদের নিকট থেকে, অপরদিকে আমীরে জামা'আত, সালাফী ছাহেব ও তাঁর নিকটাত্মীয়দের বাসা থেকে আমাদের প্রতি এ ভালবাসা অব্যাহত ছিল। এজন্য আমরা সকলের নিকট আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

মামলা থেকে একের পর এক অব্যাহতি : আগেই বলেছি গ্রেফতারের পর আমাদের তিন জনের নামে মোট ৭টি এবং আমীরে জামা'আতের নামে অতিরিক্ত ৩টিসহ মোট ১০টি মামলা দায়ের করা হয়। প্রথমে সকল মামলায় বিভিন্নভাবে আমাদেরকে সর্বমোট ৩০দিন রিমান্ডে নেওয়া হয়। তাতে প্রায় চারমাস অতিবাহিত হয়ে যায়। প্রথমে আমাদের নামে নির্দিষ্ট মামলা দেওয়ার কারণে রাজশাহীর ৫৪ ধারার মামলা থেকে আমরা অব্যাহতি পাই। অতঃপর সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া থানার মামলা থেকে আমাদের সকলকে অব্যাহতি প্রদান করা হয়। এরপর জানতে পারলাম গাইবান্ধা যেলার গোবিন্দগঞ্জ ও পলাশবাড়ি থানার দু'টি মামলা থেকে আমাদের তিনজনকে অব্যাহতি প্রদান করা হয়। কিন্তু আমীরে জামা'আতকে একটি মামলায় অব্যাহতি এবং অপর একটি মামলায় চার্জ গঠন করা হয়। খবরটি শুনে আনন্দের চেয়ে দুঃখই বেশি পেলাম। কিন্তু কিছুই করার নেই। পরবর্তী তারিখে আমরা চারজনই নওগাঁ কোর্টে পোরশা থানার মামলায় হাযিরা দিলাম। ঐ তারিখে উক্ত মামলা থেকে আমাদের চারজনকেই অব্যাহতি প্রদান করা হয়। এর মধ্যে জানতে পারলাম, গাইবান্ধার পাশাপাশি বগুড়া যেলার তিনটি মামলাতেও আমীরে জামা'আতের নামে চার্জ গঠন করা হয়েছে। তখন অনেকে বলছেন, সরকারের পরিকল্পনা হ'ল আপনাদের তিনজনকে তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেওয়া এবং আমীরে জামা'আতকে না ছাড়া।

অবস্থাদৃষ্টে আমাদেরও তাই মনে হয়েছিল। মাত্র এক মাসের ব্যবধানে আমাদেরকে চারটি মামলা থেকে এক প্রকার বিনা তদবীরে অব্যাহতি প্রদান করা হ'ল। ধারণা করছিলাম, অন্য দু'টি মামলা থেকেও আমরা দ্রুত অব্যাহতি পাব। একদিন সকালে বিবিসির সংবাদে শুনলাম, 'আগামী ধার্য তারিখে রাণীনগর থানার খেজুর আলী হত্যা মামলা থেকে ড. গালিব ও তাঁর সহযোগীরা অব্যাহতি পেতে যাচ্ছেন'। কিন্তু না, সেই অব্যাহতি পেতে আরো দীর্ঘ এক বছর পার হয়ে গেল।

অবস্থা ভাল নয় দেখে আমাদের নেতৃবৃন্দ আমীরে জামা'আতের মামলাসহ আমাদেরকে যামিন করানোর জন্য দীর্ঘদিন ধরে হাইকোর্টে বার বার চেষ্টা করেন। কিন্তু কোন ফল

Contents

হয়নি। হঠাৎ একদিন দুপুর বেলা আমাদের তিনজনের কোর্টে ডাক পড়ল। আব্দুল জাব্বার বিহারী একটা স্লিপ হাতে নিয়ে এসে আমাদেরকে বলল, স্যার তৈরী হন, এখুনি আপনাদেরকে কোর্টে যেতে হবে। আমরা বললাম, আজ আই.এ. পরীক্ষা আছে, কোর্ট তো হবে না। তাছাড়া এই দুপুর বেলা কেন? বিহারী বলল, আমি তো আদার ব্যাপারী, জাহাযের খবর কি করে রাখব স্যার? জামা-কাপড় পরে গেটে গিয়ে দেখি আমাদের নেওয়ার জন্য কারাগারের গেটে বড় একটি প্রিজন ভ্যান দাঁড়িয়ে আছে। ঐ গাড়িতে সেদিন অন্য মামলার আরেক জনকে নিল। এই চারজনকে নিয়ে প্রিজন ভ্যানটি আদালতে পৌঁছল। আদালত চত্বর একেবারে জনশূন্য বললেও ভুল হয় না। প্রায় আড়াইটার দিকে আমাদেরকে আদালতে তোলা হ'ল। সেদিন এজলাস কক্ষে ম্যাজিষ্ট্রেট ও আমরাসহ সর্বসাকুল্যে ১০ জনের মত লোক হবে। ম্যাজিষ্ট্রেট চেয়ারে বসে কাগজ-কলম হাতে নিয়ে আমাদের উকিল জনাব আবু বেলাল জুয়েলকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আপনার আসামীদের যামিনের স্বপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করুন। অন্যান্য দিন যে লোক উকিলের কথা শোনা তো দূরের কথা তাঁর দিকে তাকায়ও না, সেই লোক আজ উপযাচক হয়ে উকিলকে বলছেন, যামিনের স্বপক্ষে যুক্তি উপস্থাপনের জন্য। তখন আমাদের উকিল কয়েকটি যুক্তি উপস্থাপন করলেন। যেমন- ১. এই মামলার এজাহারে আমার কোন আসামীর নাম নেই। ২. তাঁরা সবাই বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষক এবং একজন মাদ্রাসার প্রিন্সিপ্যাল, অর্থাৎ সম্মানিত ব্যক্তি। তাঁদের দ্বারা এরূপ জঘন্য কাজ হ'তে পারে না। ৩. ঘটনার স্থান নওগাঁর রাণীনগর আর আমার আসামীদের কারো বাড়ি সাতক্ষীরায়, কারো বাড়ি মেহেরপুর, কারো বাড়ি রাজশাহীতে। এই পয়েন্টে এসে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আযীযুল্লাহ একটু সংশোধন করে দিল। ম্যাজিষ্ট্রেট তাই লিখলেন। আযীযুল্লাহ বলল, এক কথায় আসামীদের কারো বাড়ি নওগাঁ যেলায় নয়। ৪. তাছাড়া পুলিশ প্রতিবেদনে আমার চার আসামীর নামে অত্র মামলায় চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রদান করা হয়েছে। তাই আমার আরয, আমার চারজন আসামীকে যেকোন শর্তে যামিন মঞ্জুর করা হোক।

এরপর ম্যাজিষ্ট্রেট সরকারের দায়িত্বে নিয়োজিত কোর্ট জিআরওকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আপনার কিছু বলার আছে? তিনি তখন বললেন, যেহেতু আসামীদের নামে তদন্ত কারী কর্মকর্তা চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রদান করেছেন, সেহেতু তাঁদের জামিনের ক্ষেত্রে আমার কোন আপত্তি নেই। তখন ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতের কার্যক্রম ২০ মিনিটের জন্য মুলতবী করে নিজের রুমে চলে গেলেন। কিন্তু রুম থেকে প্রায় ১ ঘন্টা পরে এসে তিনি আমাদের যামিন মঞ্জুরের আদেশ শুনালেন। আদেশ শুনে একদিকে আনন্দে ও অপরদিকে দুঃখে আমরা চোখের পানি ধরে রাখতে পারলাম না। দীর্ঘ প্রায় দেড় বছর ধরে বিভিন্ন রকম চেষ্টা তদবীর করে বার বার যামিন ধরেও যারা আমাদেরকে যামিন দেননি, সেই তারাই আজ আমাদের মধ্যে এমন কি পেলেন যে, কারাগার থেকে এক প্রকার ডেকে এনে যামিন দিচ্ছেন? আল্লাহ যা করেন বান্দার মঙ্গলের জন্যই করেন। *(চলবে)*

Contents

আহলেহাদীছ একটি বৈশিষ্ট্যগত নাম

মূল : শায়খ যুবায়ের আলী যাঈ

*অনুবাদ : আহমাদুল্লাহ**

(৮ম কিস্তি)

[সালাফে ছালেহীন ও তাক্বলীদ]

১১. হারামের উস্তাদ আবুবকর মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম ইবনুল মুনযির আন-নিশাপুরী (মৃঃ ৩১৮ হিঃ) সম্পর্কে হাফেয যাহাবী বলেছেন, وكــان مجتهـــدا لا يقلـــد أحـــدا ‘তিনি মুজতাহিদ ছিলেন। তিনি কারো তাক্বলীদ করতেন না’।[১]

ইমাম নববী বলেছেন, ولا يلتزم التقيد فى الاختيار بمذهب أحد بعينه، ولا يتعصب لأحد، ولا على أحد على عادة أهل الخلاف، بل يدور مع ظهور الدليل ودلالة السنة الصحيحة، ويقول بها مع من كانت، ومع هذا فهو عند أصحابنا معدود من أصحاب الشافعى– ‘তিনি মাসআলা নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট মাযহাব আঁকড়ে ধরাকে আবশ্যক মনে করতেন না। আর মতভেদকারীদের অভ্যাস মতো কারো জন্য গোঁড়ামি করতেন না। বরং তিনি সুস্পষ্ট দলীল ও ছহীহ হাদীছের সাথে চলতেন। দলীল যার নিকটেই থাক না কেন তিনি তার প্রবক্তা ছিলেন। এতদসত্ত্বেও আমাদের সাথীগণের নিকটে তিনি ইমাম শাফেঈর অনুসারীদের মধ্যে গণ্য’।[২]

নববীর বক্তব্যের একটি অংশ উল্লেখ করে হাফেয যাহাবী বলেছেন, مَا يَتَقَيَّدُ بِمَذْهَبٍ وَاحد إِلاَّ مَنْ هُوَ قَاصِـــرٌ فِـــي التَّمَكُّنِ مِنَ العِلْمِ، كَأَكْثَرِ عُلَمَاءِ زَمَانِنَا، أَوْ مَنْ هُوَ مُتَعَصِّبٌ ‘একজনের মাযহাব মানার বাধ্যবাধকতা সেই আরোপ করে যে ইলম অর্জনে অক্ষম। যেমন আমাদের যুগের অধিকাংশ আলেমগণ। অথবা যে গোঁড়া ও পক্ষপাতদুষ্ট’।[৩]

উক্ত উদ্ধৃতি সমূহ হ'তে দু'টি বিষয় প্রতিভাত হয়-

ক. মাযহাবগুলোর তাক্বলীদ সেই করে যে অজ্ঞ অথবা গোঁড়া।

খ. মাযহাবসমূহের তাক্বলীদকারীরা কতিপয় আলেমকে স্ব স্ব ত্বাবাক্বাতে উল্লেখ করেছেন। অথচ উল্লেখিত আলেমদের মুক্বাল্লিদ হওয়া প্রমাণিত নয়। বরং তারা তাক্বলীদের বিরোধী ছিলেন। সুতরাং মুক্বাল্লিদদের রচিত ত্বাবাক্বাত গ্রন্থসমূহের কোনই মূল্য নেই।

১২. সত্যবাদী ও হাসানুল হাদীছ-এর মর্যাদায় অভিষিক্ত আবূ আলী আল-হাসান বিন সা'দ বিন ইদরীস আল-কুতামী আল-কুরতুবী (মৃঃ ৩৩১ হিঃ) সম্পর্কে হাফেয যাহাবী বলেছেন, وكان علامة مجتهدًا لا يقلد ويميل إلى أقوال الشافعي. ‘তিনি আল্লামা ও মুজতাহিদ ছিলেন। কারো তাক্বলীদ করতেন না। তিনি শাফেঈর বক্তব্যের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন’।[৪]

১৩. ইমাম আওযাঈ (মৃঃ ১৫৭ হিঃ)-এর খ্যাতিমান ছাত্র এবং (স্পেনের) আমীর (খলীফা) হিশাম বিন আব্দুর রহমান বিন মু'আবিয়া আল-আন্দালুসীর বিচারক আবূ মুছ'আব বিন ইমরান আল-কুরতুবী সম্পর্কে ইবনুল ফারাযী বলেছেন, وكان لايقلد مَذْهَباً ويقضى ما رآه صَوَاباً وكان خيراً فاضلاً. ‘তিনি কোন মাযহাবের তাক্বলীদ করতেন না। তিনি যা সঠিক মনে করতেন সে অনুযায়ী ফায়ছালা দিতেন। তিনি সৎ ও মর্যাদাবান ব্যক্তি ছিলেন’।[৫]

১৪. আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ বিন জারীর বিন ইয়াযীদ আত-ত্বাবারী আস-সুন্নী (মৃঃ ৩১০ হিঃ) সম্পর্কে হাফেয যাহাবী বলেছেন, وكان مجتهداً لا يقلد أحـــداً. ‘তিনি মুজতাহিদ ছিলেন। কারো তাক্বলীদ করতেন না’।[৬]

ঐতিহাসিক ইবনু খাল্লিকান বলেছেন, وكـــان مـــن الأئمـــة المجتهدين، لم يقلد أحدا، ‘তিনি মুজতাহিদ ইমামদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি কারো তাক্বলীদ করেননি’।[৭]

১৫. সত্যবাদী ও হাসানুল হাদীছ ক্বাযী আবুবকর আহমাদ বিন কামিল বিন খালাফ বিন শাজারাহ আল-বাগদাদী (মৃঃ ৩৫০ হিঃ) সম্পর্কে হাফেয যাহাবী বলেছেন, كَـــانَ يَختَـــارُ لِنَفْسِهِ، وَلاَ يُقَلِّد أَحـــداً ‘তিনি নিজের জন্য (প্রাধান্যযোগ্য মতকে) নির্বাচন করতেন। কারো তাক্বলীদ করতেন না’।[৮]

১৬. আবুবকর মুহাম্মাদ বিন দাঊদ বিন আলী আয-যাহেরী (মৃঃ ২৯৭ হিঃ) সম্পর্কে হাফেয যাহাবী বলেছেন, وَكَانَ يَجْتَهِدُ وَلاَ يُقَلِّدُ أَحَداً. ‘তিনি ইজতিহাদ করতেন এবং কারো তাক্বলীদ করতেন না’।[৯]

১৭. আবূ ছাওর ইবরাহীম বিন খালিদ আল-কালবী আল-বাগদাদী আল-ফক্বীহ (মৃঃ ২৪০ হিঃ) সম্পর্কে হাফেয যাহাবী বলেছেন, وبرع في العلـــم ولم يقلـــد أحـــداً ‘তিনি ইলমে পারদর্শী হয়েছিলেন এবং কারো তাক্বলীদ করেননি’।[১০]

---

* *সৈয়দপুর, নীলফামারী।*

১. *তাযকিরাতুল হুফফায, ৩/৭৮২, জীবনী ক্রমিক নং ৭৭৫; তারীখুল ইসলাম, ২৩/৫৬৮।*
২. *তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত, ২/ ১৯৭।*
৩. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১৪/৪৯১।*
৪. *তাযকিরাতুল হুফফায, ৩/৮৭০, জীবনী ক্রমিক নং ৮৪০।*
৫. *তারীখু ওলামাইল আন্দালুস, ১/১৮৯; অন্য সংস্করণ, ২/১৩৩; আরো দেখুন : তারীখু কুযাতিল আন্দালুস ১/৪৭, ১৪২; ইবনু সাঈদ আল-মাগরিবী, আল-মুগরিব ফি হুলাল মাগরিব, ১/৩২।*
৬. *আল-ইবার ফি খাবারি মান গাবার, ১/৪৬০।*
৭. *ওফায়াতুল আ'য়ান, ৪/১৯১, জীবনী ক্রমিক নং ৫৭০।*
৮. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১৫/৫৪৫; তারীখুল ইসলাম, ২৫/৪৩৫।*
৯. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১৩/১০৯।*
১০. *আল-ইবার ফি খাবারি মান গাবার, ১/৩৩৯।*

১৮. শায়খুল ইসলাম হাফেয ইবনু তায়মিয়াহ আশ-শামী (মৃঃ ৭২৮ হিঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, 'বুখারী, মুসলিম, আবূদাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, আবূদাঊদ আত-ত্বায়ালিসী, দারেমী, বাযযার, দারাকুৎনী, বায়হাক্বী, ইবনু খুযায়মাহ এবং আবূ ইয়া'লা আল-মূছিলী এরা কি মুজতাহিদ ছিলেন? কোন একজন ইমামের তাক্বলীদ করেননি? নাকি তারা মুক্বাল্লিদ ছিলেন'? তখন হাফেয ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) জবাব দিয়েছিলেন,

الحمد لله رب العالمين، أَمَّا الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ فَإِمَامَانِ فِي الْفِقْهِ مِنْ أَهْلِ الْاجْتِهَادِ. وَأَمَّا مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَأَبُو يَعْلَى وَالْبَزَّارُ وَنَحْوُهُمْ فَهُمْ عَلَى مَذْهَبِ أَهْلِ الْحَدِيثِ. لَيْسُوا مُقَلِّدِينَ لِوَاحِدٍ بِعَيْنِهِ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَلَا هُمْ مِنَ الْأَئِمَّةِ الْمُجْتَهِدِينَ عَلَى الْإِطْلَاقِ–

'যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক। অতঃপর বুখারী ও আবুদাঊদ ফিক্বহের ইমাম ও মুজতাহিদ (মুত্বলাক্ব) ছিলেন। পক্ষান্তরে মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, ইবনু খুযায়মাহ, আবু ইয়া'লা, বাযযার প্রমুখ আহলেহাদীছ মাযহাবের উপরে ছিলেন। তারা কোন নির্দিষ্ট আলেমের মুক্বাল্লিদ ছিলেন না। আর তারা মুজতাহিদ মুত্বলাক্বও ছিলেন না'।[১১]

এই তাহক্বীক্ব ও সাক্ষ্য থেকে চারটি বিষয় প্রতীয়মান হয়-

১. হাফেয ইবনু তায়মিয়াহ্‌র নিকটে ইমাম বুখারী ও আবূদাঊদ মুজতাহিদ মুত্বলাক্ব ছিলেন। এজন্য তাদেরকে হানাফী, শাফেঈ, হাম্বলী বা মালেকী আখ্যা দেয়া ভুল।

২. ইমাম মুসলিম, তিরমিযী ও নাসাঈ প্রমুখ সবাই আহলেহাদীছের মাযহাবের উপরে ছিলেন এবং কারো মুক্বাল্লিদ ছিলেন না। সুতরাং তাঁদেরকে তাবাক্বাতে শাফেঈয়াহ প্রভৃতি ত্বাবাক্বাতের গ্রন্থসমূহে উল্লেখ করা ভুল।

৩. মুহাদ্দিছীনে কেরামের মধ্য থেকে কেউই মুক্বাল্লিদ ছিলেন না।

৪. মুজতাহিদগণের দু'টি স্তর রয়েছে। ১. মুজতাহিদ মুত্বলাক্ব[১২] এবং ২. মুজতাহিদ 'আম।[১৩]

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ)-এর উক্ত তাৎপর্যপূর্ণ উক্তি দ্বারা প্রমাণিত হ'ল যে, ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল আল-বুখারী (মৃঃ ২৫৬ হিঃ) মুক্বাল্লিদ ছিলেন না। বরং মুজতাহিদ মুত্বলাক্ব ছিলেন।

হাফেয যাহাবী ইমাম বুখারী সম্পর্কে বলেছেন, وكان إماما حافظا حجة رأسا في الفقه والحديث مجتهدا من أفراد العالم مع الدين والورع والتأله– 'তিনি ইমাম, হাফেয, হুজ্জাত, ফিক্বহ ও হাদীছের নেতা, মুজতাহিদ এবং দ্বীনদারী, পরহেযগারিতা ও আল্লাহভীরুতার সাথে সাথে দুনিয়ার অনন্য সাধারণ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন'।[১৪]

এ ধরনের অসংখ্য সাক্ষ্যের সমর্থনে আরয হ'ল যে, 'ফায়যুল বারী'র ভূমিকা লেখক গোঁড়া দেওবন্দী বলেছেন, واعلم أن البخارى مجتهد لاريب فيــه 'জেনে নাও যে, নিশ্চয়ই বুখারী একজন মুজতাহিদ। এতে কোন সন্দেহ নেই'।[১৫]

সালীমুল্লাহ খান দেওবন্দী (মুহতামিম, জামে'আ ফারূক্বিয়া দেওবন্দিয়া, করাচী) বলেছেন, 'বুখারী হ'লেন মুজতাহিদ মুত্বলাক্ব'।[১৬]

মুজতাহিদ সম্পর্কে এ মূলনীতি রয়েছে যে, মুজতাহিদ তাক্বলীদ করেন না। নববী বলেছেন, 'কেননা নিঃসন্দেহে মুজতাহিদ মুজতাহিদের তাক্বলীদ করেন না'।[১৭]

১৯. ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আন-নিশাপুরী আল-কুশায়রী (মৃঃ ২৬১ হিঃ) সম্পর্কে হাফেয ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেছেন, তিনি আহলেহাদীছের মাযহাবের উপরে ছিলেন। কোন নির্দিষ্ট আলেমের মুক্বাল্লিদ ছিলেন না *(১৮ নং উক্তি দ্রঃ)*। ইমাম মুসলিম বলেছেন, قَدْ شَرَحْنَا مِــنْ مَــذْهَبِ الْحَــدِيثِ وَأَهْلِـــهِ 'আমরা হাদীছ এবং আহলেহাদীছদের মাযহাব-এর ব্যাখ্যা করেছি'।[১৮]

সতর্কীকরণ : ইমাম মুসলিমের মুক্বাল্লিদ হওয়া কোন একজন নির্ভরযোগ্য ইমাম থেকেও সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত নেই।

২০. ইমাম আবুবকর মুহাম্মাদ বিন ইসহাক্ব ইবনু খুযায়মাহ আন-নিশাপুরী (মৃঃ ৩১১ হিঃ) সম্পর্কে হাফেয ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেছেন, তিনি আহলেহাদীছের মাযহাবের উপরে ছিলেন। নির্দিষ্ট কোন ইমামের মুক্বাল্লিদ ছিলেন না'।[১৯]

আব্দুল ওয়াহ্‌হাব বিন আলী বিন আব্দুল কাফী আস-সুবকী (মৃঃ ৭৭১ হিঃ) বলেছেন, قلت : المحمدون الْأَرْبَعَة مُحَمَّد بن نصر وَمُحَمّد بن جرير وَابْن خُزَيْمَة وَابْن الْمُنْذر من أَصْحَابنَا وَقد بلغُوا دَرَجَة الِاجْتِهَاد الْمُطلق، وَلم يخرجهم ذَلِك عَن كَونهم من أَصْحَاب الشافعى المخرجين على أُصُوله المتمذهبين بمذهبه لوفاق اجتهادهم اجْتِهَاده، بل قد ادّعى من هُوَ بعد من أَصْحَابنَا الخلص كالشيخ أَبى على وَغَيره أَنهم

১১. *মাজমূ'উ ফাতাওয়া, ২০/৩৯-৪০।*
১২. *মুজতাহিদ মুত্বলাক্ব তিনি যিনি ইজতিহাদের সকল শর্ত পূরণ করেছেন এবং শরী'আতের প্রতিটি বিষয়েই ফৎওয়া প্রদান করার যোগ্যতা রাখেন ও ফৎওয়া প্রদান করেন।- অনুবাদক।*
১৩. *যিনি সকল ফিক্বহী মাসায়েল সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রাখেন তাকে মুজতাহিদ 'আম বলা হয়।-অনুবাদক।*

১৪. *আল-কাশিফ ফী মা'রিফাতি মান লাহু রিওয়াতুন ফিল কুতুবিস সিত্তাহ, ৩/১৮, ক্রমিক নং ৪৭৯০।*
১৫. *মুক্বাদ্দামা ফায়যুল বারী, ১/৫৮।*
১৬. *তাকুরীয বা মুক্বাদ্দামা ফাযলুল বারী, ১/৩৬।*
১৭. *নববী, শরহ ছহীহ মুসলিম, ১/২১০, হা/২১-এর অধীনে; ৫নং উক্তি দ্রঃ।*
১৮. *মুক্বাদ্দামা ছহীহ মুসলিম, পৃঃ ৬।*
১৯. *১৮ নং উক্তি দ্রঃ; তাহক্বীক্বী মাক্বালাত, ২/৫৬৩।*

Contents

وَافق رَأْيهمْ رأى الإِمَام الْأَعْظَم فتبعوه ونسبوا إِلَيْهِ لَا أَنهم مقلدون... 'আমি বলেছি, চার মুহাম্মাদ- মুহাম্মাদ বিন নাছর, মুহাম্মাদ বিন জারীর, ইবনু খুযায়মাহ ও ইবনুল মুনযির আমাদের সাথীদের মধ্যে ছিলেন। তাঁরা মুজতাহিদ মুত্বলাক্বের স্তরে পৌঁছে গিয়েছিলেন। আর এ বিষয়টি তাদেরকে শাফেঈর সাথীদের থেকে বের করে দেয়নি। তারা ইমাম শাফেঈর উছূল (মূলনীতি) অনুযায়ী তাখরীজকারী এবং তার মাযহাবকে পসন্দকারী। কেননা তাদের ইজতিহাদ তাঁর (ইমাম শাফেঈ) ইজতিহাদের অনুকূলে ছিল। বরং তাদের পরে আমাদের একনিষ্ঠ সাথীবৃন্দ যেমন- আবূ আলী ও অন্যরা দাবী করেছেন যে, তাদের রায় ইমামে আযমের (ইমাম শাফেঈ) রায়ের সাথে মিলে গিয়েছিল। তাই তারা তার অনুসরণ করেছেন এবং তার দিকে সম্পর্কিত হয়েছেন। এজন্য নয় যে, তারা মুক্বাল্লিদ ছিলেন'।[২০]

المتمذهبين بمذهبه (তার মাযহাব গ্রহণকারীগণ) কথাটুকু তো সুবকী নিজের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য বলেছেন। তবে তাঁর স্বীকারোক্তি থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হ'ল যে, তার নিকটে মুহাম্মাদ বিন নাছর আল-মারওয়াযী, মুহাম্মাদ বিন জারীর ত্বাবারী, মুহাম্মাদ বিন ইসহাক্ব বিন খুযায়মাহ, মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম ইবনুল মুনযির ও আবূ আলী সকলেই গায়ের মুক্বাল্লিদ (এবং আহলেহাদীছ) ছিলেন।

ফায়েদা : যেভাবে হানাফী আলেমগণ নিজেদের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য অথবা কতিপয় আলেম ইমাম আবূ হানীফাকে 'ইমামে আযম' বলেন, সেভাবে শাফেঈ আলেমগণও ইমাম শাফেঈকে 'ইমামে আযম' বলে থাকেন। যেমন- তাজুদ্দীন আব্দুল ওয়াহ্হাব বিন তাকিউদ্দীন আস-সুবকী বলেছেন, مُحَمَّد بْن الشَّافِعِي إمامنا، الإِمَام الْأَعْظَم المطلبي أَبِي عَبْد الله مُحَمَّد بْن إِدْرِيس 'মুহাম্মাদ বিন শাফেঈ হ'লেন আমাদের ইমাম। তিনি ইমামে আযম (বড় ইমাম) আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইদরীস আল-মুত্ত্বালিবী'।[২১]

আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন সালামাহ আল-ক্বালয়ূবী (মৃঃ ১০৬৯ হিঃ) বলেছেন, قوله (الشافعي): هو الإمام الأعظم 'তার বক্তব্য (আশ-শাফেঈ) : তিনিই হ'লেন আল-ইমামুল আ'যম (মহান ইমাম)'।[২২]

ক্বাসত্বালানী (শাফেঈ) ইমাম মালেককে 'ইমামে আ'যম' (الإمام الأعظم) বলেছেন।[২৩] ক্বাসত্বালানী ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল সম্পর্কে বলেছেন, 'আল-ইমামুল আ'যম' (الإمام الأعظم)।[২৪]

হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) মুসলমানদের খলীফাকে (ইমাম) ইমামে আ'যম (الإمام الأعظم) বলেছেন।[২৫]

এক্ষণে এই মুক্বাল্লিদরা ফায়ছালা করুক যে, তাঁদের মধ্যে প্রকৃত ইমামে আ'যম কে?

আবূ ইসহাক্ব আশ-শীরাযী কতিপয় ব্যক্তি সম্পর্কে বলেছেন, وَالصَّحِيحُ الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَصْحَابُنَا وَهُوَ أَنَّهُمْ صَارُوا إِلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ لَا تَقْلِيدًا لَهُ، بَلْ لَمَّا وَجَدُوا طُرُقَهُ فِي الِاجْتِهَادِ وَالْقِيَاسِ أَسَدَّ الطُّرُقِ 'আর ছহীহ সেটাই যেদিকে মুহাক্কিকগণ গিয়েছেন এবং যেদিকে আমাদের সাথীগণ গিয়েছেন। আর সেটা হ'ল তারা তাক্বলীদ করার জন্য শাফেঈ মাযহাবের প্রবক্তা হননি; বরং ইজতিহাদ ও ক্বিয়াসে তাঁর (ইমাম শাফেঈ) পদ্ধতিকে সবচেয়ে সঠিক পেয়েছিলেন তাই'।[২৬]

এরপর নববী বলেছেন,

وَذَكَرَ أَبُو عَلِيٍّ السِّنْجِيُّ بِكَسْرِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ نَحْوَ هَذَا فَقَالَ اتَّبَعْنَا الشَّافِعِيَّ دُونَ غَيْرِهِ لِأَنَّا وَجَدْنَا قَوْلَهُ أَرْجَحَ الْأَقْوَالِ وَأَعْدَلَهَا لَا أَنَّا قَلَّدْنَاهُ-

'আবূ আলী আস-সিনজী (সীন বর্ণে যের) এমনটিই উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, আমরা অন্যদের বাদ দিয়ে ইমাম শাফেঈর অনুসরণ করেছি। কারণ আমরা তাঁর মতামতকে সবচেয়ে অগ্রগণ্য ও সঠিক পেয়েছি। এজন্য নয় যে, আমরা তাঁর তাক্বলীদ করেছি'।[২৭]

প্রমাণিত হ'ল যে, আলেমদের নামের সাথে শাফেঈ, হানাফী মালেকী প্রভৃতি লকব থাকার উদ্দেশ্য আদৌ এটা নয় যে, তাঁরা মুক্বাল্লিদ ছিলেন। বরং সঠিক এটাই যে, তাঁরা মুক্বাল্লিদ ছিলেন না। বরং তাদের ইজতিহাদ উল্লেখিত নিসবতকৃত ইমামের ইজতিহাদের সাথে মিলে গিয়েছিল।

২১. জমহূর বিদ্বানের নিকটে নির্ভরযোগ্য ক্বাযী আবুবকর মুহাম্মাদ বিন ওমর বিন ইসমাঈল দাঊদী (মৃঃ ৪২৯ হিঃ) ইবনে শাহীন বাগদাদী নামে পরিচিত আবূ হাফছ ওমর বিন আহমাদ বিন ওছমান (মৃঃ ৩৮৫ হিঃ) সম্পর্কে বলেছেন, وكان أيضا لا يعرف من الفقه قليلا ولا كثيرا، وكان إذا ذكر له مذاهب الفقهاء كالشافعي وغيره، يَقُولُ: أنا محمدي المذهب، 'তিনিও (তাক্বলীদী) ফিক্বহ বিষয়ে কম বা বেশী

২০. *ত্বাবাক্বাতুশ শাফেঈয়া আল-কুবরা, ২/৭৮, ইবনুল মুনযির-এর জীবনী দ্রঃ।*
২১. *ঐ, ১/২২৫; অন্য সংস্করণ, ১/৩০৩।*
২২. *হাশিয়াতুল ক্বালয়ূবী আলা শারহি জালালুদ্দীন মহল্লী আলা মিনহাজিত ত্বালিবীন, ১/১০।*
২৩. *ইরশাদুস সারী লিশরহে ছহীহিল বুখারী, ৫/৩০৭, হা/৩৩০০, ১০/১০৭, হা/৬৯৬২।*
২৪. *ইরশাদুস সারী, ৫/৩৫, হা/৫১০৫।*
২৫. *ফাৎহুল বারী, ৩/১১২, হা/৭১৩৮।*
২৬. *আল-মাজমূ' শারহুল মুহাযযাব, ১/৪৩।*
২৭. *ঐ।*

কিছুই জানতেন না (অর্থাৎ তিনি উক্ত তাক্বলীদী ফিক্বহকে কোন গুরুত্বই দিতেন না)। যখন তার সামনে ফক্বীহদের মাযহাব যেমন শাফেঈ ইত্যাদি উল্লেখ করা হ'ত তখন তিনি বলতেন, 'আমি মুহাম্মাদী মাযহাবের'।[২৮]

২২. হাফেয ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) সুনানে আবূদাঊদের রচয়িতা ইমাম আবূদাঊদ সিজিস্তানী সুলায়মান বিন আশ'আছ (মৃঃ ২৭৫ হিঃ)-কে মুক্বাল্লিদদের দল থেকে বের করে মুজতাহিদ মুত্বলাক্ব আখ্যা দিয়েছেন *(১৮নং উক্তি দ্রঃ)*।

২৩. সুনানে তিরমিযীর রচয়িতা ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মাদ বিন ঈসা বিন সাওরাহ আত-তিরমিযী (মৃঃ ২৭৯ হিঃ) সম্পর্কে হাফেয ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেছেন, তিনি আহলেহাদীছদের মাযহাবের উপরে ছিলেন এবং কোন নির্দিষ্ট আলেমের মুক্বাল্লিদ ছিলেন না *(১৮নং উক্তি দ্রঃ)*।

২৪. সুনানে নাসাঈর লেখক ইমাম আহমাদ বিন শু'আইব আন-নাসাঈ (মৃঃ ৩০৩ হিঃ) সম্পর্কে হাফেয ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেছেন, তিনি আহলেহাদীছদের মাযহাবের উপরে ছিলেন এবং কোন নির্দিষ্ট আলেমের মুক্বাল্লিদ ছিলেন না *(১৮নং উক্তি দ্রঃ)*।

২৫. সুনানে ইবনে মাজাহর লেখক ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইয়াযীদ বিন মাজাহ আল-ক্বাযবীনী (মৃঃ ২৭৩ হিঃ) সম্পর্কে হাফেয ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেছেন, তিনি আহলেহাদীছদের মাযহাবের উপরে ছিলেন এবং কোন নির্দিষ্ট আলেমের মুক্বাল্লিদ ছিলেন না *(১৮নং উক্তি দ্রঃ)*।

২৬. ইমাম আবূ ইয়া'লা আহমাদ বিন আলী ইবনুল মুছান্না আল-মূছিলী (মৃঃ ৩০৭ হিঃ) সম্পর্কে হাফেয ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেছেন, তিনি আহলেহাদীছদের মাযহাবের উপরে ছিলেন। নির্দিষ্ট কোন আলেমের মুক্বাল্লিদ ছিলেন না *(১৮ নং উক্তি দ্রঃ)*।

২৭. আবুবকর আহমাদ বিন আমর বিন আব্দুল খালেক আল-বাযযার আল-বাছরী (সত্যবাদী ও হাসানুল হাদীছ) (মৃঃ ২৯২ হিঃ) সম্পর্কে হাফেয ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেছেন, তিনি আহলেহাদীছদের মাযহাবের উপরে ছিলেন। নির্দিষ্ট কোন আলেমের মুক্বাল্লিদ ছিলেন না *(১৮ নং উক্তি দ্রঃ)*।

২৮. হাফেয আবু মুহাম্মাদ আলী বিন আহমাদ বিন সাঈদ বিন হাযম আল-আন্দালুসী আল-কুরতুবী (মৃঃ ৪৫৬ হিঃ) তাক্বলীদ সম্পর্কে বলেছেন, والتقليد حرام ... والعامي والعالم في ذلك سواء وعلى كل أحد حظه الذي يقدر عليه من الاجتهاد. 'তাক্বলীদ হারাম...। এ ব্যাপারে সাধারণ মানুষ ও আলেম সমান। আর প্রত্যেকের উপরে স্বীয় সামর্থ্য অনুযায়ী ইজতিহাদ যরূরী'।[২৯]

হাফেয ইবনু হাযম স্বীয় আক্বীদা সংক্রান্ত গ্রন্থে বলেছেন, 'কোন ব্যক্তির জন্য তাক্বলীদ করা বৈধ নয়। চাই জীবিত ব্যক্তির তাক্বলীদ হোক অথবা মৃত ব্যক্তির'।[৩০]

হাফেয ইবনু হাযম দু'আ করতে গিয়ে বলেছেন, وأن يعصمنا من بدعة التقليد المحدث بعد القرون الثلاثة المحمودة. آمين، 'আল্লাহ যেন আমাদেরকে প্রশংসিত তৃতীয় শতকের পরে সৃষ্ট তাক্বলীদের (অর্থাৎ চার মাযহাবের বিদ'আত) বিদ'আত থেকে রক্ষা করেন।-আমীন'।[৩১]

২৯. হাফেয ইবনু আব্দিল বার্র আন্দালুসী (মৃঃ ৪৬৩ হিঃ) স্বীয় বিখ্যাত গ্রন্থে অনুচ্ছেদ বেঁধেছেন- باب فساد التقليد ونفيه والفرق بين التقليد والاتباع 'তাক্বলীদের অপকারিতা ও তার নাকচ হওয়া এবং তাক্বলীদ ও ইত্তিবার মধ্যে পার্থক্য' অনুচ্ছেদ।[৩২]

হাফেয ইবনু আব্দিল বার্র-এর মুক্বাল্লিদ হওয়া অকাট্যভাবে প্রমাণিত নয়। বরং হাফেয যাহাবী বলেছেন, فإنه ممن بلغ رتبة الأئمة المجتهدين 'নিশ্চয়ই তিনি তাদের অন্তর্ভুক্ত, যারা মুজতাহিদ ইমামগণের স্তরে পৌঁছে গিয়েছিলেন'।[৩৩]

আর এটা সাধারণ মানুষও জানে যে, মুজতাহিদ কখনো মুক্বাল্লিদ হন না *(৫ নং উক্তি দ্রঃ)*।

হাফেয ইবনু আব্দিল বার্র আন্দালুসী (রহঃ) স্বয়ং বলেছেন, لا فرق بين مقلد وبهيمة 'মুক্বাল্লিদ ও চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই'।[৩৪]

সতর্কীকরণ : হাফেয ইবনু আব্দিল বার্র, খত্বীব বাগদাদী প্রমুখ কতিপয় ইবারতে সাধারণ মানুষের জন্য (জীবিত) আলেমের তাক্বলীদ করাকে জায়েয বলেছেন। যার উদ্দেশ্য স্রেফ এটা যে, মূর্খ ব্যক্তি আলেমের কাছ থেকে মাসআলা জিজ্ঞাসা করে তার উপরে আমল করবে। আমরাও এটা বলি যে, মূর্খ ব্যক্তির উপরে এটা যরূরী যে, সে কুরআন ও সুন্নাহর ছহীহ আক্বীদাসম্পন্ন আলেমের নিকট থেকে মাসআলা জিজ্ঞাসা করে তার উপরে আমল করবে। কিন্তু এটাকে তাক্বলীদ বলা ভুল। উছূলে ফিক্বহের প্রসিদ্ধ মাসআলা রয়েছে যে, সাধারণ মানুষের মুফতীর (আলেম) দিকে প্রত্যাবর্তন করা তাক্বলীদ নয়।[৩৫]

৩০. আমীরুল মুমিনীন খলীফা আবু ইউসুফ ই'য়াকূব বিন ইউসুফ বিন আব্দুল মুমিন বিন আলী আল-ক্বায়সী আল-কূমী

---

২৮. *তারীখু বাগদাদ, ১১/২৬৭, রাবী ক্রমিক নং ৬০২৮, সনদ ছহীহ।*
২৯. *আন-নুবযাতুল কাফিয়া ফী আহকামি উছূলিদ দ্বীন, পৃঃ ৭০-৭১; উপরন্তু দেখুন : ইবনু হাযম, আল-ইহকাম ও আল-মুহাল্লা ফী শারহিল মুজাল্লাহ বিল-হুজাজি ওয়াল-আছার।*

৩০. *কিতাবুদ দুর্রাহ ফীমা ইয়াজিবু ই'তিক্বাদুহু, পৃঃ ৪২৬৭; উপরন্তু দেখুন : দ্বীন মেঁ তাক্বলীদ কা মাসআলাহ, পৃঃ ৩৯।*
৩১. *আর-রিসালাতুল বাহিরাহ, ১/৫।*
৩২. *জামে'উ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহি, ২/২১৮।*
৩৩. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১৮/১৫৭।*
৩৪. *জামে'উ বায়ানিল ইলম ওয়া ফাযলিহি, ২/২২৯।*
৩৫. *দেখুন : মুসাল্লামুছ ছুবূত, পৃঃ ২৮৯; দ্বীন মেঁ তাক্বলীদ কা মাসআলা, পৃঃ ৮-১১।*

আল-মার্রাকুশী আয-যাহেরী আল-মাগরেবী (মৃঃ ৫৯৫ হিঃ) স্বীয় সাম্রাজ্যে শরী'আতের বিধি-বিধান বাস্তবায়ন করেন, জিহাদের ঝাণ্ডা বুলন্দ করেন, ন্যায়পরায়ণতার সাথে দণ্ডবিধি বাস্তবায়ন করেন এবং ন্যায়ের মানদণ্ড কায়েম করেন।

তাঁর সম্পর্কে ঐতিহাসিক ইবনু খাল্লিকান লিখেছেন, 'তিনি একজন দানশীল বাদশাহ এবং পবিত্র শরী'আতকে ধারণকারী ছিলেন। তিনি নির্ভয়ে ও পক্ষপাতহীনভাবে সৎ কাজের আদেশ করতেন এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করতেন, যেমনটি উচিৎ। তিনি লোকদেরকে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত পড়াতেন এবং পশমের পোষাক পরিধান করতেন। নারী ও দুর্বলের পাশে দাঁড়াতেন এবং তাদের হক আদায় করে দিতেন। তিনি অছিয়ত করেন, তাকে যেন রাস্তার মাঝে অর্থাৎ নিকটে দাফন করা হয়। যাতে তার পাশ দিয়ে অতিক্রমকারীরা তার জন্য রহমতের দো'আ করে'।[৩৬]

এই মুজাহিদ ও ছহীহ আক্বীদাসম্পন্ন খলীফা (রহঃ) সম্পর্কে ইবনু খাল্লিকান আরো লিখেছেন, وأمر برفض فروع الفقه، وأن العلماء لا يفتون إلا بالكتاب العزيز والسنة النبوية، ولا يقلدون أحداً من الأئمة المجتهدين المتقدمين، بل تكون أحكامهم بما يؤدي إليه اجتهادهم من استنباطهم القضايا من الكتاب والحديث والإجماع والقياس. 'তিনি ফিক্বহের শাখা-প্রশাখাগত বিষয়গুলি (মালেকী ফিক্বহের গ্রন্থসমূহ) পরিত্যাগ করতে এবং আলেমগণকে কেবল কুরআন ও হাদীছ দ্বারা ফৎওয়া দেওয়ার আদেশ দেন। আর তারা যেন পূর্ববর্তী মুজতাহিদ ইমামদের মধ্য থেকে কারু তাক্বলীদ না করেন। বরং কুরআন, হাদীছ, ইজমা ও কিয়াস দ্বারা ইস্তিমবাতের মাধ্যমে ইজতিহাদ দ্বারা যেন তাদের ফায়ছালা হয়'।[৩৭]

ঠিক এটাই হ'ল আহলেহাদীছদের (আহলে সুন্নাত) মানহাজ (পদ্ধতি), মাসলাক (পথ) ও দাওয়াত। *আলহামদুলিল্লাহ।*

আহলেহাদীছদেরকে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে ইংরেজ আমলের সৃষ্ট আখ্যায়িতকারীরা একটু চোখ খুলে ৬ষ্ঠ হিজরীর এই গায়ের মুক্বাল্লিদ খলীফার জীবনী পড়ুক। যাতে তাদের নযরে কিছু আসে।

এই মুজাহিদ খলীফা সম্পর্কে হাফেয যাহাবী লিখেছেন যে, তিনি মুক্বাল্লিদ সম্পর্কে বলেছেন, কুরআন ও সুনানে আবুদাউদের উপরে আমল কর। নতুবা এই তলোয়ার প্রস্তুত রয়েছে'।[৩৮]

হাফেয যাহাবী আরো বলেছেন, وعظم صيت العباد والصالحين في زمانه، وكذلك أهل الحديث، وارتفعت منزلتهم عنده فكان يسألهم الدعاء. وانقطع في أيامه علم الفروع، وخاف منه الفقهاء، وأمر بإحراق كتب المذهب بعد أن يجرد ما فيها من الحديث، فأحرق منها جملة في سائر بلاده، كالمدوَّنة، وكتاب ابن يونس، ونوادر ابن أبي زيد، والتهذيب للبرادعي، والواضحة لابن حبيب. 'তাঁর আমলে ইবাদতগুযার ও সৎ লোকদের সুখ্যাতি বৃদ্ধি পেয়েছিল। অনুরূপভাবে আহলেহাদীছদের মর্যাদাও বৃদ্ধি পেয়েছিল। তিনি তাদের (আহলেহাদীছদের) নিকট দো'আ চাইতেন। তাঁর শাসনামলে প্রশাখাগত ইলমের অবসান হয়েছিল (অর্থাৎ তাক্বলীদী ফিক্বহ শেষ হয়ে গিয়েছিল)। (মুক্বাল্লিদ) ফক্বীহগণ তাকে ভয় পেতেন। তিনি হাদীছসমূহকে আলাদা করার পরে মাযহাবী গ্রন্থসমূহ পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দিয়েছিলেন। অতঃপর সমগ্র দেশে অনেক মাযহাবী গ্রন্থ জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। যেমন-আল-মুদাউওয়ানাহ, কিতাবু ইবনে ইউনুস, ইবনু আবী যায়েদের আন-নাওয়াদির, বারাদিঈর আত-তাহযীব ও ইবনু হাবীবের আল-ওয়াযিহাহ'।

قال محيي الدين عبد الواحد بن علي المراكشي في كتاب المعجب له: ولقد كنت بفاس، فشهدت يؤتى بالأحمال منها فتوضع ويطلق فيها النار. মুহিউদ্দীন আব্দুল ওয়াহিদ বিন আলী আল-মার্রাকুশী তার 'আল-মু'জাব' গ্রন্থে বলেছেন, 'আমি ফাস (নগরীতে) ছিলাম। আমি দেখেছি যে, (ফেক্বহী) কেতাবসমূহের বোঝা এনে রাখা হ'ত এবং সেগুলিতে আগুন লাগিয়ে দেয়া হ'ত'।[৩৯]

হে আল্লাহ! এই মুজাহিদ খলীফা ও আমীরুল মুমিনীনকে জান্নাতে উচ্চমর্যাদা নছীব করুন এবং আমাদের গোনাহখাতা মাফ করে স্বীয় দয়া ও অনুগ্রহে এরূপ ছহীহ আক্বীদাসম্পন্ন মুজাহিদ ও মুমিনদের সাহচর্য দান করুন-আমীন!

৩১. জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী (মৃঃ ৯১১ হিঃ) বলেছেন, 'অতঃপর তাদের পরে এমন ব্যক্তিরা আগমন করেছিলেন, যারা তাদের হেদায়াতকে আঁকড়ে ধরেছেন ও তাদের পথে চলেছেন। যেমন- ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ আল-ক্বাত্ত্বান, আব্দুর রহমান বিন মাহদী, বিশর ইবনুল মুফায্যাল, খালেদ ইবনুল হারিছ, আব্দুর রায্যাক, ওয়াকী', ইয়াহ্ইয়া বিন আদম, হুমায়েদ বিন আব্দুর রহমান আর-রাওয়াসী, ওয়ালীদ বিন মুসলিম, হুমায়দী, শাফেঈ, ইবনুল মুবারক, হাফছ বিন গিয়াছ, ইয়াহ্ইয়া বিন যাকারিয়া বিন আবু যায়েদাহ, আবুদাঊদ ত্বায়ালিসী, আবুল ওয়ালীদ ত্বায়ালিসী, মুহাম্মাদ বিন আবু 'আদী, মুহাম্মাদ বিন জা'ফর, ইয়াহ্ইয়া বিন ইয়াহ্ইয়া নিশাপুরী, ইয়াযীদ বিন যুরা'ই, ইসমাঈল বিন 'উলাইয়াহ, আব্দুল ওয়ারিছ বিন সাঈদ এবং তার পুত্র আব্দুছ ছামাদ, ওয়াহাব বিন জারীর, আযহার বিন সা'দ, 'আফফান বিন মুসলিম, বিশর বিন ওমর, আবূ আছিম আন-নাবীল, মু'তামির

৩৬. *ওফায়াতুল আ'য়ান, ৭/১০।*
৩৭. *ঐ, ৭/১১।*
৩৮. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ২১/৩১৪, সংক্ষেপায়িত।*
৩৯. *যাহাবী, তারীখুল ইসলাম, ৪২/২১৬।*

Contents

বিন সুলায়মান, নাযর বিন শুমাইল, মুসলিম বিন ইবরাহীম, হাজ্জাজ বিন মিনহাল, আবু 'আমের আল-আক্বাদী, আব্দুল ওয়াহ্হাব আছ-ছাক্বাফী, ফিরইয়াবী, ওয়াহাব বিন খালিদ, আব্দুল্লাহ বিন নুমায়ের ও অন্যান্যগণ। এঁদের কেউই তাঁদের পূর্বের কোন ইমামের তাক্বলীদ করেননি' (ما من هؤلاء أحد قلد إماما كان قبله)।[৪০]

জানা গেল যে, ইমাম আহমাদ, ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী, ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈন প্রমুখের শিক্ষক, নির্ভরযোগ্য, মুতক্বিন, হাফেয, আদর্শবান ইমাম আবু সা'ঈদ ইয়াহ্ইয়া বিন সা'ঈদ বিন ফার্রূখ আল-ক্বাত্ত্বান আল-বাছরী (মৃঃ ১৯৮ হিঃ) মুক্বাল্লিদ ছিলেন না।

ফায়েদা : ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ আল-ক্বাত্ত্বান তাবেঈ সুলায়মান বিন ত্বারখান আত-তায়মী (রহঃ) সম্পর্কে বলেছেন, তিনি আমাদের নিকটে আহলেহাদীছদের অন্তর্ভুক্ত'।[৪১]

৩২. ছিক্বাহ, ছাবত, হাফেয, রিজাল ও হাদীছের গভীর জ্ঞানসম্পন্ন ইমাম আবু সাঈদ আব্দুর রহমান বিন মাহদী আল-বাছরী (মৃঃ ১৯৮ হিঃ) সুয়ূত্বীর ভাষ্য অনুযায়ী মুক্বাল্লিদ ছিলেন না *(৩১ নং উক্তি দ্রঃ)*।

৩৩. ছিক্বাহ, ছাবত, আবেদ, ইমাম আবু ইসমাঈল বিশর ইবনুল মুফায্যাল বিন লাহিক্ব আর-রাক্বাশী আল-বাছরী (মৃঃ ১৮৬ অথবা ১৮৭ হিঃ) সুয়ূত্বীর বক্তব্য মতে মুক্বাল্লিদ ছিলেন না *(৩১ নং উক্তি দ্রঃ)*।

৩৪. ছিক্বাহ, ছাবত, ইমাম আবু ওছমান খালেদ ইবনুল হারিছ বিন ওবায়েদ বিন মুসলিম আল-হুজায়মী আল-বাছরী (মৃঃ ১৮৬ হিঃ) সুয়ূত্বীর কথা মতে মুক্বাল্লিদ ছিলেন না *(৩১ নং উক্তি দ্রঃ)*।

৩৫. জমহূর বিদ্বানগণের নিকট নির্ভরযোগ্য, সত্যবাদী ইমাম আব্দুর রায্যাক বিন হুমাম আছ-ছান'আনী আল-ইয়ামানী (মৃঃ ২১১ হিঃ) সুয়ূত্বীর বক্তব্য অনুযায়ী তাক্বলীদ করতেন না *(৩১ নং উক্তি দ্রঃ)*।

৩৬. নির্ভরযোগ্য, হাফেয, আবেদ, ইমাম আবু সুফিয়ান ওয়াকী' ইবনুল জার্রাহ বিন মুলাইহ আর-রাওয়াসী আল-কূফী (মৃঃ ১৯৭ হিঃ) সুয়ূত্বীর ভাষ্যমতে তাক্বলীদকারী ছিলেন না *(৩১ নং উক্তি দ্রঃ)*।

৩৭. বিশ্বস্ত, হাফেয, ফাযেল, আবু যাকারিয়া ইয়াহ্ইয়া বিন আদম বিন সুলায়মান আল-কূফী (মৃঃ ২০৩ হিঃ) সম্পর্কে সুয়ূত্বী বলেছেন যে, তিনি তাঁর পূর্বের কোন একজন ইমামেরও তাক্বলীদ করেননি *(৩১ নং উক্তি দ্রঃ)*।

৩৮. ছিক্বাহ ইমাম আবু আওফ হুমায়েদ বিন আব্দুর রহমান বিন হুমায়েদ আর-রাওয়াসী আল-কূফী (মৃঃ ১৮৯ হিঃ) সুয়ূত্বীর কথানুসারে তাক্বলীদ করতেন না *(৩১ নং উক্তি দ্রঃ)*।

৩৯. ছিক্বাহ, সত্যবাদী, মুদাল্লিস, ইমাম আবুল আব্বাস ওয়ালীদ বিন মুসলিম আল-কুরাশী আদ-দিমাশক্বী (মৃঃ ১৯৪ হিঃ) সুয়ূত্বীর মতে তাক্বলীদ করতেন না *(৩১ নং উক্তি দ্রঃ)*।

৪০. ইমাম বুখারীর শিক্ষক ছিক্বাহ, হাফেয, ফক্বীহ, ইমাম আবুবকর আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের বিন ঈসা আল-হুমায়দী আল-মাক্কী (মৃঃ ২১৯ হিঃ) সুয়ূত্বীর কথানুসারে তাক্বলীদ করতেন না *(৩১ নং উক্তি দ্রঃ)*।

৪১. ছিক্বাহ, ছাবত, ফক্বীহ, আলেম, দানশীল, মুজাহিদ, ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক আল-মারওয়াযী (মৃঃ ১৮১ হিঃ) সুয়ূত্বীর কথানুপাতে তাক্বলীদ করতেন না *(৩১ নং উক্তি দ্রঃ)*।

৪২. ছিক্বাহ, সত্যবাদী, ফক্বীহ আবু ওমর হাফছ বিন গিয়াছ বিন ত্বালক্ব বিন মু'আবিয়া আল-কূফী আল-ক্বাযী (মৃঃ ১৯৫ হিঃ) সুয়ূত্বীর বক্তব্যানুপাতে তাক্বলীদ করতেন না *(৩১ নং উক্তি দ্রঃ)*।

সতর্কীকরণ : হাফছ বিন গিয়াছ (রহঃ) বলেছেন, كنت أجلس إلى أبي حنيفة فأسمعه يسأل عن مسألة في اليوم الواحد فيفتي فيها بخمسة أقاويل، فلما رأيت ذلك تركته وأقبلت على الحديث 'আমি আবু হানীফার কাছে বসতাম। একটি মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হ'লে সে বিষয়ে তাঁকে এক দিনে পাঁচ রকম ফৎওয়া দিতে শুনলাম। যখন আমি এটা দেখলাম, তখন তাকে ত্যাগ করলাম এবং হাদীছের প্রতি মনোনিবেশ করলাম'।[৪২] ইবরাহীম বিন সাঈদ আল-জাওহারী (রহঃ) থেকে এই বর্ণনার রাবী আবুবকর আহমাদ বিন জা'ফর বিন মুহাম্মাদ বিন সালম ছিক্বাহ বা নির্ভরযোগ্য ছিলেন।[৪৩]

আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ বিন হাম্বল[৪৪] এবং আহমাদ বিন ইয়াহ্ইয়া বিন ওছমান[৪৫] উভয়েই তার মুতাবা'আত করেছেন। অর্থাৎ তাঁরা উক্ত রেওয়ায়াতকে ইমাম ইবরাহীম বিন সাঈদ আল-জাওহারী (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন।

প্রতীয়মান হ'ল যে, ইমাম হাফছ বিন গিয়াছ আল-কূফী আহলে রায়-এর মাযহাব ছেড়ে আহলেহাদীছদের মাযহাবকে গ্রহণ করেছিলেন। আল্লাহ তাঁর উপরে রহম করুন!

৪৩. ছিক্বাহ, মুতক্বিন, ইমাম আবু সাঈদ ইয়াহ্ইয়া বিন যাকারিয়া বিন আবী যায়েদাহ আল-হামাদানী আল-কূফী (মৃঃ ১৮৪ হিঃ) সুয়ূত্বীর মতে তাক্বলীদ করতেন না *(৩১ নং উক্তি দ্রঃ)*।

৪৪. ছিক্বাহ ও সত্যবাদী, হাফেয আবুদাঊদ সুলায়মান বিন দাঊদ ইবনুল জারূদ আত-ত্বায়ালিসী আল-বাছরী (মৃঃ ২০৪ হিঃ) সুয়ূত্বীর মতে তাক্বলীদ করতেন না *(৩১ নং উক্তি দ্রঃ)*।

---

৪০. *সুয়ূত্বী, আর-রাদ্দু আলা মান উখলিদা ইলাল আরয ওয়া জাহিলা আন্নাল ইজতিহাদা ফী কুল্লি 'আছরিন ফারয, পৃঃ ১৩৬-১৩৭।*
৪১. *দেখুন : মুসনাদে আলী ইবনুল জা'দ, হা/১৩৫৪, সনদ ছহীহ; আল-জারহু ওয়াত-তা'দীল, ৪/১২৫, সনদ ছহীহ; আমার গ্রন্থ : ইলমী মাক্বালাত, ১/১৬২।*
৪২. *তারীখু বাগদাদ, ১৩/৪২৫, সনদ ছহীহ।*
৪৩. *দেখুন : আত-তানকীল বিমা ফী তা'নীবিল কাওছারী মিনাল আবাত্বীল, ১/১০৩, ক্রমিক নং ১৩।*
৪৪. *আস-সুন্নাহ, হা/৩১৬।*
৪৫. *কিতাবুল মা'রিফাহ ওয়াত-তারীখ, ২/৭৮৯।*

Contents

৪৫. ছিক্বাহ, ছাবত, ইমাম আবুল ওয়ালীদ হিশাম বিন আব্দুল মালিক আল-বাহিলী আত-ত্বায়ালিসী আল-বাছরী (মৃঃ ২২৭ হিঃ) সুয়ূত্বীর মতে তাক্বলীদ করতেন না *(৩১ নং উক্তি দ্রঃ)*।

৪৬. ছিক্বাহ ইমাম আবু 'আমর মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম বিন আবু 'আদী আল-বাছরী (মৃঃ ১৯৪ হিঃ) সুয়ূত্বীর মতে তাক্বলীদ করতেন না *(৩১ নং উক্তি দ্রঃ)*।

৪৭. গুনদার নামে পরিচিত নির্ভরযোগ্য ও সত্যবাদী, জমহূর যাকে ছিক্বাহ বলেছেন, ইমাম মুহাম্মাদ বিন জা'ফর আল-হুযালী আল-বাছরী (মৃঃ ১৯৪ হিঃ) সুয়ূত্বীর মতে তাক্বলীদ করতেন না *(৩১ নং উক্তি দ্রঃ)*।

৪৮. ছিক্বাহ, ছাবত, ইমাম আবু যাকারিয়া ইয়াহ্ইয়া বিন ইয়াহ্ইয়া বিন বকর বিন আব্দুর রহমান আত-তামীমী আন-নিশাপুরী (মৃঃ ২২৬ হিঃ) সুয়ূত্বীর মতে তাক্বলীদ করতেন না *(৩১ নং উক্তি দ্রঃ)*।

৪৯. ছিক্বাহ, ছাবত, ইমাম আবু মু'আবিয়া ইয়াযীদ বিন যুরাই' আল-বাছরী (মৃঃ ১৮২ হিঃ) সুয়ূত্বীর কথানুসারে মুক্বাল্লিদ ছিলেন না *(৩১ নং উক্তি দ্রঃ)*।

৫০. ইবনু উলাইয়াহ নামে পরিচিত ছিক্বাহ, হাফেয, ইমাম আবু বিশর ইসমাঈল বিন ইবরাহীম বিন মিক্বসাম আল-আসাদী আল-বাছরী (মৃঃ ১৯৩ হিঃ) সুয়ূত্বীর মতানুসারে কারো তাক্বলীদ করতেন না *(৩১ নং উক্তি দ্রঃ)*।

৫১. ছিক্বাহ, ছাবত, সুন্নী, ইমাম আবু ওবায়দা আব্দুল ওয়ারিছ বিন সাঈদ বিন যাকওয়ান আল-আমবারী আত-তান্নূরী আল-বাছরী (মৃঃ ১৮০ হিঃ) সুয়ূত্বীর মতে মুক্বাল্লিদ ছিলেন না।

৫২. ছিক্বাহ, সত্যবাদী, ইমাম আবু সাহল আব্দুছ ছামাদ বিন আব্দুল ওয়ারিছ বিন সাঈদ আল-বাছরী (মৃঃ ২০৭ হিঃ) সুয়ূত্বীর মতে তাক্বলীদ করতেন না *(৩১ নং উক্তি দ্রঃ)*।

৫৩. ছিক্বাহ, ইমাম আবুল আব্বাস ওয়াহাব বিন জারীর বিন হাযেম বিন যায়েদ আল-বাছরী আল-আযদী (মৃঃ ২০৬ হিঃ) সুয়ূত্বীর মতে কারো তাক্বলীদ করতেন না *(৩১ নং উক্তি দ্রঃ)*।

৫৪. ছিক্বাহ ইমাম আবুবকর আযহার বিন সাঈদ আস-সাম্মান আল-বাহেলী আল-বাছরী (মৃঃ ২০৩ হিঃ) সুয়ূত্বীর মতে মুক্বাল্লিদ ছিলেন না *(৩১ নং উক্তি দ্রঃ)*।

৫৫. ছিক্বাহ, ছাবত, ইমাম আবু ওছমান 'আফফান বিন মুসলিম বিন আব্দুল্লাহ আল-বাহেলী আছ-ছাফফার আল-বাছরী (মৃঃ ২১৯ হিঃ) সুয়ূত্বীর মতে কারো মুক্বাল্লিদ ছিলেন না।

৫৬. ছিক্বাহ, ইমাম আবু মুহাম্মাদ বিশর বিন ওমর ইবনুল হাকাম আয-যাহরানী আল-আযদী আল-বাছরী (মৃঃ ২০৯ হিঃ) সুয়ূত্বীর মতে কারো তাক্বলীদ করতেন না *(৩১ নং উক্তি দ্রঃ)*।

৫৭. ছিক্বাহ, ছাবত, ইমাম আবু 'আছেম যাহহাক বিন মাখলাদ বিন যাহ্হাক বিন মুসলিম আশ-শায়বানী আন-নাবীল আল-বাছরী (মৃঃ ২১২ হিঃ) সুয়ূত্বীর মতে কারো তাক্বলীদ করতেন না *(৩১ নং উক্তি দ্রঃ)*।

৫৮. ছিক্বাহ, ইমাম আবু মুহাম্মাদ মু'তামির বিন সুলায়মান বিন ত্বারখান আত-তায়মী আল-বাছরী (মৃঃ ১৮৭ হিঃ) সুয়ূত্বীর মতে তাক্বলীদ করতেন না *(৩১ নং উক্তি দ্রঃ)*।

৫৯. ছিক্বাহ, ছাবত, ইমাম আবুল হাসান নাযর বিন শুমাইল আল-মাযেনী আল-বাছরী আন-নাহবী (মৃঃ ২০৪ হিঃ) সুয়ূত্বীর মতে তাক্বলীদ করতেন না *(৩১ নং উক্তি দ্রঃ)*।

৬০. ছিক্বাহ, ইমাম আবূ আমর মুসলিম বিন ইবরাহীম আল-আযদী আল-ফারাহীদী আল-বাছরী (মৃঃ ২২২ হিঃ) সুয়ূত্বীর মতে কারো তাক্বলীদ করতেন না *(৩১ নং উক্তি দ্রঃ)*।

৬১. ছিক্বাহ, ফাযেল, ইমাম আবু মুহাম্মাদ হাজ্জাজ বিন মিনহাল আল-আনমাত্বী আস-সুলামী আল-বাছরী (মৃঃ ২১৭ হিঃ) সুয়ূত্বীর মতানুসারে তাক্বলীদ করতেন না *(৩১ নং উক্তি দ্রঃ)*।

৬২. ছিক্বাহ, ইমাম আবু আমের আব্দুল মালেক বিন আমর আল-ক্বায়সী আল-আক্বাদী (মৃঃ ২০৫ হিঃ) সুয়ূত্বীর মতে কারো তাক্বলীদ করতেন না *(৩১ নং উক্তি দ্রঃ)*।

৬৩. ছিক্বাহ, সত্যবাদী, ইমাম আবু মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াহ্হাব বিন আব্দুল মাজীদ আছ-ছাক্বাফী আল-বাছরী (মৃঃ ১৯৪ হিঃ) সুয়ূত্বীর মতে কারো তাক্বলীদ করতেন না *(৩১ নং উক্তি দ্রঃ)*।

৬৪. ছিক্বাহ, সত্যবাদী, ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ বিন ওয়াক্বিদ আয-যাব্বী আল-ফিরইয়াবী (মৃঃ ২১২ হিঃ) সুয়ূত্বীর মতে তাক্বলীদ করতেন না *(৩১ নং উক্তি দ্রঃ)*।

ইমাম ফিরইয়াবী নিজের এবং নিজের সাথীদের সম্পর্কে বলেছেন, 'আমরা আহলেহাদীছদের একটা জামা'আত ছিলাম'।[৪৬]

৬৫. ছিক্বাহ, সত্যবাদী, ইমাম আবুবকর ওহায়েব বিন খালেদ বিন আজলান আল-বাহিলী আল-বাছরী (মৃঃ ১৬৫ হিঃ) সুয়ূত্বীর মতে কারো তাক্বলীদ করতেন না *(৩১ নং উক্তি দ্রঃ)*।

সতর্কীকরণ : মূল কপিতে ওয়াহাব বিন খালেদ লিখিত আছে। যেটি লেখক বা কপিকারীর ভুল বলে অনুমিত হয়। আর যদি এটি ভুল না হয় তাহলে এই ত্বাবাক্বাতে আবু খালেদ বিন ওয়াহাব বিন খালেদ আল-হুমায়রী আল-হিমছী ছিক্বাহ ছিলেন।[৪৭]

৬৬. আহলে সুন্নাতের নির্ভরযোগ্য ইমাম আবু হিশাম আব্দুল্লাহ বিন নুমায়ের আল-কূফী আল-হামাদানী (মৃঃ ১৯৯ হিঃ) সুয়ূত্বীর মতে কারো তাক্বলীদ করতেন না *(৩১ নং উক্তি দ্রঃ)*।

৬৭. জালালুদ্দীন আব্দুর রহমান বিন আবুবকর সুয়ূত্বী (মৃঃ ৯১১ হিঃ) আরো বলেছেন, 'অতঃপর তাদের পরে আগমন করেছিলেন আহমাদ বিন হাম্বল, ইসহাক্ব বিন রাহওয়াইহ, আবু ছাওর, আবু ওবায়েদ, আবু খায়ছামাহ, আবু আইয়ূব আল-হাশেমী, আবু ইসহাক্ব আল-ফাযারী, মাখলাদ ইবনুল হুসায়েন, মুহাম্মাদ বিন ইয়াহ্ইয়া আয-যুহলী, আবু শায়বার পুত্রদ্বয় আবুবকর ও ওছমান, সাঈদ বিন মানছূর, কুতায়বা,

---

৪৬. *আল-জারহু ওয়াত-তা'দীল, ১/৬০, সনদ ছহীহ; ইলমী মাক্বালাত, ১/১৬৪।*
৪৭. *দেখুন : তাক্বরীবুত তাহযীব, রাবী নং ৭৪৭৪।*

মুসাদ্দাদ, ফাযল বিন দুকায়েন, মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না, বুনদার, মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন নুমায়ের, মুহাম্মাদ ইবনুল 'আলা, হাসান বিন মুহাম্মাদ আয-যা'ফারানী, সুলায়মান বিন হারব, 'আরেম ও তাদের মতো অন্যেরা। ليس منهم أحد قلد رجلاً، وقد شاهدوا من قبلهم ورأوهم فلو رأوا آنفسهم فى سعة من أن يقلدوا دينهم أحدًا منهم لقلّدوا তাদের মধ্যে কেউই কোন ব্যক্তির তাক্বলীদ করনেনি। তারা তাদের পূর্বের লোকদেরকে দেখেছিলেন এবং তাদের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন। যদি তারা তাদের দ্বীনে কারো তাক্বলীদ করা জায়েয মনে করতেন, তবে তারা তাদের (পূর্ববর্তীদের) তাক্বলীদ করতেন'।[৪৮]

সুয়ূত্বীর এই সুস্পষ্ট উদ্ধৃতি থেকে প্রতীয়মান হ'ল যে, ইবনু রাহওয়াইহ নামে পরিচিত নির্ভরযোগ্য ইমাম আবু মুহাম্মাদ ইসহাক্ব বিন ইবরাহীম বিন মাখলাদ আল-হানযালী আল-মারওয়াযী (মৃঃ ২৩৮ হিঃ) মুক্বাল্লিদ ছিলেন না। তার (ইমাম ইসহাক্ব বিন রাহওয়াইহ) সম্পর্কে হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী লিখেছেন, مجتهد قرين أحمد بن حنبل 'তিনি মুজতাহিদ, আহমাদ বিন হাম্বলের সাথী'।[৪৯]

৬৮. ছিক্বাহ, ফাযেল, ইমাম আবু ওবায়েদ আল-ক্বাসেম বিন সাল্লাম আল-বাগদাদী (মৃঃ ২২৪ হিঃ) সুয়ূত্বীর বক্তব্যানুপাতে তাক্বলীদ করতেন না *(৩১ নং উক্তি দ্রঃ)*।

৬৯. ছিক্বাহ, ছাবত, ইমাম আবু খায়ছামাহ যুহায়ের বিন হারব বিন শাদ্দাদ আন-নাসাঈ আল-বাগদাদী (মৃঃ ২৩৪ হিঃ) সুয়ূত্বীর বক্তব্য অনুযায়ী কারো তাক্বলীদ করতেন না *(৩১ নং উক্তি দ্রঃ)*।

৭০. ছিক্বাহ, জলীলুল কদর ইমাম আবু আইয়ূব সুলায়মান বিন দাঊদ বিন দাঊদ বিন আলী আল-হাশেমী আল-ফক্বীহ আল-বাগদাদী (মৃঃ ২১৯ হিঃ) সুয়ূত্বীর মতে কারো তাক্বলীদ করতেন না *(৬৭ নং উক্তি দ্রঃ)*।

৭১. ছিক্বাহ, হাফেয, ইমাম আবু ইসহাক্ব ইবরাহীম বিন মুহাম্মাদ ইবনুল হারেছ আল-ফাযারী (মৃঃ ১৮৯ হিঃ) সুয়ূত্বীর মতে কারো তাক্বলীদ করতেন না *(৬৭ নং উক্তি দ্রঃ)*।

৭২. ছিক্বাহ, ফাযেল, ইমাম আবু মুহাম্মাদ মাখলাদ ইবনুল হুসায়েন আল-মুহাল্লাবী আল-বাছরী (মৃঃ ১৯১ হিঃ) সুয়ূত্বীর মতে তাক্বলীদ করতেন না *(৬৭ নং উক্তি দ্রঃ)*।

৭৩. ছিক্বাহ, হাফেয, ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইয়াহ্ইয়া বিন আব্দুল্লাহ বিন খালেদ আয-যুহলী আন-নিশাপুরী (মৃঃ ২৬৮ হিঃ) সুয়ূত্বীর মতে কারো তাক্বলীদ করতেন না *(৬৭ নং উক্তি দ্রঃ)*।

৭৪. ছিক্বাহ, হাফেয ইমাম, আবুবকর আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আবু শায়বাহ ইবরাহীম বিন ওছমান আল-ওয়াসেত্বী আল-কূফী (মৃঃ ২৩৫ হিঃ) সুয়ূত্বীর বক্তব্য অনুযায়ী কারো তাক্বলীদ করতেন না *(৬৭ নং উক্তি দ্রঃ)*।

৭৫. ছিক্বাহ, হাফেয, ইমাম আবুল হাসান ওছমান বিন আবী শায়বাহ আল-'আবসী আল-কূফী (মৃঃ ২৩৯ হিঃ) সুয়ূত্বীর মতে কারো তাক্বলীদ করতেন না।

[চলবে]

৪৮. *আর-রাদ্দু আলা মান উখলিদা ইলাল আরয, পৃঃ ১৩৭।*
৪৯. *তাক্বরীবুত তাহযীব, রাবী নং ৩৩২।*

Contents

কুরআনের আলোকে ভূমি জরিপ ও ভূমি ব্যবস্থাপনা

*আব্দুল মালেক**

ভূমিকা :

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِيْ هِيَ أَقْوَمُ 'নিশ্চয়ই এই কুরআন সেই পথ ও পন্থা নির্দেশ করে, যা সবচেয়ে সরল-সোজা' *(ইসরা ১৭/৯)*। কুরআনের দেখানো পথের নাম ইসলাম। ইসলামের প্রচারক মুহাম্মাদ (ছাঃ)। তিনি ছিলেন আল-কুরআনের বাস্তব নমুনা। আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ 'কুরআনই ছিল তাঁর চরিত্র'।[১] কাজেই কুরআনে ভূমি জরিপ ও ভূমি ব্যবস্থাপনার বিষয় জানতে নবী করীম (ছাঃ)-এর কর্মপদ্ধতি আমাদের জানতে হবে। আল-কুরআন নিজেই আমাদের সে কথা বলেছে, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُـولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَـسَنَةٌ 'নিশ্চয়ই তোমাদের অনুসরণের জন্য আল্লাহ্‌র রাসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ' *(আহযাব ৩৩/২১)*। অন্যত্র এসেছে, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا 'রাসূল তোমাদের যা দেন, তোমরা তা গ্রহণ কর এবং যা থেকে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক' *(হাশর ৫৯/৫)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِى وَسُـنَّةِ الْخُلَفَـاءِ الْمَهْـدِيِّيْنَ الرَّاشِـدِيْنَ 'তোমরা অবশ্যই আমার সুন্নাত ও সুপথপ্রাপ্ত ধার্মিক খলীফাদের সুন্নাত মেনে চলবে'।[২] কাজেই ভূমি জরিপ ও ব্যবস্থাপনায় খলীফাদের নীতি-পদ্ধতিও জানতে এবং মানতে হবে। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। মানুষের ইহকাল ও পরকাল কিভাবে কল্যাণময় হবে তার দিক-নির্দেশনা ইসলামে রয়েছে।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, নবী করীম (ছাঃ)-এর ইন্তিকালের পর ছাহাবীগণ সর্বপ্রথম আবুবকর (রাঃ)-কে তাঁর খলীফা তথা ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান নিয়োগের মত গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করেছিলেন। খিলাফত তথা রাষ্ট্র ব্যবস্থা ইসলামের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আধুনিক সরকার পদ্ধতিতে আইন, প্রশাসন ও বিচার বিভাগের মত যে তিনটি ভাগ রয়েছে ইসলামী খিলাফত ব্যবস্থায় তার সবগুলোর উপস্থিতি অতীতেও ছিল, বর্তমানেও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। তাই আল-কুরআনের আলোকে ভূমি জরিপ ও ভূমি ব্যবস্থা জানতে হ'লে নবী করীম (ছাঃ) ও খলীফাদের ভূমি জরিপ ও ভূমি ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব স্বীকার করতে হবে।

ভূমি ও তার প্রকার :

যার উপরে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী বসবাস করে এবং একই সাথে উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়, সর্বোপরি যার সাহায্যেই সকলে জীবন ধারণ করে তাই মাটি'।[৩]

ভূমি শব্দের অর্থ- পৃথিবী, ভূপৃষ্ঠ, মাটি, মেঝে, জমি, ক্ষেত, দেশ ইত্যাদি।[৪] কুরআনুল কারীমে মাটির প্রতিশব্দ 'তুরাব' (تـــراب) ও ভূপৃষ্ঠের তথা পৃথিবীর প্রতিশব্দ আরয (ارض) বলা হয়েছে। জমির মালিকানা লাভ ও ভোগদখলের দৃষ্টিতে জমিকে চারটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে।

১. আবাদী ও মালিকানাধীন জমি। কৃষিকাজ, বসবাস, দোকান-পাট, পুকুর, শিল্পকারখানা ইত্যাদি তৈরীর মাধ্যমে কেউ তা ভোগদখল করে। এ জমি মালিকেরই অধিকারভুক্ত থাকবে।

২. কারো মালিকানাধীন হওয়া সত্ত্বেও তা অনাবাদী পড়ে রয়েছে। চাষাবাদ কিংবা কোন ভোগের কাজে লাগানো হয় না। এ জমিও মালিকের অধিকারে থাকবে।

৩. জনগণের কল্যাণার্থে নির্দিষ্ট জমি। যেমন, প্রাকৃতিক, জলাশয়, বন, চারণ ভূমি, কবরস্থান, মসজিদ, ঈদগাহ ইত্যাদি সমষ্টিগত সম্পদ। এতে সর্বসাধারণের অধিকার থাকবে।

৪. অনাবাদী ও পরিত্যক্ত জমি। ইসলামী অর্থনীতির পরিভাষায় এ ধরনের জমি আল-মাওয়াত বা মালিকানাশূন্য অনাবাদী জমি নামে পরিচিত। এ জমি সরকারী সম্পত্তি বলে গণ্য হবে। পাহাড়ী ভূমি, মরুভূমি, জলাভূমি, বনভূমি ইত্যাদি এরূপ জমির শ্রেণীভুক্ত হ'তে পারে।

সুনানে আবুদাউদে একজন ছাহাবীর উক্তি উল্লেখ করা হয়েছে, أَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى أَنَّ الأَرْضَ أَرْضُ اللهِ وَالْعِبَادَ عِبَادُ اللهِ وَمَنْ أَحْيَا مَوَاتًا فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রায় দিয়েছেন যে, জমি-জায়গা সবকিছুই আল্লাহ্‌র এবং মানুষ মাত্রই আল্লাহ্‌র দাস। অতএব যে ব্যক্তি মাওয়াত বা অনাবাদী জমি আবাদযোগ্য করে তুলবে সেই তার মালিকানা লাভের অধিক যোগ্য হবে'।[৫] এ হাদীছ থেকে বুঝা যায়, অনাবাদী বা পতিত জমি যে চাষাবাদ করে নিজের আয়ত্বে রাখবে সেই তার মালিক হবে।

তবে এ ধরনের জমির মালিকানা পেতে সরকার থেকে অবশ্যই বন্দোবস্ত নিতে হবে বলে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) উল্লেখ করেছেন।[৬]

ইসলামী রাষ্ট্রের ভূমির প্রকৃতি :

আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُوْرِثُهَا مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَـادِهِ 'নিশ্চয়ই সকল ভূমি আল্লাহ্‌র তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা তার অধিকার দান করেন' *(আ'রাফ ৭/১২৮)*।

** সিনিয়র শিক্ষক, হরিণাকুণ্ড সরকারী বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঝিনাইদহ।*

১. *আহমাদ, ছহীহুল জামে' হা/৪৮১১, সনদ ছহীহ।*

২. *আবূদাঊদ হা/৪৬০৭; ইবনু মাজাহ হা/৪২; মিশকাত হা/১৬৬, সনদ ছহীহ।*

৩. *ড. মোহাম্মদ আতীকুর রহমান ইসলামে ভূমি ব্যবস্থাপনা : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ, ঢাকা : ইফাবা, পৃঃ ১৭।*

৪. *বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, ৯ম মুদ্রণ ২০০৮, পৃঃ ৯৩৫।*

৫. *আবূদাঊদ হা/৩০৭৬, সনদ ছহীহ।*

৬. *আবুল হাসান ইসলামাবাদী, তানজিমুল আমাতাত, ৩য় খণ্ড, (দেওবন্দ, ভারত : ইসলামী কুতুবখানা ১ম প্রকাশ ১৯৮২), পৃঃ ২৭৭-৭৮।*

Contents

কুরআনের এরূপ একাধিক আয়াতে আল্লাহই যে ভূমির প্রকৃত ও একচ্ছত্র মালিক তা বলা হয়েছে। তিনি মানবজাতিকে এ জমি ভোগদখল করতে দিয়েছেন। মূলতঃ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা লগ্নে নবী করীম (ছাঃ) ও খলীফাদের হাতে আগত জমির কয়েকটি অবস্থা ছিল। যেমন-

১. অনাবাদী পতিত জমি।
২. পূর্ব থেকেই রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি বলে নির্ধারিত।
৩. মুসলমানদের ব্যক্তিগত মালিকানাধীন জমি।
৪. অমুসলমানদের মালিকানাধীন জমি।[৭]

অমুসলিমদের সম্পত্তি আবার তিন পর্যায়ভুক্ত।

(ক) বিজিত এলাকার অমুসলিমগণ বশ্যতা স্বীকার করে মুসলিম শাসনাধীনে থাকতে চাইলে তারা জমির মালিকানা হারালেও ভূমি থেকে উচ্ছেদ হবে না। মুসলমানদেরকে ফসলের একটি নির্দিষ্ট অংশ দেওয়ার বিনিময়ে তারা জমি চাষের অধিকার পাবে। জমির মালিক হবে সরকার ও মুসলিম যোদ্ধাগণ। খায়বারের বিজিত এলাকায় নবী করীম (ছাঃ) এই নীতি গ্রহণ করেছিলেন।

(খ) যেসব অমুসলিম জাতি স্বেচ্ছায় ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে সন্ধি করবে তাদের জমি-জায়গা তাদের ভোগ দখলেই থাকবে। তারা কেবল বাৎসরিক কর প্রদান করবে। ফাদাক, তাইমা প্রভৃতি অঞ্চলে এই ভূমিনীতি নবী করীম (ছাঃ) কর্তৃক কার্যকর হয়েছিল।

(গ) যেসব অমুসলিম ভূমি মালিক মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে নিহত হয় কিংবা ইসলামী রাষ্ট্র ছেড়ে চলে যায় এবং তার মালিক বলতে কেউ থাকে না, এরূপ জায়গা জমি বিজয়ী মুসলিম রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি রূপে গণ্য হবে। রাষ্ট্র তা জনগণের কল্যাণে তাদের মাঝে বণ্টন করে দেবে অথবা রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে চাষাবাদের ব্যবস্থা করবে।

ভূমি জরিপ :

জমির মালিকানা ও প্রকৃতি বুঝার পর একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে সরকারে যারা বর্তমান আছে তারা অনাবাদী পতিত জমি কতটুকু আছে, রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি কী পরিমাণ আছে, মুসলিম নাগরিকদের ব্যক্তিগত সম্পত্তির পরিমাণই বা কতটুকু এবং অমুসলিমদের চাষের বা ভোগের অধীন ভূমি কতখানি তা অবশ্যই জানার চেষ্টা করবেন। রাষ্ট্র ও জনগণের স্বার্থেই তাদের এগুলো জানা প্রয়োজন। কেননা জমি থেকে প্রাপ্ত ওশর ও খারাজ লাভের জন্য এটা প্রয়োজন। আর জমির পরিমাণ জানতে এবং প্রাপকদের মাঝে তা বণ্টন করতে হ'লে জমি জরিপের কোন বিকল্প নেই।

এজন্যই আমরা দেখি নবী করীম (ছাঃ) খায়বারের জমি জরিপ করে ৩৬ খণ্ডে ভাগ করেন। ১৮ খণ্ড তিনি রাষ্ট্রীয় ব্যয়ভার বহনের জন্য রাখেন এবং ১৮ খণ্ড মুজাহিদদের মধ্যে ভাগ করে দেন। এই ১৮ খণ্ডের প্রতি খণ্ড ১০০ জন মুজাহিদের জন্য বরাদ্দ ছিল।[৮]

তবে পুরো ইসলামী খিলাফতে ওমর (রাঃ)-এর যুগে সর্বপ্রথম জরিপ কাজ চালান হয়। *(ইসলামের ভূমি ব্যবস্থাপনা : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ, পৃঃ ১৯১)*। ওমর ফারূক খারাজ নির্ধারণের পূর্বেই ওছমান ইবনু হানীফকে এই সকল জমি জরিপ সংক্রান্ত যাবতীয় যরূরী কার্য সম্পন্ন করার জন্য প্রেরণ করেছিলেন। কেননা ওছমান ভূমি রাজস্ব বিশেষ করে খারাজ ধার্যকরণ সম্পর্কে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ফলে তিনি দীবাজ (রেশমী) কাপড় পরিমাপ করার ন্যায় এ সকল জমি জরিপ করেছিলেন।[৯]

নবী করীম (ছাঃ) ও খলীফাদের জমি জরিপের উদ্দেশ্য :

তৎকালীন অর্থ ব্যবস্থা ছিল প্রধানত কৃষি নির্ভর। আর ইসলামী শাসন ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য ইনছাফ প্রতিষ্ঠা এবং জনকল্যাণ সাধন। মূলতঃ এ দু'টি লক্ষ্য পূরণের জন্যই জমি জরিপ করা হয়েছিল। রাষ্ট্রীয় কোষাগার স্ফীত করা এবং কৃষকদের উপর জোর-যুলুম করা কখনই তাদের লক্ষ্য ছিল না। জমি পরিমাপের সাথে সাথে ব্যক্তি মালিকানাধীন কোন কোন জমি ওশর শ্রেণীভুক্ত এবং কোন কোন জমি খারাজ শ্রেণীভুক্ত, আবার কোনগুলো রাষ্ট্রীয় খাতভুক্ত তা বুঝা যেত। ওশরী জমি সেচ ছাড়া প্রাকৃতিকভাবে উৎপন্ন হ'লে $^{১}/_{১০}$ ভাগ এবং সেচের মাধ্যমে উৎপন্ন হ'লে $^{১}/_{২০}$ ভাগ ফসল কৃষকদের থেকে নিয়ম মাফিক যাকাত হিসাবে আদায় করা হ'ত। ওশরের অর্থ ব্যয়ের নির্দিষ্ট আটটি খাত কুরআনে উল্লেখ রয়েছে *(তওবা ৯/৬০)*। সে খাত সমূহে তা বিতরণ করা হত। অপরদিকে খারাজি জমির উর্বরতা, সেচ, ফসল উৎপাদনের পরিমাণ ইত্যাদি লক্ষ্য করে খারাজের পরিমাণ নির্ধারণ করা হ'ত। জরিপ না করলে এসব বুঝা যেমন কঠিন হ'ত তেমনি কৃষকদের প্রতি যুলুম হ'ত। খারাজ থেকে প্রাপ্য অর্থ রাষ্ট্রের অন্যান্য আয়ের সঙ্গে যোগ করে রাষ্ট্রীয় ব্যয় নির্বাহ করা হ'ত এবং বায়তুল মালের একটা বিরাট অংশ মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের জন্য ভাতা হিসাবে বরাদ্দ করা হ'ত। ওমর (রাঃ) সমগ্র খিলাফতে এজন্য আদম শুমারী করান এবং রেজিষ্টারে সকলের নাম সংরক্ষণ করে ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করেন। কৃষিভূমির উন্নয়ন ও সেচ ব্যবস্থা সম্প্রসারণের জন্যও তারা ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। আবাদযোগ্য কোন জমিই যাতে চাষের আওতার বাইরে না থাকে সেদিকে খলীফাগণ গভর্ণর ও আমিলদের কড়া দৃষ্টি রাখতে বলতেন। সংরক্ষিত চারণ ভূমি সরকারী কার্যালয়, সেনাছাউনি, লোকালয়, বাজার ইত্যাদির বাইরে আবাদযোগ্য সরকারী জমি প্রকৃত কৃষকদের মাঝে বিলিবণ্টনেরও পদক্ষেপ নেওয়া হয়। এজন্য প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ এবং তাদের বেতন-ভাতার ব্যবস্থাও করা হয়।[১০]

---

৭. *মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, ইসলামের অর্থনীতি (ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ৭ম প্র. ১৯৯৮), পৃঃ ১৪০।*

৮. *ইসলামের অর্থনীতি, পৃঃ ১৪৪। (অর্থাৎ ১২০০ পদাতিকের ১২০০ এবং ২০০ অশ্বারোহীর ৬০০ ভাগ। মোট ১৮০০ ভাগে গণীমত বণ্টন করা হয়। দ্রঃ সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৪৫৬ পৃঃ।*

৯. *ইসলামের অর্থনীতি, পৃঃ ২১৬।*

১০. *ইসলামে ভূমি ব্যবস্থাপনা : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ, পৃঃ ১৪৩-১৪৫।*

উল্লেখ্য যে, খারাজ বা খাজনা হচ্ছে ভূমিকর এবং ওশর হচ্ছে ফসলের যাকাত। সেকারণ খারাজী জমিতেও নেছাব পরিমাণ সম্পদ হলে ওশর বা নিছফে ওশর দিতে হবে।

নবী করীম (ছাঃ) গভর্ণর ও শাসকদের নিকট বিভিন্ন পত্রে ওশর ও নিছফে ওশর আদায়ের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি কোন জমিতে খারাজ নির্ধারণ করেছেন বলে জানা যায়নি।[১১] তিনি বিজিত এলাকার জমি ফাই ও খুমুস সরকারী সম্পত্তি গণ্য করে অভাবীদের মধ্যে বণ্টন করতেন। আর যুদ্ধলব্ধ গণীমতের চার পঞ্চমাংশ সৈনিকদের মধ্যে বণ্টন করতেন। আবুবকর (রাঃ)ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নীতি মেনে চলেছেন। ওমর (রাঃ)-এর আমলে ইরাক, সিরিয়া ও মিসর বিজিত হ'লে তিনি তথাকার জমি সৈনিকদের মধ্যে বণ্টন না করে পূর্বতন মালিকদের হাতে রেখে দেন। এতে ভূস্বামী বা জমিদারী প্রথা সৃষ্টি হ'তে পারেনি। নচেৎ এক একজন সৈনিক প্রচুর জমি পেয়ে এক একজন জমিদার বনে যেতেন। অন্য দিকে খারাজ নির্ধারণে প্রথমেই কৃষিজীবীদের প্রয়োজনীয় ফসল ভাগ করে সম্পূর্ণ আলাদা করে রাখা হ'ত। এ বণ্টনে তাদের পরিবারবর্গ এবং তাদের সারা বছরের যাবতীয় প্রয়োজনের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হ'ত। বিপদ-আপদে সঞ্চয় করে রাখার উদ্দেশ্যেও একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ শস্য তাদের দেওয়া হ'ত। তারপর যা থাকত তাই খারাজ হিসাবে নেওয়া হ'ত।[১২] মোটকথা, বিশেজ্ঞদের দ্বারা বিশেষ সতর্কতার সাথে জমি জরিপ ও গুণাগুণ বিচার করে খারাজের পরিমাণ নির্ধারণ করা আবশ্যক।

ওশর ও খারাজ আদায়ে কৃষকদের উপর যুলুম হচ্ছে কি-না সেটাও সরেযমীনে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানার চেষ্টা করতে হবে। ওমর (রাঃ) কূফার ১০ জন এবং বছরার ১০ জন অধিবাসীকে প্রতি বছর এজন্য ডেকে পাঠাতেন যে, ইরাক থেকে আগত ওশর ও খারাজ কোন অমুসলিম কিংবা মুসলিম থেকে যবরদস্তিমূলক আদায় করা হয়েছে কি-না, তারা তার সাক্ষ্য দেবে। মিসরের ভূমি রাজস্বের বিষয়েও তিনি তথাকার একজন অভিজ্ঞ ক্বিবতী নাগরিককে মদীনায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন।[১৩]

ভূমিকে সেচের আওতায় আনার জন্যও খারাজের অর্থ ব্যয়ের নিয়ম রয়েছে। ওমর (রাঃ) শুধুমাত্র সেচের পানি পৌঁছানোর ব্যবস্থা আছে এরূপ ভূমিতে খারাজ আরোপ করেছেন। এ থেকে বুঝা যায় যে, খারাজ আরোপের ক্ষেত্রে পানির উৎসও বিবেচ্য।[১৪]

দজলা, ফোরাত, নীল প্রভৃতি নদী ও স্থানীয় পানির উৎস থেকে অনেক খাল এ উদ্দেশ্যে খনন করা হয়। এসব নহর ও খালের সংখ্যা লক্ষাধিক বলে ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলীতে উল্লেখ পাওয়া যায়।[১৫]

১১. *তদেব, পৃঃ ২৪১-২৪২।*
১২. *ইসলামের অর্থনীতি, পৃঃ ৯৩।*
১৩. *ইসলামে ভূমি ব্যবস্থাপনা : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ, পৃঃ ২৪৭।*
১৪. *ইয়াহইয়া ইবনু আদম, কিতাবুল খারাজ, পৃঃ ২৫-২৬; ইসলামের ভূমি ব্যবস্থাপনা, পৃঃ ৮৮।*
১৫. *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, (ঢাকা : ইফাবা ১০ম সংস্করণ, ২০১২), পৃঃ ৪৭৭, গৃহীতঃ কুতুবুল বুলদান, পৃঃ ৩৫৩।*

এ প্রসঙ্গে ড. আতীকুর রহমান বলেছেন, বিজিত ভূমিতে বাঁধ নির্মাণ, পুকুর খনন এবং পানি সরবরাহের জন্য খাল ও স্লুইজ গেট নির্মাণ করে সেচের সুব্যবস্থা করা হয়েছিল। একমাত্র মিসরেই এ সমস্ত কাজে দৈনিক এক লক্ষ বিশ হাযার লোক নিয়োজিত ছিল এবং তাদের বেতন-ভাতা প্রদান করা হয়েছিল সরকারী কোষাগার থেকে। খলীফার অনুমতিক্রমে খুজিস্তান ও আহওয়ায যেলায় অনেক খাল খনন করা হয়েছিল। এ সমস্ত খালের দরুন অনেক নতুন জমি চাষের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছিল।[১৬]

একটি কথা মনে রাখা আবশ্যক যে, ইসলামে খারাজের হার নির্দিষ্ট করে দেওয়া নেই। সমকালীন শাসক তা এমনভাবে নির্ধারণ করবেন, যাতে জমির মালিক বা কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।[১৭]

জমি জরিপে জনবল নিয়োগ ও তাদের গুণাবলী :

যে কোন কাজে নিয়োগ পাওয়ার প্রথম শর্ত ঐ বিষয় সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও যোগ্যতা অর্জন করা। প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জনার্থে আল্লাহ বলেছেন, اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ، خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ، اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، الَّذِيْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ 'পড় তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে। পড়, আর তোমার প্রভু মহিমান্বিত। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন সেসব বিষয়, যা তার জানা ছিল না' *(আলাক্ব ৯৬/১-৫)*।

এ আয়াত থেকে বুঝা যায়, জ্ঞানের সকল শাখাই মহান আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস ও সৃষ্টির কল্যাণের নিমিত্তে হ'তে হবে। আধুনিক শিক্ষাবিদ ও মনোবিজ্ঞানীগণ একমত যে, শিক্ষিত মানুষের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধ ও বিশ্বাস সঞ্জীবিত করতে না পারলে কখনোই দুর্নীতি, স্বার্থপরতা ও হানাহানিমুক্ত সমাজ গঠন করা সম্ভব নয়।

ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেছেন, কথা ও কাজের আগে জ্ঞান অর্জন করতে হবে। প্রমাণ হিসাবে তিনি আল্লাহ্‌র বাণী তুলে ধরেছেন, فَاعْلَمْ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ 'তুমি জেনে নাও যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই' *(মুহাম্মাদ ৪৭/১৯)*।

ছাহাবী ওছমান বিন হানীফ (রাঃ) তৎকালে ভূমি জরিপে পারদর্শী ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ছিলেন। এজন্য ওমর (রাঃ) তাঁকে জরিপ বিভাগের প্রধান হিসাবে নিয়োগ দেন। আল্লামা সাঈদ হাভী বলেন, ওমর (রাঃ) ভূমি জরিপে অভিজ্ঞ ব্যক্তি সম্পর্কে ছাহাবীদের নিকট জানতে চাইলে তাঁরা এক বাক্যে ওছমান বিন হানীফের নাম বলেন। তাঁর এ সম্পর্কে দূরদর্শিতা, পাণ্ডিত্য ও অভিজ্ঞতা রয়েছে। তখন ওমর (রাঃ)

১৬. *ইসলামে ভূমি ব্যবস্থাপনা : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ, পৃঃ ১৭৪-১৭৫।*
১৭. *ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শ, পৃঃ ২০৬।*

Contents

দ্রুত তাঁকে ডেকে পাঠান এবং ইরাকের জমি জরিপের দায়িত্ব তাঁকে অর্পণ করেন।[১৮]

জরিপের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও জ্ঞানের অভাবে জরিপ কাজ সুষ্ঠুভাবে হবে না। নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষকে এক্ষেত্রে খুব সজাগ থাকতে হবে। নচেৎ তাদের দুনিয়া-আখিরাতে মহা অপরাধী হ'তে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, কোন ব্যক্তিকে যদি মুসলমানদের শাসক হিসাবে নিয়োগ করা হয়, তারপর সে যদি কোন অযোগ্য ব্যক্তিকে শুধু অনুরাগ বশে কর্মচারী হিসাবে নিয়োগ করে তাহ'লে তার উপর আল্লাহ্র লা'নত বর্ষিত হয়। তার কোন দান এবং সৎ কাজ আল্লাহ্র দরবারে গৃহীত হবে না। অবশেষে আল্লাহ তাকে জাহান্নামে দাখিল করবেন।[১৯]

কর্মকর্তা-কর্মচারীকে অবশ্যই আল্লাহভীরু, সৎ, দায়িত্বশীল, ন্যায়পরায়ণ, সদাচারী ও আল্লাহ্র বিধান বাস্তবায়নকারী হ'তে হবে। তাকে মনে রাখতে হবে রাষ্ট্রীয় পদ ছোট-বড় যেটাই হোক না কেন তা আমানত। এই আমানতের খেয়ানত করলে তাকে দুনিয়াতে চাকুরিচ্যুত হ'তে হবে এবং পরকালে জবাবদিহি করতে হবে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এজন্যই বলেছেন, اَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، ... وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهْوَ مَسْئُوْلٌ عَنْهُ، 'সাবধান! তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। ... কর্মচারী তার মালিকের সম্পদ সম্পর্কে দায়িত্বশীল, তাকে সে বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হবে'।[২০]

অন্য একটি হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِى ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَلاَ تَسْتَعْمِلُنِى قَالَ فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِى ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْىٌ وَنَدَامَةٌ إِلاَّ مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِى عَلَيْهِ فِيهَا.

আবু যার (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি কি আমাকে আমিল বা কর্মকর্তা নিয়োগ করবেন না? তখন তিনি তাঁর হাত দিয়ে আমার কাঁধে মৃদু আঘাত করে বললেন, আবু যার! তুমি দুর্বল মানুষ, আর রাষ্ট্রীয় পদ একটি আমানত। ক্বিয়ামতের দিন এ পদ আফসোস ও অনুশোচনার কারণ হবে। কেবল তারাই রক্ষা পাবে, যারা যথাযথভাবে আমানত রক্ষা করবে এবং স্বীয় কর্তব্য পালন করবে।[২১]

সরকারী, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কিংবা ব্যক্তির অধীনে কর্মরত সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকের ক্ষেত্রেই এই আমানতদারীর দায়িত্ব একই রূপে প্রযোজ্য।

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন, إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে আদেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা আমানতকে তার প্রাপকদের হাতে অর্পণ কর' *(নিসা ৪/৫৮)*।

এ আয়াত অনুসারে নিয়োগকর্তা যেমন যোগ্য ও অভিজ্ঞ লোককে নিয়োগ দিয়ে আমানতদারীর পরিচয় দিবে, তেমনি নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি যথাযথভাবে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে আমানত রক্ষা করবে।

যদি কোন কর্মকর্তা, কর্মচারী জনগণের সাথে যুলুম ও খিয়ানত করে অথবা রাষ্ট্রীয় সম্পদ আত্মসাৎ করে অথবা দুশ্চরিত্র বলে প্রমাণিত হয়, তবে তাকে দায়িত্বে বহাল রাখা যাবে না।[২২]

মোট কথা, লোক নিয়োগকালে কর্মকর্তা-কর্মচারী যেই হোক না কেন তাদের মধ্যে ধর্মীয় জ্ঞান, তাক্বওয়া ও বিষয় ভিত্তিক জ্ঞান ভালভাবে যাচাই করে দেখতে হবে। কোন নেতিবাচক দিক পেলে তাকে নিয়োগ দেওয়া যাবে না।

ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের তদারকি :

অফিসার ও অধীনস্থ কর্মচারীদের আচার-আচরণ এবং ক্রিয়াকলাপের প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং তদারকি করা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার জন্য অপরিহার্য। যদি কোন কর্মকর্তা, কর্মচারী যালিম বা অত্যাচারী, খেয়ানতকারী, ঘুষখোর, প্রতারক ইত্যাদি দোষে দোষী বলে প্রমাণিত হয়, তাহ'লে তাকে অনতিবিলম্বে পদচ্যুত করা আবশ্যক।[২৩]

ওমর (রাঃ) এক ভাষণে বলেছিলেন, আমি আমার কর্মচারীদের এজন্য প্রেরণ করিনি যে, তারা তোমাদের লোকদের মারধর করবে কিংবা তোমাদের সম্পদ ছিনিয়ে নিয়ে আসবে। যদি কেউ এরূপ করে তবে যার সাথে দুর্ব্যবহার করা হয়েছে; সে যেন এ বিষয়ে আমার নিকট অভিযোগ করে। আমি তার থেকে বদলা গ্রহণ করব।[২৪]

বেতন-ভাতা :

ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপ্রধান থেকে শুরু করে যারাই সরকারী কাজে নিয়োজিত থাকবে, তারাই সরকারী কোষাগার থেকে বেতন-ভাতা পাবে। নবী করীম (ছাঃ) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগ থেকেই এ ব্যবস্থা চালু রয়েছে।

ইসলামী অর্থনীতি অনুযায়ী সরকারী কর্মচারীদের বেতন নির্ধারণের ব্যাপারে কর্মচারীর যোগ্যতা ও কাজের দক্ষতা এবং কর্মচারীর প্রয়োজন ও ভরণ-পোষণের দায়িত্ব সম্পর্কে বিশেষ বিবেচনার কথা রয়েছে। কর্মচারীদের অন্তর্নিহিত

---

১৮. *আল-ইসলাম, ৩/৬০ পৃঃ।*
১৯. *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, পৃঃ ৫৬৩-৬৪।*
২০. *বুখারী ১/৩০৪, ৪৩১, ২/৮৪৮, ৯০১, ৯০২; মুসলিম ৩/১৪৫৯।*
২১. *মুসলিম হা/১৮২৫।*
২২. *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, পৃঃ ৫৬৩।*
২৩. *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, পৃঃ ৫৬৩।*
২৪. *তদেব, পৃঃ ৫৬৩।*

স্বাভাবিক যোগ্যতা, কর্মক্ষমতা, কাজের ও দায়িত্বের স্বরূপ এবং পদমর্যাদার স্বাভাবিক পার্থক্যকে ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় স্বীকার করা হয়েছে। সকল শ্রেণীর জন্য ‘ভরণ পোষণের দায়িত্ব পালন উপযোগী বেতন প্রদান নীতি’ এখানে গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ كَانَ لَنَا عَامِلاً فَلْيَكْتَسِبْ زَوْجَةً فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ خَادِمٌ فَلْيَكْتَسِبْ خَادِمًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَسْكَنٌ فَلْيَكْتَسِبْ مَسْكَنًا. قَالَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ أُخْبِرْتُ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنِ اتَّخَذَ غَيْرَ ذَلِكَ فَهُوَ غَالٌّ أَوْ سَارِقٌ.

‘যে লোক আমাদের কর্মচারী হবে সে (বিবাহিত না হ’লে) বিবাহের মাধ্যমে স্ত্রী গ্রহণ করতে পারবে। যদি তার কোন চাকর না থাকে তাহ’লে সে একজন চাকর নেবে। তার যদি বাড়ী না থাকে তাহ’লে সে একটা বাড়ী পাবে। রাবী বলেন, আবুবকর (রাঃ) বলেছেন, আমাকে খবর দেওয়া হয়েছে যে, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, এর অধিক যে গ্রহণ করবে সে হয় বিশ্বাসঘাতক, নয় চোর’।[২৫]

ইসলাম উচ্চ শ্রেণীর কর্মচারী ও নিম্ন শ্রেণীর কর্মচারীর মধ্যে বেতনের পার্থক্য মানলেও আকাশ-পাতাল পার্থক্য মানে না। কেননা প্রয়োজন সমান থাকা সত্ত্বেও কাউকে এক লাখ আর কাউকে দশ হাযার টাকা বেতন দিলে নিম্নবেতনভুকরা দুর্নীতি করতে পারে। তাছাড়া তাদের মনে উচ্চ শ্রেণীর প্রতি ক্ষোভ ও হিংসা জাগবে। আর উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে জাগবে অহংকার ও নিম্নশ্রেণীর উপর শ্রেষ্ঠত্ববোধ। নিম্ন শ্রেণীরা যেখানে মৌলিক প্রয়োজন পূরণে হিমশিম খাবে, সেখানে উচ্চ শ্রেণী বিলাসিতা ও অপচয়ের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেবে। আধুনিক ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় এ পার্থক্য দিবালোকের মত স্পষ্ট।[২৬]

ঘুষ ও দুর্নীতি :

এ দেশে জরিপ বিভাগে ঘুষ বাণিজ্য একটি ওপেন-সিক্রেট বিষয়। কিন্তু কোন সরকার ব্যবস্থাতেই ঘুষ অনুমোদিত নয়। ইসলামে তো নয়ই। ঘুষ গ্রহণের বিষয়টি ধরা পড়লে চাকুরি যাওয়ার ভয় থাকে, লোক সমাজে হেয় হ’তে হয়। সর্বোপরি আখিরাতে জাহান্নামে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা আছে। তারপরও আমাদের সমাজে ঘুষের প্রচলন দিন দিন বাড়ছে। ঘুষ গ্রহণের পেছনে নিম্নের কারণগুলো প্রধানত দায়ী :

১. ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের যথাযথ তদারকির অভাব।
২. ঘুষ খেয়েও কোন শাস্তির মুখোমুখি না হওয়া বা পার পেয়ে যাওয়া।
৩. অফিসের কম-বেশী সবাই ঘুষ গ্রহণ ও ভাগাভাগি করে নেওয়ার প্রবণতা। এতে একে অপরের নিষেধ করার কেউ থাকে না।
৪. ঘুষ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালে ঘুষখোর বসের রোষানলে পড়া এবং চাকুরীতে বদলী বা নানাবিধ হয়রানীর শিকার হওয়া।
৫. স্বল্প বেতন হেতু মৌলিক প্রয়োজন পূরণ না হওয়া।
৬. গাড়ি, বাড়ী, আসবাবপত্র ও ভোগ্যপণ্য কেনার উদগ্র লিপ্সা।
৭. ভবিষ্যত জীবনে আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
৮. ভুক্তভোগীর প্রতি সামান্য করুণার উদ্রেক না হওয়া।
৯. ঘুষখোরদের বিলাসী জীবন দেখে উদ্বুদ্ধ হওয়া।
১০. ঘুষের বিনিময়ে চাকুরি নিয়ে ঘুষের অর্থ তুলে নেওয়া।
১১. সম্পদের মোহ বা প্রাচুর্যের লোভ।
১২. পরকালে আল্লাহ্র নিকট জবাবদিহিতার পরোয়া না করা ইত্যাদি।

কুরআন-হাদীছে ঘুষ গ্রহণে নিষেধাজ্ঞা :

কারো অধিকার বিনষ্ট করা কিংবা কোন অন্যায়কে কার্যকর করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে যে অর্থ উপঢৌকন দেওয়া হয় তাই ঘুষ। ঘুষের ফলে গ্রহীতা প্রভাবিত হয়, হকদারের প্রতি অবিচার করে। এতে বিচার ও প্রশাসন ব্যবস্থায় ধ্বস নেমে আসে। এহেন অবৈধ সম্পদ গ্রহণ না করার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَلَا تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ–

‘তোমরা অবৈধ পন্থায় একে অপরের সম্পদ ভক্ষণ করো না এবং মানুষের ধন-সম্পদ পাপের পথে হস্তগত করার উদ্দেশ্যে বিচারকদের দরবারে মামলা-মোকদ্দমা পেশ কর না’ *(বাক্বারাহ ২/১৮৮)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ ‘আমরা কাউকে রাষ্ট্রীয় কোন কাজে নিয়োগ করলে তাকে অবশ্যই বেতন দেব। তারপর সে যা কিছু গ্রহণ করবে, তা হবে খেয়ানত’।[২৭]

আব্দুল্লাহ বিন আমর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ’তে বর্ণনা করেছেন, لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الرَّاشِىَ وَالْمُرْتَشِىَ ‘ঘুষদাতা ও ঘুষ গ্রহীতা উভয়ের উপর আল্লাহ্র রাসূল লা‘নত করেছেন’।[২৮] অন্য বর্ণনায় এসেছে,

عَنْ أَبِى حُمَيْدٍ السَّاعِدِىِّ رضى الله عنه قَالَ اسْتَعْمَلَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً مِنَ الأَزْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ هَذَا لَكُمْ، وَهَذَا أُهْدِىَ لِى. قَالَ فَهَلاَّ جَلَسَ فِى بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ، فَيَنْظُرَ يُهْدَى لَهُ أَمْ لاَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لاَ يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْهُ شَيْئًا إِلاَّ جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةً تَيْعَرُ–

২৫. *আবুদাঊদ, হা/২৯৪৫ ‘খারাজ’ অধ্যায়; ছহীহুল জামে‘ হা/৬৪৮৬।*
২৬. *ইসলামের অর্থনীতি, পৃঃ ২৫০-২৫৩।*
২৭. *আবুদাঊদ হা/২৯৪৩; মিশকাত হা/৩৭৪৮, সনদ ছহীহ।*
২৮. *আবু দাঊদ হা/৩৫৮০; ইবনু মাজাহ হা/২৩১৩; মিশকাত হা/৩৭৫৩, সনদ ছহীহ।*

Contents

আবু হুমাইদ সা'এদী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বনু আযদ গোত্রের ইবনুল লুতবিয়াহ নামক এক ব্যক্তিকে যাকাত আদায়ের কর্মচারী নিয়োগ করেন। আদায় শেষে ফিরে এসে সে বলে, এগুলো তোমাদের আর এগুলো আমাকে উপহার দেওয়া হয়েছে। তখন নবী করীম (ছাঃ) মিম্বরে দাঁড়িয়ে একটি ভাষণ দিলেন। আল্লাহ্র প্রশংসা ও গুণ বর্ণনার পর তিনি বললেন, আল্লাহ আমাকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন তাতে আমি তোমাদের অনেক লোককে নিয়োগ দিয়ে থাকি। এদেরই একজন এসে বলে, এগুলো তোমাদের আর এগুলো আমাকে দেওয়া উপহার। সে তার বাপের কিংবা মায়ের ঘরে বসে থেকে দেখুক না কেন যে, তাকে উপহার দেওয়া হয় কি-না? যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর কসম, এই ছাদাকার যা কিছুই সে আত্মসাৎ করবে ক্বিয়ামতের দিন সে তা নিয়ে হাযির হবে। উট হ'লে সে তার সুরে ডাকবে, গরু হ'লে হাম্বা হাম্বা করবে, আর ছাগল হ'লে ভ্যা ভ্যা করবে'।[২৯]

এ হাদীছ থেকে বুঝা যায়, যে জিনিস কোন হারাম বা অবৈধ কাজের মাধ্যম হবে সেই জিনিসও হারাম বা অবৈধ হবে।

ঘুষ বন্ধের চেষ্টা :

জরিপ কাজে জড়িতদের ঘুষ-দুর্নীতি বন্ধে তাদের নিজেদেরই প্রথমে এগিয়ে আসতে হবে। মনে রাখতে হবে, শয়তান ও কুপ্রবৃত্তি বা খেয়াল-খুশির তাড়না আমাদের মধ্যে লোভ জাগিয়ে তোলে এবং দুর্নীতিতে জড়িয়ে ফেলে। কিন্তু এজন্য দুনিয়াতে লাঞ্ছিত ও চাকুরি খোয়ানোর যেমন সম্ভাবনা আছে, তেমনি আখিরাতে আল্লাহ্র সামনে বিচারের মুখোমুখি হ'তে হবে। দুনিয়াতে কোনভাবে পার পেলেও পরকালে পার পাওয়ার কোনই সুযোগ থাকবে না। সুতরাং জাহান্নাম থেকে বাঁচার স্বার্থেই ঘুষখোরদের ঘুষ গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে হবে।

ঘুষ থেকে বিরত রাখতে রাষ্ট্রীয় তদারকি যোরদার করা প্রয়োজন। কর্মচারী নিয়োগ দেয়ার সময় তার সম্পদের হিসাব নিতে হবে। পরবর্তীতে চাকুরিকালে গৃহীত হিসাবে যদি সম্পদের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়, তাহ'লে বর্ধিত সম্পদ বাযেয়াফ্ত করতে হবে এবং অনিয়ম করার দরুন চাকুরিচ্যুত করতে হবে। ওমর (রাঃ) তাঁর শাসনামলে এভাবে কড়া পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। তাঁর সময়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ তদন্তের জন্য একটি বিভাগ গঠিত হয়েছিল।

মূলকথা রাষ্ট্রের কোন শাসনকর্তা, কর্মকর্তা বা কর্মচারী অত্যাচারী কিংবা সম্পদ আত্মসাৎকারী প্রমাণিত হ'লে সাথে সাথেই তাকে পদচ্যুত করতে হবে। তাকে এরপরও ঐ পদে বহাল রাখা হারাম হবে।[৩০]

[চলবে]

২৯. *বুখারী হা/২৫৯৭; মুসলিম হা/১৮৩২; মিশকাত হা/১৭৭৯ 'যাকাত' অধ্যায়।*

৩০. *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, পৃঃ ৫৬৪।*

জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনের আবশ্যকতা

ড. হাফেয বিন মুহাম্মাদ আল-হাকামী

*অনুবাদ : আব্দুর রহীম**

(৫ম কিস্তি)

জামা'আতকে আঁকড়ে ধরার উপকারিতা এবং তা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার অপকারিতা :

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশ পালনের ক্ষেত্রে মুমিনের কোন নিজস্ব স্বাধীনতা নেই। চাই তার কাছে নির্দেশিত কাজের উপকারিতা প্রকাশিত হোক বা না হোক। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِيْنًا 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন মুমিন পুরুষ ও নারীর জন্য নিজেদের ব্যাপারে অন্য কিছু করার এখতিয়ার থাকে না। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করল সে সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে নিপতিত হল' *(আহযাব ৩৩/৩৬)*। তবে কোন কাজ পালনের নির্দেশের সাথে উপকারিতাকে সম্পৃক্ত করা হ'লে তা পালনে মন উদ্বুদ্ধ হয় এবং তা বাস্তবায়নে মন আগ্রহী হয়। আদিষ্ট বিষয়ের উপকারিতা যত বেশী হয় তা পালনের প্রতি ততবেশী আগ্রহ সৃষ্টি হয়। জামা'আতকে আঁকড়ে ধরার বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ এবং (আমীরের) আনুগত্য থেকে বের হয়ে যাওয়ার ভয়াবহতা গুরুতর হওয়ার কারণে জামা'আতকে আঁকড়ে ধরার অনেক উপকারিতা এবং তা থেকে বের হওয়ার ভয়াবহ কুফল বর্ণিত হয়েছে। আমরা নিম্নে কিছু উপকারিতা উল্লেখ করব, যাতে মানুষের মনে জামা'আতের মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং তা আঁকড়ে ধরার প্রতি মন আগ্রহী হয়।

উপকারিতাসমূহের মধ্যে রয়েছে-যা রাসূল (ছাঃ)-এর বাণীতে এসেছে, يَدُ اللهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ 'জামা'আতের উপরে আল্লাহ্র হাত রয়েছে'।[১] এ হাদীছটি জামা'আতের জন্য আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে পূর্ণ তত্ত্বাবধানের ফায়েদা দেয়। এ হাদীছের অর্থের ব্যাপারে আবু সা'আদাত ইবনুল আছীর বলেছেন, 'অর্থাৎ মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ জামা'আত আল্লাহ্র তত্ত্বাবধানে থাকে। আর তাদের উপর থাকে তাঁর হেফাযত। তারা কষ্ট ও ভয় থেকে অনেক দূরে থাকে। অতএব তোমরা তাদের মধ্যে অবস্থান করো'।[২]

জামা'আতের জন্য ঐ ইলাহী তত্ত্বাবধানের নিদর্শনসমূহের মধ্যে অন্যতম হ'ল তাকে পথভ্রষ্টতা থেকে রক্ষা করা। যেটি প্রত্যেক অকল্যাণ ও বিপদের কারণ। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ اللهَ لاَ يَجْمَعُ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم عَلَى ضَلاَلَةٍ، 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা উম্মতে মুহাম্মাদীকে গোমরাহীর উপরে ঐক্যবদ্ধ করবেন না'।[৩] নিঃসন্দেহে জামা'আতকে আঁকড়ে ধারণকারী ব্যক্তি ঐ তত্ত্বাবধান ও ভ্রষ্টতা থেকে রক্ষার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

জামা'আতকে আঁকড়ে ধরার উপকারিতা সমূহের মধ্যে আরো রয়েছে- আত্মার সংশোধন এবং হিংসা-বিদ্বেষ থেকে একে পবিত্রকরণ। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ثَلاَثٌ لاَ يُغَلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِمٍ: إِخْلاَصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ وَمُنَاصَحَةُ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَلُزُومِ جَمَاعَتِهِمْ فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ– 'তিনটি আচরণ এমন আছে যা পালনে কোন মুসলমানের অন্তর কখনো বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না। (১) আল্লাহ্র জন্য খাঁটি মনে আমল করা (২) মুসলিম শাসকগোষ্ঠীকে উপদেশ দেওয়া এবং (৩) তাদের জামা'আতকে আঁকড়ে ধরা। কেননা তাদের দো'আ তাদেরকে চারদিক থেকে হেফাযত করবে'।[৪] ইবনুল আছীর (রহঃ) বলেন, والمعنى أن هذه الخلال الثلاث تُسْتَصْلَح بها القلوبُ فمن تَمسَّك بها طَهُر قَلْبُه من الخِيانة والدَّغَل والشَّر 'এর অর্থ হ'ল- এই তিনটি বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে আত্মা সংশোধিত হয়। যে ব্যক্তি এগুলোকে আঁকড়ে ধরবে তার হৃদয় খিয়ানত, হিংসা-বিদ্বেষ ও অনিষ্টতা থেকে পবিত্র হবে'।[৫] ইবনুল কাইয়ুম (রহঃ) বলেন, اَيْ لاَ يَحْمِلُ الغِلَّ ولا يبقي فيه مع هذه الثلاثة، فانها تنفي الغل والغش وفساد القلب وسخائمه– 'অর্থাৎ এই তিনটি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকলে অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি হয় না এবং এটি তাতে অবশিষ্ট থাকে না। কারণ এগুলো হিংসা-বিদ্বেষ, প্রতারণা, হৃদয়ের পচন এবং ক্রোধ দূর করে'।[৬]

জামা'আত আঁকড়ে ধরার আরেকটি উপকারিতা হ'ল- জামা'আতবদ্ধ মানুষের দো'আর মাধ্যমে উপকৃত হওয়া। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, فَإِنَّ الدَّعْوَةَ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ 'কেননা তাদের দো'আ চারদিক থেকে তাদেরকে হেফাযত করবে'।[৭] ইবনুল আছীর (রহঃ) হাদীছের এ অংশের অর্থ সম্পর্কে বলেন, أي تُحْدق بهم من جميع جوانبهم 'অর্থাৎ তাদের দো'আ তাদেরকে তাদের চারদিক থেকে বেষ্টন করবে'।[৮]

---

* *নিয়ামতপুর, নওগাঁ।*

১. *তিরমিযী হা/২১৬৫; হাকেম হা/৩৯৪; ইবনু মাজাহ হা/৩৯৫০; মিশকাত হা/১৭৩; ছহীহুল জামে' হা/১৮৪৮; শু'আবুল ঈমান হা/৭৫১৭।*

২. *ইবনুল আছীর, আন-নিহায়াতু ফি গারীবিল হাদীছ ওয়াল আছার ৫/২৯৩।*

৩. *তিরমিযী হা/২১৬৭; হাকেম হা/৩৯৪; ইবনু মাজাহ হা/৩৯৫০; মিশকাত হা/১৭৩; ছহীহুল জামে' হা/১৮৪৮; শু'আবুল ঈমান হা/৭৫১৭।*

৪. *আহমাদ হা/২১৬৩০; ইবনু মাজাহ হা/৪১০৫; ইবনু হিব্বান হা/৬৮০; হাকেম হা/২৯৪; দারেমী হা/২২৮; ছহীহুল জামে' হা/৬৭৬৩; ছহীহ তারগীব হা/০৪; ছহীহাহ হা/৪০৪; মিশকাত হা/২২৮।*

৫. *আন-নিহায়াতু ফি গারীবিল হাদীছ ওয়াল আছার ৩/৩৮১।*

৬. *মিফতাহু দারিস সা'আদাহ, পৃঃ ৭৯।*

৭. *ছহীহাহ হা/৪০৪; মিশকাত হা/২২৮।*

৮. *আন-নিহায়াহ ৩/৩৮১, ১/৪৬১।*

Contents

আমাদের শিক্ষক শায়খ আব্দুল মুহসিন আব্বাদ বলেন, 'এই বাক্যটি তৃতীয় বৈশিষ্ট্যের পরে (অর্থাৎ মুসলমানদের জামা'আতকে আঁকড়ে ধরা) উল্লেখ করা হয়েছে ঐ উপকারিতা বর্ণনা করার জন্য, যেটি জামা'আতকে আঁকড়ে ধারণকারী ব্যক্তি লাভ করে। আর সেটি হ'ল তার জন্য তাদের দো'আয় একটা অংশ রয়েছে। মর্মার্থ হ'ল, মুসলমানদের দো'আ তাদেরকে চারদিক থেকে বেষ্টন করে রাখে। অতএব যে ব্যক্তি জামা'আতকে আঁকড়ে ধরবে মুসলমানদের পক্ষ থেকে নির্গত দো'আয় তার একটি অংশ থাকবে'।[৯]

জামা'আতকে আঁকড়ে ধরার সবচেয়ে বড় উপকারিতা হ'ল আল্লাহর রহমত লাভ করা, যা জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, اَلْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ 'জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন রহমত স্বরূপ'।[১০] যাকে সারগর্ভ বাণী ও বক্তব্যে অগ্রগামিতা দান করা হয়েছে তিনি (অর্থাৎ রাসূল (ছাঃ) জামা'আতকে স্বয়ং রহমত বলেছেন। জামা'আতের সাথে ওৎপ্রোতভাবে রহমত যুক্ত থাকার কথা বর্ণনা করার জন্যই তিনি এটা উল্লেখ করেছেন। কেননা রহমত সর্বাবস্থায় জামা'আতের সাথে যুক্ত থাকে। অবশেষে তাকে 'জান্নাতুন নাঈমে' পৌঁছে দেয়। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَمَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَعَلَيْهِ بِالْجَمَاعَةِ 'যে ব্যক্তি জান্নাতের মধ্যস্থলে থাকতে চায় তার জন্য আবশ্যক হ'ল জামা'আতবদ্ধ জীবন-যাপন করা'।[১১]

আল্লাহ্র রহমত যাবতীয় কল্যাণ ও সৌভাগ্য লাভের কারণ। সেটি কোন জিনিসের সাথে সামান্য পরিমাণ মিশ্রিত হ'লে তাকে বৃদ্ধি করে দেয়, কঠিন হ'লে সহজ করে দেয়, বিপদ হ'লে দূর করে দেয় এবং জটিলতা আসলে নিরসন করে দেয়। পক্ষান্তরে কারো কাছ থেকে রহমত ছিনিয়ে নেওয়া হ'লে তা তার জন্য প্রতিশোধ ও বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এটি (রহমত) একমাত্র আল্লাহ্র হাতে রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ 'আল্লাহ মানুষের জন্য যে রহমত উন্মুক্ত করে দেন তা আটকে রাখার কেউ নেই। আর তিনি যা আটকে রাখেন, তারপর তা ছাড়াবার কেউ নেই' *(ফাতির ৩৫/২)*। আর জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্নতা ব্যক্তিকে আল্লাহ্র রহমত থেকে বের করে আযাবের দিকে নিয়ে যায়। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, اَلْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ 'জামা'আতবদ্ধভাবে বসবাস রহমত স্বরূপ এবং বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস আযাব স্বরূপ'।[১২] অতএব জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্নতার কারণে শাস্তি আবশ্যক হওয়া জামা'আতবদ্ধভাবে বসবাসের কারণে রহমত আবশ্যক হওয়ার মতোই। হাদীছে বর্ণিত দু'টি বিপরীত জিনিস (রহমত ও আযাব) থেকে এটাই বুঝা যায়। আবার কখনো কখনো জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া এবং আনুগত্য থেকে বেরিয়ে যাওয়াই শেষ পরিণাম অশুভ হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً. 'যে ব্যক্তি আমীরের আনুগত্য থেকে বের হয়ে গেল এবং জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল, সে জাহেলিয়াতের উপর মৃত্যুবরণ করল'।[১৩] তিনি আরো বলেন, مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا، فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ 'যে ব্যক্তি জামা'আত থেকে এক বিঘত পরিমাণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, সে তার গর্দান থেকে ইসলামের গণ্ডি ছিন্ন করল'।[১৪] অনুরূপভাবে রহমত জামা'আতকে আঁকড়ে ধারণকারীকে জান্নাতের কেন্দ্রস্থলে পৌঁছে দেয়, তেমনিভাবে আযাব জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া ব্যক্তিকে জাহান্নামে পৌঁছে দেয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা উম্মতে মুহাম্মাদীকে গোমরাহীর উপরে ঐক্যবদ্ধ করবেন না। আর জামা'আতের উপরে আল্লাহ্র হাত রয়েছে। যে ব্যক্তি (মুসলিম জামা'আত থেকে) বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল, সে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় জাহান্নামে গেল'।[১৫]

পূর্বের দলীলসমূহে বর্ণিত এ সকল বিষয়ের কারণে জামা'আতকে আঁকড়ে ধরা, নেতার কথা শুনা ও তার আনুগত্য করার ব্যাপারে সালাফে ছালেহীনের আগ্রহ বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং দলাদলি ও বিচ্ছিন্নতা থেকে তারা সর্বদা সতর্ক করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) ঐ দলীলগুলো সম্পর্কে যাদের জ্ঞান অল্প এবং যারা জামা'আতের মধ্যে কিছু মতপার্থক্য থাকার কারণে কষ্টে পড়েছেন তাদের বিষয়ে বলেছেন, وَإِنَّ مَا تَكْرَهُونَ فِي الْجَمَاعَةِ خَيْرٌ مِمَّا تُحِبُّونَ فِي الْفُرْقَةِ 'তোমরা জামা'আতের মধ্যে যা অপসন্দ করো, তা বিচ্ছিন্নতার মধ্যে যা পসন্দ করো তার চেয়ে উত্তম'।[১৬]

---

৯. *দিরাসাতু হাদীছ নাযযারাল্লাহু, পৃঃ ১৯৫।*

১০. *ছহীহাহ হা/৬৬৭; ছহীহুল জামে' হা/৩১০৯।*

১১. *তিরমিযী হা/২১৬৫; হাকেম হা/৩৮৭; আহমাদ হা/১১৪; ইবনু হিব্বান হা/৪৫৭৬; ছহীহাহ হা/৪৩০; আবু ইয়া'লা হা/১৪৩।*

১২. *ছহীহাহ হা/৬৬৭; ছহীহুল জামে' হা/৩১০৯; আলবানী, যিলালুল জান্নাহ হা/৯৩; শু'আবুল ঈমান হা/৯১১৯।*

১৩. *মুসলিম হা/১৮৪৮; আহমাদ হা/৭৯৩১; ইবনু মাজাহ হা/৩৯৪৮; ছহীহাহ হা/৯৮৩; নাসাঈ হা/৪১১৪; মিশকাত হা/৩৬৬৯।*

১৪. *আবুদাঊদ হা/৪৭৫৮; হাকেম হা/৪০১; আহমাদ হা/২২৯৬১; ছহীহুল জামে' হা/৬৪১০; ছহীহ তারগীব হা/০৫; মিশকাত হা/১৮৫।*

১৫. *তিরমিযী হা/২১৬৭; হাকেম হা/৩৯৪; ইবনু মাজাহ হা/৩৯৫০; মিশকাত হা/১৭৩; ছহীহুল জামে' হা/১৮৪৮।*

১৬. *হাদীছটির পূর্ণরূপ হ'ল- আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন,* يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالطَّاعَةِ وَالْجَمَاعَةِ، فَإِنَّهَا حَبْلُ اللَّهِ الَّذِي أَمَرَ بِهِ، وَإِنَّ مَا تَكْرَهُونَ فِي الْجَمَاعَةِ خَيْرٌ لَكُمْ مِمَّا تُحِبُّونَ فِي الْفُرْقَةِ، *'হে মানব মণ্ডলী! আপনাদের উপর আবশ্যক হ'ল নেতার আনুগত্য করা এবং জামা'আতবদ্ধভাবে বসবাস করা। কেননা এটি আল্লাহর সেই রজ্জু, যা আঁকড়ে ধরতে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন। (হাকেম হা/৮৬৬৩; সিলসিলাতুল আছার আছ-ছহীহাহ হা/৫৭; মু'জামুল কাবীর হা/৮৯৭১; মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/৯১২৬।*

ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহঃ) বলেন,

إِنَّ الْجَمَاعَةَ حَبْلُ اللهِ فَاعْتَصِمُوا ... مِنْهُ بِعُرْوَتِهِ الْوُثْقَى لِمَنْ دَانَا
كَمْ يَدْفَعُ اللهُ بِالسُّلْطَانِ مُعْضِلَةً ... عَنْ دِينِنَا رَحْمَةً مِنْهُ وَدُنْيَانَا
لَوْلَا الْأَئِمَّةُ لَمْ تَأْمَنْ لَنَا سُبُلٌ ... وَكَانَ أَضْعَفُنَا نَهْبًا لِأَقْوَانَا

‘নিশ্চয় জামা‘আত আল্লাহ্র রজ্জু। অতএব তোমরা সেই মযবুত রজ্জুকে আঁকড়ে ধর। আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় অনুগ্রহে আমাদের দ্বীন ও দুনিয়ার অনেক সমস্যা বাদশার (সুলতানের) মাধ্যমে দূর করেছেন। নেতৃবৃন্দ না থাকলে আমাদের জন্য চলার পথ নিরাপদ হ’ত না। আর আমাদের মধ্যে দুর্বলেরা সবলদের লুণ্ঠিত সম্পদে পরিণত হ’ত’।

শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) লোকদের জন্য নেতৃত্বের গুরুত্ব এবং তা ব্যতীত দ্বীন ও দুনিয়ার অস্তিত্বহীনতার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। তিনি এ বিষয়ে কিছু দলীল উল্লেখ করার পর বলেছেন, বলা হয়ে থাকে- سِتُّونَ سَنَةً مِنْ إِمَامٍ جَائِرٍ أَصْلَحُ مِنْ لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ بِلَا سُلْطَانٍ ‘নেতাবিহীন একরাত ষাট বছর অত্যাচারী শাসকের অধীনে থাকা অধিক কল্যাণকর *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ‘ ফাতাওয়া ২৮/৩৯১)*। অতঃপর তিনি বলেন, অভিজ্ঞতায় এটি প্রমাণিত। লেখক বলেন, শায়খুল ইসলাম (রহঃ) সত্যই বলেছেন। এর প্রমাণ বর্তমানে সোমালিয়া ও ইরাকের অবস্থা।[১৭] এ দেশ দু’টিতে রাষ্ট্রীয় নিয়ম-শৃংখলা ছিল চরম যুলুম ও পাপাচারে ভরপুর। কিন্তু সরকার পতনের পর সেখানে রক্তপাত, সম্মানহানি, ধর্ষণ এবং ঘর-বাড়ি ধ্বংসের যে অবস্থায় পৌঁছেছে, তা পূর্বের তুলনায় অনেক বেশী খারাপ। অতএব কোন উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি?

অতঃপর শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, এজন্য ফুযাইল ইবনু ইয়ায, আহমাদ ইবনু হাম্বল প্রমুখ পূর্ববর্তী বিদ্বানগণ বলতেন, لَوْ كَانَ لَنَا دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ لَدَعَوْنَا بِهَا لِلسُّلْطَانِ ‘যদি আমাদের জন্য আল্লাহ্র নিকট গ্রহণীয় কোন দো‘আ থাকত, তাহ’লে তা দ্বারা আমরা শাসকের জন্য দো‘আ করতাম’।[১৮] উদ্দেশ্য হ’ল- শাসকের জন্য কল্যাণ কামনা, তাদের সংশোধনের জন্য দো‘আ করা এবং তাদের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হওয়া। বারবাহারী (রহঃ) বলেন, وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. ‘তুমি যখন কোন ব্যক্তিকে শাসকের জন্য বদদো‘আ করতে দেখবে তখন মনে করবে যে, সে কুপ্রবৃত্তির অনুসারী। আর যখন তুমি কোন ব্যক্তিকে শাসকের কল্যাণের জন্য দো‘আ করতে দেখবে তখন জানবে যে, ইনশাআল্লাহ সে সুন্নাতের অনুসারী’।

অতঃপর ফুযাইল ইবনু ইয়ায থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. ‘যদি আমার জন্য (আল্লাহ্র নিকটে) কোন গ্রহণীয় দো‘আ থাকত তাহ’লে সেটা আমি কেবল শাসকের জন্যই করতাম’। তাকে বলা হ’ল, হে আবু আলী! আপনি এটা ব্যাখ্যা করুন। তিনি বললেন, হ্যাঁ। যখন আমি এটা মনে মনে করব তখন তুমি আমাকে হুমকি দিবে না। আর যখন এটা শাসকের জন্য নির্ধারণ করব, তখন তার সংশোধনের ফলে দেশ ও জাতি সংশোধিত হবে। এজন্য আমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আমরা যেন তাদের সংশোধন ও কল্যাণের জন্য দো‘আ করি। তাদের উপর বদদো‘আ করার জন্য আমরা আদিষ্ট হইনি। যদিও তারা যুলুম ও অত্যাচার করে। কারণ তাদের যুলুম ও অত্যাচার তাদের বিরুদ্ধে যাবে। কিন্তু তাদের সংশোধনে তাদের নিজেদের এবং মুসলমানদের কল্যাণ হবে।[১৯]

যুলুম-অত্যাচার ও পাপাচার সংঘটন জামা‘আত থেকে বের হওয়ার বৈধতা প্রদান করে না :

পূর্বে জামা‘আতকে আঁকড়ে ধরার আবশ্যকতা এবং তা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া ও বের হয়ে যাওয়ার নিষিদ্ধতার বিবরণ পেশ করা হয়েছে। পূর্বে বর্ণিত দলীল সমূহে জামা‘আতকে আঁকড়ে ধরার প্রয়োজনীয়তা এবং তা থেকে বের হয়ে যাওয়ার ভয়াবহতার ব্যাপারে মুমিনদের জন্য পরিতৃপ্তি রয়েছে। কিন্তু জামা‘আতকে আঁকড়ে ধরার গুরুত্ব বেশী হওয়ার কারণে এবং তা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ভয়াবহতার কারণে নবী (ছাঃ) এ বিষয়ে তাক্বীদ দিয়েছেন। যেটি জামা‘আত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াকে এবং আনুগত্য ছিন্ন করাকে বৈধতা দানের জন্য শয়তানের কুমন্ত্রণা দেয়ার পথকে বন্ধ করে দেয়। অতএব কোন ব্যক্তির জীবন বা সম্পদের উপর যুলুম ও সীমালংঘন করা হ’লে সম্ভাব্য সকল উপায়ে তার জীবন বা সম্পদ রক্ষার অধিকার রয়েছে। যদিও তা লড়াইয়ের দিকে ধাবিত করে। ছহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِى قَالَ: فَلاَ تُعْطِه مَالَكَ. قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِى قَالَ: قَاتِلْهُ. قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِى قَالَ: فَأَنْتَ شَهِيدٌ. قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ، قَالَ: هُوَ فِى النَّارِ–

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা জনৈক লোক রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে এসে বলল, হে আল্লাহ্র

১৭. *বর্তমানে ইরাক, লিবিয়া, ইয়েমেন, তিউনিসিয়া, আফগানিস্তান প্রভৃতি দেশে যে সংঘাত চলছে সেটা নেতার আনুগত্য না করা এবং জামা‘আতবদ্ধভাবে বসবাস না করার জ্বলন্ত প্রমাণ। তারা যদি বিদ্রোহ না করে জামা‘আতবদ্ধবাবে বসবাস করত এবং ধৈর্য ধারণ করে নেতার আনুগত্য করত, তাহলে আজ লক্ষ লক্ষ মানুষকে বাস্তুহারা এবং হাযার হাযার নিরাপরাধ মানুষকে হত্যার শিকার হতে হত না।-অনুবাদক।*

১৮. *ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ‘ ফাতাওয়া ২৮/৩৯১।*

১৯. *বারবাহারী, শারহুস সুন্নাহ পৃঃ ১১৬।*

রাসূল (ছাঃ)! যদি একজন লোক এসে আমার মাল ছিনিয়ে নিতে চায় তাহ'লে এ ব্যাপারে আপনার মতামত কী? তিনি বললেন, তুমি তাকে তোমার মাল দিবে না। সে বলল, যদি সে আমার সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত হয় তাহ'লে তার ব্যাপারে আপনার মতামত কী? তিনি বললেন, তুমি তার সাথে লড়াই করবে। সে বলল, সে যদি আমাকে হত্যা করে ফেলে, তাহ'লে আপনার মন্তব্য কী? তিনি বললেন, তাহ'লে তুমি শহীদ হবে। সে বলল, আমি যদি তাকে হত্যা করি তাহ'লে কী হবে? তিনি বললেন, সে জাহান্নামে যাবে।[২০]

মুসনাদে আহমাদ ও সুনান গ্রন্থ সমূহে সাঈদ ইবনু যায়েদ থেকে ছহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (ছাঃ) বলেন,

مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِه فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِه فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِه فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِه فَهُوَ شَهِيدٌ

'যে মুসলমান (১) তার সম্পদ রক্ষার্থে নিহত হয়, সে শহীদ (২) যে তার দ্বীন রক্ষার্থে নিহত হয়, সে শহীদ (৩) যে তার জীবন রক্ষার্থে নিহত হয়, সে শহীদ এবং (৪) যে তার পরিবার রক্ষার্থে নিহত হয়, সে শহীদ'।[২১]

তবে এ ক্ষেত্রে বিষয়টি ভিন্ন হবে যখন ব্যক্তির উপর শাসকের পক্ষ থেকে সীমালংঘন হবে। কেননা এ অবস্থায় শরী'আত কোন ব্যক্তিকে তার জীবন বা সম্পদ রক্ষার জন্য ক্ষমতা প্রয়োগের বৈধতা প্রদান করে না। বরং শরী'আত তাকে ধৈর্য ধারণ ও নিবৃত্ত থাকার নির্দেশ দেয়। এটা কেবল জামা'আত রক্ষা ও ঐক্য বজায় রাখার জন্য।

ছহীহ মুসলিমে হুযায়ফা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে রয়েছে-

قُلْتُ فَهَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الْخَيْرِ شَرٌّ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: كَيْفَ؟ قَالَ: يَكُونُ بَعْدِى أَئِمَّةٌ لاَ يَهْتَدُونَ بِهُدَاىَ وَلاَ يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِى وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِى جُثْمَانِ إِنْسٍ. قَالَ: قُلْتُ : كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ، قَالَ: تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلأَمِيرِ وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ-

'আমি বললাম, এ কল্যাণের পর কি আর কোন অকল্যাণ থাকবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, এটা কেমন হবে? তিনি বললেন, আমার পরে এমন একদল শাসক হবে, যারা আমার হেদায়াত ও সুন্নাত অনুযায়ী চলবে না। তাদের মধ্যে এমন কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটবে, যাদের দেহে শয়তানের হৃদয় বিরাজ করবে। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! যদি আমি সেই অবস্থার সম্মুখীন হই তাহ'লে কী করব? তিনি বললেন, 'তুমি আমীরের কথা শুনবে এবং তাঁর আনুগত্য করবে। যদিও তোমাকে প্রহার করা হয় এবং তোমার সম্পদ কেড়ে নেয়া হয়। তবুও তার কথা শুনবে এবং তাঁর আনুগত্য করবে'।[২২]

ছহীহায়েন তথা বুখারী ও মুসলিমে আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন-

إِنَّهَا سَتَكُوْنُ بَعْدِى أَثَرَةٌ وَأُمُوْرٌ تُنْكِرُوْنَهَا، قَالُوْا: فَمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: أَدُّوا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ وَسَلُوا اللهَ حَقَّكُمْ-

'অচিরেই আমার মৃত্যুর পরে স্বজনপ্রীতি প্রকাশ পাবে এবং এমন সব কর্মকাণ্ড ঘটবে, যা তোমরা অপসন্দ করবে। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! সে অবস্থায় আমাদের কী করতে বলেন? নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তোমাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে তাদের হক্ব আদায় করবে এবং তোমাদের প্রাপ্যের জন্য আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করবে'।[২৩] হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, سَلُوا اللهَ حَقَّكُمْ 'তোমাদের প্রাপ্য আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করবে' অর্থাৎ তিনি তোমাদের প্রতি ইনছাফ করার জন্য তাদের প্রতি ইলহাম করবেন অথবা তিনি তাদের পরিবর্তে তোমাদের উত্তম নেতৃত্ব প্রদান করবেন।[২৪]

ছহীহ মুসলিমেও ওয়ায়েল ইবনু হুজর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে,

سَأَلَ سَلَمَةُ بْنُ يَزِيدَ الْجُعْفِىُّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا نَبِىَّ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ وَيَمْنَعُونَا حَقَّنَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ-

'সালামা ইবনু ইয়াযীদ আল-জু'ফী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহ্র নবী (ছাঃ)! যদি আমাদের উপর এমন শাসকের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় যারা তাদের হক আমাদের কাছে দাবী করে কিন্তু আমাদের হক তারা দেয় না। এমতাবস্থায় আপনি আমাদেরকে কি করতে বলেন? তিনি উত্তরে বললেন, তোমরা শুনবে এবং আনুগত্য করবে। কেননা তাদের উপর আরোপিত দায়িত্বের বোঝা তাদের উপর বর্তাবে এবং তোমাদের উপর আরোপিত দায়িত্বের বোঝা তোমাদের উপর বর্তাবে'।[২৫]

অনুরূপভাবে ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী ব্যক্তির (আল্লাহ্র) অবাধ্যতায় লিপ্ত হওয়াকে কখনো কখনো শয়তান এ সম্পর্কে বর্ণিত হাদীছ সম্পর্কে অনভিজ্ঞ অতি উৎসুক ব্যক্তিদের এমন কিছু কাজে জড়িত হওয়ার পথ করে দেয়, যা আনুগত্যের বন্ধন ছিন্ন করা ও জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার দিকে

---

২০. মুসলিম হা/১৪০; মিশকাত হা/৩৫১৩।
২১. আহমাদ হা/১৬৫২; তিরমিযী হা/১৪২১; ইরওয়া হা/৭০৮; ছহীহুল জামে' হা/৬৪৪৫; মিশকাত হা/৩৫২৯ 'ক্বিছাছ' অধ্যায়।
২২. মুসলিম হা/১৮৪৭; ছহীহাহ হা/২৭৩৯; মিশকাত হা/৫৩৮২।
২৩. বুখারী হা/৩৬০৩, ৭০৫২; মুসলিম হা/১৮৪৩; মিশকাত হা/৩৬৭২।
২৪. ফাতহুল বারী ১৩/৮।
২৫. মুসলিম হা/১৮৫৪; তিরমিযী হা/২১৯৯; ছহীহাহ হা/৭১৭৬; মিশকাত হা/৩৬৭৩।

ধাবিত করে। এজন্য নবী করীম (ছাঃ) এ বিষয়ে যথাযথ নির্দেশনা দিয়ে বক্তব্য প্রদান করেছেন। তিনি জামা'আতকে আঁকড়ে ধরতে এবং (নেতার আদেশ) শ্রবণ করতে ও তার আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত (রাষ্ট্রে) ছালাত কায়েম থাকবে এবং প্রকাশ্য কুফরী সংঘটিত না হবে। ছহীহ মুসলিমে আওফ বিন মালেক আশজাঈ হ'তে বর্ণিত হয়েছে, তিনি রাসূল (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন,

وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ. قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَفَلاَ نُنَابِذُهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ؟ قَالَ: لاَ مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلاَةَ، أَلاَ مَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ وَالٍ، فَرَآهُ يَأْتِي شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَلْيَكْرَهْ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلاَ يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ-

'তোমাদের নিকৃষ্ট নেতা তারাই যাদেরকে তোমরা ঘৃণা কর এবং তারাও তোমাদেরকে ঘৃণা করে। তোমরা তাদেরকে অভিশাপ দাও এবং তারাও তোমাদেরকে অভিশাপ দেয়। আমরা বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! এমন সময় আমরা কি তাদেরকে প্রতিহত করব না? তখন তিনি বললেন, না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তোমাদের মধ্যে ছালাত কায়েম রাখবে। সাবধান! কারো উপর যদি কোন শাসক নিযুক্ত হয়। অতঃপর সে যদি শাসকের পক্ষ থেকে আল্লাহ্র অবাধ্যতামূলক কোন কাজ হ'তে দেখে, তখন সে যেন ঐ ব্যক্তির আল্লাহ্র অবাধ্যতামূলক কাজকে ঘৃণা করে এবং তাদের আনুগত্য থেকে হাত গুটিয়ে না নেয়'।[২৬]

ছহীহ মুসলিমে উম্মে সালামা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

إِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ، وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَلاَ نُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ: لاَ مَا صَلَّوْا-

'অচিরেই তোমাদের উপর এমন কতিপয় আমীর নিযুক্ত করা হবে, যাদের কিছু ভাল কাজের কারণে তোমরা সন্তুষ্ট হবে এবং তাদের কিছু খারাপ কাজের কারণে তাদেরকে অপসন্দ করবে। এমতাবস্থায় যে ব্যক্তি তাদের খারাপ কাজকে ঘৃণা করল সে মুক্তি পেল এবং যে ব্যক্তি তাদের বিরোধিতা করল সে নিরাপত্তা লাভ করল। কিন্তু যে ব্যক্তি তাদের পসন্দ করল এবং তাদের অনুসরণ করল (সে ক্ষতিগ্রস্ত হ'ল)। তারা বললেন, আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না? তিনি বললেন, না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা ছালাত কায়েম করবে'।[২৭]

ইমাম নববী (রহঃ) পূর্বোক্ত হুযায়ফা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেন, হুযায়ফা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে মুসলমানদের জামা'আত এবং তাদের ইমামকে আঁকড়ে ধরার আবশ্যকতা নিহিত রয়েছে, যদিও সে অন্যায় করে এবং সম্পদ কেড়ে নেয় বা এ জাতীয় অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। অতএব আল্লাহ্র অবাধ্যতা ব্যতীত (সকল ক্ষেত্রে) তার আনুগত্য করা ওয়াজিব। আর যে সকল বিষয়ে রাসূল (ছাঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছেন তাঁর মু'জিযা হিসাবে সবগুলো সংঘটিত হয়েছে।[২৮] তিনি উম্মে সালামা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেন, ছাহাবীর বাণী أَفَلاَ نُقَاتِلُهُمْ 'আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না?' তিনি বললেন, لاَ مَا صَلَّوْا 'না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা ছালাত আদায় করবে'। এতে এবং পূর্বে বর্ণিত হাদীছের মধ্যে বিধান রয়েছে যে, কেবল যুলুম ও অন্যায়ের কারণে খলীফাগণের আনুগত্য থেকে বের হওয়া যাবে না, যতক্ষণ না তারা ইসলামের কোন মূল ভিত্তির কোন কিছু পরিবর্তন করে।[২৯]

ছহীহ বুখারী ও মুসলিমে ওবাদাহ ইবনু ছামেত (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন,

دَعَانَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَبَايَعْنَاهُ، فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَ أَلاَّ نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيهِ بُرْهَانٌ-

একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের ডাকলেন। আমরা তাঁর হাতে বায়'আত করলাম। তিনি (ওবাদা) বলেন, আমরা যে সকল বিষয়ে তাঁর কাছে বায়'আত করেছিলাম সেগুলো হ'ল- আমরা স্বাচ্ছন্দ্যে-অপসন্দে, সুখে-দুঃখে এবং আমাদের উপরে কাউকে প্রাধান্য দেয়ার ক্ষেত্রে আমীরের কথা শুনব ও মেনে চলব। আমরা নেতৃত্ব নিয়ে পরস্পর ঝগড়া করব না। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা (আমীরের মধ্যে) প্রকাশ্য কুফরী না দেখবে (ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তার আনুগত্য করতে থাকবে), যে বিষয়ে তোমাদের কাছে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে দলীল-প্রমাণ রয়েছে'।[৩০] খাত্ত্বাবী (রহঃ) বলেন, كُفْرٌ بَوَاحٌ: أي ظاهرا باديا 'সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য কুফরী'।[৩১] হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর বাণী عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيهِ بُرْهَانٌ 'তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট দলীল-প্রমাণ রয়েছে' এর ব্যাখ্যায় বলেন, অর্থাৎ

২৬. *মুসলিম হা/১৮৫৫; ছহীহাহ হা/৯০৭; ছহীহুল জামে' হা/৩২৫৮; মিশকাত হা/৩৬৭০।*
২৭. *মুসলিম হা/১৮৫৪; আহমাদ হা/২৬৫৭১; ছহীহাহ হা/৩০০৭; ছহীহুল জামে' হা/৩৬১৮; মিশকাত হা/৩৬৭১।*
২৮. *নববী, শারহু ছহীহ মুসলিম ৪/২৩৭।*
২৯. *শারহু ছহীহ মুসলিম ৪/১২/২৩৭; ফাতহুল বারী ১৩/১০।*
৩০. *বুখারী হা/৭০৫৫,৭০৫৬; মুসলিম হা/১৭০৯; ছহীহাহ হা/৩৪১৮; ইরওয়া হা/২৪৫৭; ছহীহ তারগীব হা/২৩০৩; মিশকাত হা/৩৬৬৬।*
৩১. *ফাতহুল বারী ১৩/১০।*

কুরআনের আয়াত এবং ছহীহ হাদীছের এমন প্রমাণ থাকা যা অন্য ব্যাখ্যার সম্ভাবনা রাখে না। আর এর দাবী হ'ল যতক্ষণ তাদের কাজের ব্যাখ্যার সম্ভাবনা থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাবে না।[৩২]

নেতার আনুগত্য করা ওয়াজিব, লোকেরা সরাসরি তার বায়'আত গ্রহণ করুক বা না করুক :

শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন,

وَمَا أَمَرَ اللهُ بِهِ وَرَسُولُهُ مِنْ طَاعَةِ وُلَاةِ الْأُمُورِ وَمُنَاصَحَتِهِمْ وَاجِبٌ عَلَى الْإِنْسَانِ وَإِنْ لَمْ يُعَاهِدْهُمْ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ لَهُمُ الْأَيْمَانَ الْمُؤَكَّدَةَ كَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالزَّكَاةُ وَالصِّيَامُ وَحَجُّ الْبَيْتِ. وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا أَمَرَ اللهُ بِهِ وَرَسُولُهُ مِنَ الطَّاعَةِ...؛ إِلَي أَنْ قَالَ: وَأَمَّا أَهْلُ الْعِلْمِ وَالدِّينِ وَالْفَضْلِ فَلَا يُرَخِّصُونَ لِأَحَدٍ فِيمَا نَهَى اللهُ عَنْهُ مِنْ مَعْصِيَةِ وُلَاةِ الْأُمُورِ وَغِشِّهِمْ وَالْخُرُوجِ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِ مِنَ الْوُجُوهِ كَمَا قَدْ عُرِفَ مِنْ عَادَاتِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالدِّينِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا وَمِنْ سِيرَةِ غَيْرِهِمْ —

'আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর রাসূল (ছাঃ) আমীরের আনুগত্য করা এবং তাদেরকে উপদেশ প্রদান করার যে নির্দেশ দিয়েছেন, তা প্রত্যেক মানুষের জন্য পালন করা আবশ্যক। যদিও তিনি তাদের বায়'আত না নেন এবং দৃঢ় মাধ্যমে তাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ না হয়ে থাকেন। যেমন তাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত, যাকাত, ছিয়াম, বায়তুল্লাহ্র হজ্জ এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য সকল বিষয়ে আনুগত্য করা আবশ্যক...। এমনকি তিনি এ পর্যন্ত বলেছেন যে, 'আল্লাহ তা'আলা যা নিষেধ করেছেন সে বিষয়ে আলেম-ওলামা কোনভাবেই কাউকে সেটা করার অনুমতি দেননি। যেমন আমীরের অবাধ্য হওয়া, তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা এবং তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা। যেমনটি আধুনিক-প্রাচীন সকল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত ও ধার্মিক ব্যক্তিগণের আচার-আচরণ এবং অন্যদের জীবন চরিত থেকে জানা যায়'।[৩৩]

অনুরূপভাবে আমীর যাদেরকে দায়িত্বশীল করবেন নিযুক্ত জামা'আত রক্ষা করা এবং বিভক্তি ও মতপার্থক্য দূরীকরণের জন্য তাদের সকলের কথা শ্রবণ করা এবং আনুগত্য করা আবশ্যক।[৩৪]

আক্বীদাহ ত্বাহাবিয়াহ-এর ব্যাখ্যাকারক আল্লামা ইবনু আবিল ইয (রহঃ) বলেন, 'কুরআন ও হাদীছের দলীল সমূহ এবং মুসলিম উম্মাহ্র সালাফে ছালেহীনের ঐক্যমত প্রমাণ করে যে, ইজতিহাদের স্থান সমূহে শাসক, ছালাতের ইমাম, বিচারক, যুদ্ধের সেনাপতি ও ছাদাক্বা সংগ্রহকারীর আনুগত্য করতে হবে। তবে তিনি (আমীর) ইজতিহাদী বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে তার অনুসারীদের আনুগত্য করা আবশ্যক নয়। বরং (অনুসারীদের) উপর তার আনুগত্য করা তাদের এবং তার মতের কাছে তাদের মত পরিহার করা আবশ্যক। কেননা জামা'আতের কল্যাণ, ঐক্য এবং দলাদলি ও মতপার্থক্যের ফিতনা আংশিক মাসআলা-মাসায়েল অপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ।[৩৫]

[চলবে]

---

৩২. *ফাতহুল বারী ১৩/১০।*

৩৩. *ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ৩৫/৯-১২।*

৩৪. নেতার হাতে বায়'আত গ্রহণ করার পর তা ভঙ্গ করার ভয়াবহতার ব্যাপারে ছহীহ বুখারীতে এসেছে,

عَنْ نَافِعٍ قَالَ لَمَّا خَلَعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ جَمَعَ ابْنُ عُمَرَ حَشَمَهُ وَوَلَدَهُ فَقَالَ إِنِّى سَمِعْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: يُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّا قَدْ بَايَعْنَا هَذَا الرَّجُلَ عَلَى بَيْعِ اللهِ وَرَسُولِهِ، وَإِنِّى لاَ أَعْلَمُ غَدْرًا أَعْظَمَ مِنْ أَنْ يُبَايَعَ رَجُلٌ عَلَى بَيْعِ اللهِ وَرَسُولِهِ ، ثُمَّ يُنْصَبُ لَهُ الْقِتَالُ، وَإِنِّى لاَ أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْكُمْ خَلَعَهُ، وَلاَ بَايَعَ فِى هَذَا الأَمْرِ، إِلاَّ كَانَتِ الْفَيْصَلَ بَيْنِى وَبَيْنَهُ -

নাফে' (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন মদীনার লোকেরা ইয়াযীদ ইবনু মু'আবিয়া (রাঃ)-এর বায়'আত ভঙ্গ করল, তখন ইবনু ওমর (রাঃ) তাঁর আত্মীয়-স্বজন, অনুসারীবৃন্দ ও সন্তানদেরকে একত্রিত করে বললেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, কিয়ামতের দিন প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকের জন্য একটি করে পতাকা উঠানো হবে যার মাধ্যমে তাকে চেনা যাবে। আমরা এই লোকটির (ইয়াযীদ) প্রতি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বর্ণিত শর্তানুযায়ী বায়'আত গ্রহণ করেছি। বস্তুত কোন একজন লোকের প্রতি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের দেয়া শর্ত মুতাবেক বায়'আত গ্রহণ করার পর তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়া অপেক্ষা আর বড় কোন বিশ্বাসঘাতকতা আছে বলে আমি জানি না। ইয়াযীদের বায়'আত ভঙ্গ করেছে অথবা তার আনুগত্য করছে না আমি যেন কারো সম্পর্কে এমনটা জানতে না পারি। অন্যথা তার এবং আমার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। ছহীহ মুসলিমে অনুরূপ আরেকটি হাদীছে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ نَافِعٍ قَالَ: جَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطِيعٍ حِينَ كَانَ مِنْ أَمْرِ الْحَرَّةِ مَا كَانَ زَمَنَ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ اطْرَحُوا لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وِسَادَةً فَقَالَ إِنِّي لَمْ آتِكَ لِأَجْلِسَ أَتَيْتُكَ لِأُحَدِّثَكَ حَدِيثًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً–

নাফে' হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইয়াযীদ ইবনু মু'আবিয়ার শাসনামলে হার্রার সংকটকালে আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) আব্দুল্লাহ ইবনু মুত্বী-এর কাছে আসলে সে বলল, আবু আব্দুর রহমানের জন্য বিছানা বিছিয়ে দাও। তখন তিনি বললেন, আমি তোমার নিকট বসার জন্য আসিনি। আমি রাসূল (ছাঃ) থেকে শ্রবণকৃত একটি হাদীছ বর্ণনা করার জন্য এসেছি। আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, 'যে আনুগত্যের হাত গুটিয়ে নিল সে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, তার পক্ষে কোন দলীল-প্রমাণ থাকবে না। আর যে ব্যক্তি মারা গেল আর তার কাঁধে বায়'আত থাকল না, সে জাহেলিয়াতের অবস্থায় মারা গেল'। আব্দুল্লাহ ইবনু মুতী ৬৩ হিজরীতে হার্রার যুদ্ধের দিন ইয়াযীদের সাথে কৃত বায়'আত ভঙ্গ করে ইয়াযীদ কর্তৃক প্রেরিত সেনাপতি মুসলিম ইবনু উক্ববার বিরুদ্ধে যুদ্ধে কুরাইশদের নেতৃত্ব দিয়েছিল, যেমন আব্দুল্লাহ ইবনু হানযালা আনছারীদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। আছে কী কোন উপদেশ গ্রহণকারী?-*অনুবাদক।*

৩৫. *শারহুল আকীদাতিত ত্বাহাবিয়া, পৃঃ ৪২৪।*

পাপ মোচনকারী আমল সমূহ

*মুহাম্মাদ মীযানুর রহমান**

আল্লাহ তা'আলা শরী'আতে এমন কতিপয় আমল বাতলে দিয়েছেন যা সম্পাদন করলে গোনাহ সমূহ মাফ হয়। গোনাহ এমন একটি বিষয়, যা একের পর এক করতে থাকলে মুমিন নারী-পুরুষের ঈমানী নূর নিভে যেতে থাকে। যা এক সময় তাকে জাহান্নামের পথে পরিচালিত করে। আর শয়তান সেটাই চায়। সে চায় আল্লাহ্র একনিষ্ঠ বান্দাকে দ্বীনের সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করে তার পথে পরিচালিত করতে। এজন্য সে সদা একাজে নিয়োজিত থাকে। এর সঙ্গে আছে তার দোসর ও অসংখ্য মানবরূপী শয়তান, যারা আল্লাহ্র দেয়া শরী'আত ও তাঁর আদেশ-নিষেধকে সর্বাবস্থায় অমান্য করতে থাকে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, أَفَأَمِنُوْا مَكْرَ اللهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُوْنَ 'তারা কি আল্লাহ্র পাকড়াও থেকে নিরাপদ হয়ে গেছে? ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায় ছাড়া আল্লাহ্র পাকড়াও থেকে কেউই নিরাপদ হ'তে পারে না' *(আ'রাফ ৭/৯৯)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পাপের ভয়াবহতা সম্পর্কে বলেন, إِيَّـــاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ فَإِنَّهُنَّ يَجْتَمِعْنَ عَلَى الرَّجُلِ حَتَّى يُهْلِكْنَهُ 'তোমরা তুচ্ছ-নগণ্য পাপ থেকেও বেঁচে থাক। কেননা তা যার মধ্যে একত্রিত হ'তে থাকবে তা তাকে ধ্বংস করে ছাড়বে'।[১]

পাপের অশুভ পরিণতি ও ক্ষতিকর দিক :

ইবনুল ক্বাইয়িম (৬৯১-৭৫১ হিঃ) পাপের অশুভ পরিণতি ও তার বহুবিধ ক্ষতিকর দিক বর্ণনা করেছেন, যা প্রত্যেক মুসলমানের জানা দরকার। যা পাপকর্ম থেকে বেঁচে থাকতে সহায়ক হবে। নিম্নে ক্ষতিকর দিকগুলি তুলে ধরা হ'ল।-

(১) حرمان العلم বা ইলম থেকে বঞ্চিত হওয়া। অর্থাৎ পাপ করতে থাকলে, আল্লাহ্র দ্বীনের ইলম পাপীর হৃদয়ে প্রবেশ করে না। যদিও দুনিয়াতে আধুনিক জ্ঞানীর স্বল্পতা নেই। আর বস্তুবাদীরা তাদেরকেই বুদ্ধিজীবি হিসাবে আখ্যায়িত করে।

(২) حرمان الطاعـــة বা আনুগত্য থেকে বঞ্চিত হওয়া। অর্থাৎ পাপে জড়িত থাকলে আল্লাহ্র আনুগত্য করা সম্ভব হয় না।

(৩) قلة التوفيق বা শক্তির স্বল্পতা। অর্থাৎ পাপ কাজে জড়িত থাকলে আল্লাহ্র অনুগ্রহ পূর্ণরূপে তার প্রতি থাকে না।

(৪) هوان المذنب বা পাপীর লাঞ্ছনা। অর্থাৎ এর ফলে অনেক পাপী দুনিয়াতেই লাঞ্ছনার স্বীকার হয়। এছাড়া আখেরাতে অবমাননাকর শাস্তি তো আছেই।

(৫) ذهاب الحيـــاء বা লজ্জা-শরম দূর হওয়া। লজ্জা-শরম এমন এক মানবীয় গুণ, যার ফলে অনেক অন্যায় ও পাপের কাজ থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব। আর এর অভাবে নানা ধরনের পাপাচার ও গর্হিত কর্মে মানুষ জড়িয়ে পড়ে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الْأُولَى إِذَا لَمْ تَسْتَحِى فَاصْنَعْ مَـــا شِـــئْتَ 'প্রথম যুগের আম্বিয়ায়ে কেরামের বাণী সমূহ হ'তে যা মানবজাতি লাভ করেছে, তন্মধ্যে একটি হ'ল, যদি তোমার লজ্জা না থাকে, তাহ'লে তুমি যা ইচ্ছা তাই কর'।[২]

(৬) سوء الخاتمة বা মন্দ পরিণতি। অর্থাৎ গোনাহের পরিণতি জাহান্নাম।

(৭) الوحشة في القلـــب বা হৃদয়ে হিংস্রতা। অর্থাৎ পাপের কারণে মানুষ হিংস্র ও পশু স্বভাবের হয়ে ওঠে। ফলে পাপী বিভিন্ন অপকর্মে জড়িয়ে পড়ে। সমাজে খুন, ধর্ষণ, সন্ত্রাস সহ নানাবিধ অপরাধের সাথে পাপী ব্যক্তিরাই সংশ্লিষ্ট।

(৮) محـــق البركـــة বা বরকত মুছে যাওয়া। অর্থাৎ এর কারণে বরকত চলে যায়।

(৯) ضـــيق الـــصدر বা হৃদয়ের সংকীর্ণতা। অর্থাৎ পাপের কারণে হৃদয় সংকীর্ণ হয়।

(১০) الطبع على القلب বা হৃদয়ে মোহর। অর্থাৎ পাপীর হৃদয়ে মোহর বসে যায়। ফলে সে হক অনুযায়ী চলতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْ آيَاتِ اللهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ وَعِنْدَ الَّذِيْنَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ– 'যারা নিজেদের নিকট কোন দলীল-প্রমাণ না থাকলেও আল্লাহ্র নিদর্শন সম্পর্কে বিতণ্ডায় লিপ্ত হয় তাদের একর্ম আল্লাহ ও মুমিনদের দৃষ্টিতে অতিশয় ঘৃণার। এভাবে আল্লাহ প্রত্যেক উদ্ধত ও স্বৈরাচারী ব্যক্তির হৃদয়কে মোহর করে দেন' *(মুমিন ৪০/৩৫)*।

(১১) نزول النقم বা ঘৃণা বা ক্রোধের অবতরণ। অর্থাৎ পাপে নিমজ্জিত ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ তা'আলার ক্রোধ ও মুমিন বান্দার ঘৃণা সৃষ্টি হয়। আর পুণ্যবান লোক সর্বাবস্থায় পাপী থেকে দূরে থাকেন।

(১২) عـــذاب الآخـــرة বা পরকালে শাস্তি। পাপের কারণে পরকালে শাস্তি হবে।[৩]

---

* *শিক্ষক, নারায়ণপুর মিছবাহুল উলূম কওমী ও হাফেযী মাদরাসা, হাটশ্যামগঞ্জ, ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।*

১. *মুসনাদে আহমাদ; ছহীহুল জামে' হা/২৬৮৭।*

২. *বুখারী হা/৬১২০, ৩৪৮৩; মিশকাত হা/৫০৭২।*

৩. *আত-তারীকু ইলাল জান্নাতী, (দারু ইবনুল মোবারক, প্রথম সংস্করণ, ১৪২০ হিঃ), ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২৫১।*

গোনাহ মোচনকারী আমল সমূহ :

মানব জীবনে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ঈমান আনয়ন করা। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্য করা। অর্থাৎ আমলে ছারেহ সম্পাদন করা। ইসলামী শরী'আতে এমন অনেক আমল রয়েছে, যার মাধ্যমে বান্দার গোনাহ মাফ হয়ে যায়। আলোচ্য নিবন্ধে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে এরকম কিছু আমল তুলে ধরা হ'ল।-

১. পরিপূর্ণভাবে ওযূ করা ও মসজিদে গমন করা :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ. قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ– 'আমি কি তোমাদেরকে এমন কাজের কথা জানাব না, যা করলে আল্লাহ বান্দার গোনাহ ক্ষমা করেন এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। লোকেরা বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আপনি বলুন। তিনি বললেন, কষ্টকর অবস্থায়ও পূর্ণাঙ্গরূপে ওযূ করা, ছালাতের জন্য অধিক পদক্ষেপে মসজিদে যাওয়া এবং এক ছালাতের পর আরেক ছালাতের জন্য অপেক্ষায় থাকা। আর এ কাজগুলোই হ'ল প্রস্তুতি (রিবাত)'।[৪]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, مَنْ تَوَضَّأَ هَكَذَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَكَانَتْ صَلاَتُهُ وَمَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ نَافِلَةً 'যে ব্যক্তি এভাবে (উত্তমরূপে) ওযূ করে, তার পূর্বেকার সকল গোনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। ফলে তার ছালাত ও মসজিদে যাওয়া অতিরিক্ত আমল বলে গণ্য হয়'।[৫] তিনি আরো বলেন,

إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَوِ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلاَهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ.

'কোন মুসলিম বা মুমিন বান্দা ওযূর সময় যখন মুখমণ্ডল ধুয়ে ফেলে তখন তার মুখমণ্ডলের গোনাহ পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে বের হয়ে যায়। যখন সে দুই হাত ধৌত করে তখন তার দুই হাতের স্পর্শের মাধ্যমে অর্জিত সব গোনাহ পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে বের হয়ে যায়। অতঃপর যখন সে তার পা দু'খানা ধৌত করে তখন তার দুই পা দিয়ে হাঁটার মাধ্যমে অর্জিত গোনাহ পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে ঝরে যায়। এভাবে সে যাবতীয় গোনাহ থেকে মুক্ত হয়ে যায়'।[৬]

২. ওযূর পর ছালাত আদায় করা :

ওছমান বিন আফফান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পূর্ণাঙ্গরূপে ওযূ করার পর বলেন, مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِى هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، لاَ يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ 'যে ব্যক্তি আমার এ ওযূর ন্যায় ওযূ করার পর একাগ্রচিত্তে দু'রাকা'আত ছালাত আদায় করবে এবং এ সময় অন্য কোন ধারণা তার অন্তরে উদয় হবে না। তাহ'লে তার পূর্বেকার সকল গোনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে'।[৭]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ فَيُصَلِّى صَلاَةً إِلاَّ غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلاَةِ الَّتِى تَلِيهَا– 'কোন মুসলিম উত্তম রূপে ওযূ করে ছালাত আদায় করলে পরবর্তী ওয়াক্তের ছালাত পর্যন্ত তার সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়'।[৮]

তিনি আরো বলেন, مَا مِنِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلاَةٌ مَكْتُوبَةٌ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا إِلاَّ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ مَا لَمْ يُؤْتِ كَبِيرَةً وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ 'যখন কোন মুসলিমের নিকটে ফরয ছালাতের সময় উপস্থিত হয়, তখন যদি উত্তমরূপে ওযূ করে এবং একান্ত বিনীতভাবে ছালাতের রুকূ, সিজদাহ ইত্যাদি আদায় করে তাহ'লে সে পুনরায় কবীরা গোনাহে লিপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তার পূর্বেকার সমস্ত গোনাহ ক্ষমা হয়ে যায়। আর এরূপ সারা বছরই হ'তে থাকে'।[৯]

৩. আরাফার দিন ও আশূরার ছিয়াম পালন করা :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ إِنِّى أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِى قَبْلَهُ وَالَّتِى بَعْدَهُ. 'আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট আরাফার দিনের ছিয়াম সম্পর্কে আশা করি যে, তিনি এর মাধ্যমে পূর্ববর্তী এক বছর এবং পরবর্তী এক বছরের গোনাহ সমূহ ক্ষমা করে দিবেন'।[১০]

আশূরার ছিয়াম সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِى قَبْلَهُ 'আশূরা বা ১০ই মুহাররমের ছিয়াম আমি আশা করি আল্লাহ্র নিকটে

---

৪. *মুসলিম হা/৬০১; আহমাদ হা/৪৭৬; তিরমিযী হা/৫১; ইবনু মাজাহ হা/৪২৮।*
৫. *মুসলিম হা/৫৬৬; ইবনু মাজাহ হা/২৮২।*
৬. *মুসলিম হা/২৪৪; আহমাদ হা/৮০২০।*
৭. *বুখারী হা/১৫৯, ১৬৪; মুসলিম হা/২২৬; আহমাদ হা/৪১৮।*
৮. *মুসলিম হা/২২৭।*
৯. *মুসলিম হা/১৩৮; মিশকাত হা/২৮৬।*
১০. *তিরমিযী, হা/৭৪৯, ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/১৭৩০; মিশকাত হা/২০৪৪।*

বান্দার বিগত এক বছরের (ছগীরা) গোনাহের কাফফারা হিসাবে গন্য হবে'।[১১]

৪. খুশূ-খুযূ বা বিনয় ও একাগ্রতার সাথে ছালাত আদায় করা :

রাসূলুল্লাহ (ছঃ) বলেন, خَمْسُ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ اللهُ تَعَالَى مَنْ أَحْسَنَ وُضُوءَهُنَّ وَصَلاَّهُنَّ لِوَقْتِهِنَّ وَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَخُشُوعَهُنَّ كَانَ لَهُ عَلَى اللهِ عَهْدٌ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ. 'আল্লাহ তা'আলা পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয করেছেন। যে ব্যক্তি উত্তম রূপে ওযূ করবে, সঠিক সময়ে ছালাত আদায় করবে এবং ছালাতের রুকূ-সিজদাহ ও খুশূ-খুযূকে পরিপূর্ণ করবে, তার জন্য আল্লাহ্র উপর প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে, তিনি তাকে ক্ষমা করবেন। আর যে এরূপ করবে না, তার জন্য কোন প্রতিশ্রুতি নেই। তিনি ইচ্ছে করলে ক্ষমা করবেন অথবা শাস্তি দিবেন'।[১২]

৫. জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় করা :

ওছমান ইবনু আফফান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, مَنْ تَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ مَشَى إِلَى صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ فَصَلاَّهَا مَعَ الإِمَامِ، غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ. 'যে ব্যক্তি উত্তম রূপে ওযূ করে ফরয ছালাতের জন্য পায়ে হেঁটে মসজিদে এসে ইমামের সাথে ছালাত আদায় করে তার গোনাহ সমূহ ক্ষমা করা হয়'।[১৩]

৬. ছালাতে সশব্দে আমীন বলা :

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوْا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِيْنَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. 'ইমাম যখন আমীন বলে, তোমরাও তখন আমীন বলবে। কেননা যার আমীন বলা ফেরেশতাগণের আমীন বলার সাথে মিলে যাবে তার পূর্বেকার গুনাহ সমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে'।[১৪]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ آمِيْنَ وَقَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ فِى السَّمَاءِ آمِيْنَ فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ 'যখন তোমাদের কেউ (ছালাতে) আমীন বলে এবং আকাশের ফেরেশতারাও আমীন বলেন। অতঃপর উভয়ের আমীন একই সাথে হ'লে তার পূর্ববর্তী সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হয়'।[১৫]

৭. 'আল্লাহুম্মা রব্বানা ওয়ালাকাল হাম্‌দ' বলা :

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا قَالَ الإِمَامُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ. فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. 'ইমাম যখন সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ বলেন, তখন তোমরা আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকাল হাম্‌দ বলবে। কেননা যার এ উক্তি ফেরেশতার উক্তির সঙ্গে মিলে যাবে, তার পূর্বেকার সকল গোনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়'।[১৬]

৮. বেশী বেশী সিজদা করা :

মাদান ইবনু আবু ত্বালহা আল-ইয়ামাবী হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আযাদকৃত গোলাম ছাওবানের সাথে সাক্ষাৎ করলাম। আমি বললাম, আমাকে এমন একটি কাজের কথা বলে দিন যা করলে আল্লাহ আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। অথবা আমি তাকে প্রিয় ও পসন্দনীয় কাজের কথা জিজ্ঞেস করলাম। কিন্তু তিনি চুপ থাকলেন। আমি পুনরায় তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি তখনও চুপ থাকলেন। তৃতীয়বার জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আমি এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেছেন, عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُوْدِ لِلَّهِ فَإِنَّكَ لاَ تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلاَّ رَفَعَكَ اللهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيْئَةً. 'তুমি আল্লাহ্র জন্য অবশ্যই বেশী বেশী সিজদা করবে। কেননা তুমি যখনই আল্লাহ্র জন্য একটি সিজদা করবে, মহান আল্লাহ এর বিনিময়ে তোমার মর্যাদা এক ধাপ বৃদ্ধি করবেন এবং তোমার একটি গোনাহ ক্ষমা করে দিবেন'।[১৭]

৯. জুম'আর দিন মনোযোগ সহকারে খুৎবা শ্রবণ করা ও ছালাত আদায় করা :

সালমান ফারিসী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, لاَ يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ، أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيْبِ بَيْتِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ، فَلاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّى مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الإِمَامُ، إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى 'যে ব্যক্তি জুম'আর দিন গোসল করে এবং যথাসাধ্য ভালরূপে পবিত্রতা অর্জন করে ও নিজের তেল হ'তে ব্যবহার করে বা নিজ ঘরের সুগন্ধি ব্যবহার করে। অতঃপর বের হয় এবং দু'জন লোকের মাঝে ফাঁকা করে না। অতঃপর তার নির্ধারিত ছালাত (ইমাম খুৎবায় দাঁড়ানোর আগ পর্যন্ত যথাসাধ্য) আদায় করে এবং ইমামের খুৎবা দেয়ার সময় চুপ থাকে, তাহ'লে তার সে জুম'আহ হ'তে অপর জুম'আর মধ্যবর্তী সময়ের যাবতীয় গোনাহ মাফ করে দেওয়া হয়'।[১৮]

---

১১. *মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪৪।*
১২. *আবু দাউদ হা/৪২৫; ছহীহ আত-তারগীব হা/৫৭২; মিশকাত হা/৫৭০, সনদ ছহীহ।*
১৩. *ইবনু খুযায়মাহ হা/১৪৮৯; ছহীহ আত-তারগীব হা/৩০০, ৪০৭, হাদীছ ছহীহ।*
১৪. *বুখারী হা/৭৮০; মুসলিম হা/৪১০; মিশকাত হা/৮২৫।*
১৫. *বুখারী হা/৭৮১; মুসলিম হা/৪১০।*
১৬. *বুখারী হা/৭৯৬; আহমাদ হা/৯৯৩০।*
১৭. *মুসলিম হা/১১২১; তিরমিযী হা/৩৮৮; ইবনু মাজাহ হা/১৪২৩।*
১৮. *বুখারী হা/৮৮৩; মিশকাত হা/১৩৮১।*

Contents

১০. ক্বিয়ামে রামাযান তথা তারাবীহ বা তাহাজ্জুদ ছালাত আদায় করা :

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-কে রামাযান সম্পর্কে বলতে শুনেছি, مَنْ قَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ 'যে ব্যক্তি রামাযানে ঈমানের সাথে ছওয়াবের আশায় ক্বিয়ামে রামাযান অর্থাৎ তারাবীহ বা তাহাজ্জুদ ছালাত আদায় করে তার পূর্ববর্তী গোনাহ সমূহ মাফ করে দেয়া হয়'।[১৯]

১১. কদরের রাত্রিতে ইবাদত করা :

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. 'যে ব্যক্তি রামাযানে ঈমানের সাথে ও ছওয়াব লাভের আশায় ছিয়াম পালন করে, তার পূর্ববর্তী গোনাহ সমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়। যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ছওয়াব লাভের আশায় লায়লাতুল ক্বদর (ক্বদরের রাত) জেগে ছালাত আদায় করে তার পূর্ববর্তী গোনাহ সমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়'।[২০]

১২. হজ্জ ও ওমরা একত্রে আদায় করা :

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّ الْمُتَابَعَةَ بَيْنَهُمَا تَنْفِى الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِى الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ 'তোমরা হজ্জ ও ওমরা পরপর একত্রে আদায় কর। কেননা এ হজ্জ ও ওমরা দারিদ্র্য ও গোনাহ দূর করে দেয়, লোহা ও সোনা-রূপার ময়লা যেমনভাবে হাপরের আগুনে দূর হয়। একটি কবুল হজ্জের প্রতিদান জান্নাত ব্যতীত আর কিছুই নয়'।[২১]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে হজ্জ করল, যার মধ্যে সে অশ্লীল কথা বলেনি এবং অশ্লীল কার্য করেনি, সে হজ্জ হ'তে ফিরে আসবে সেদিনের ন্যায় (নিষ্পাপ অবস্থায়), যেদিন তার মা তাকে প্রসব করেছিল'।[২২]

১৩. অসচ্ছল ও অভাবীকে অবকাশ দেয়া :

নবী করীম (ছাঃ) বলেন, كَانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ، فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفِتْيَانِهِ تَجَاوَزُوا عَنْهُ، لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا، فَتَجَاوَزَ اللهُ عَنْهُ 'জনৈক ব্যবসায়ী লোকদের ঋণ দেয়। কোন অভাবগ্রস্তকে দেখলে সে তার কর্মচারীদের বলত, তাকে ক্ষমা করে দাও, হয়তো আল্লাহ তা'আলা আমাদের ক্ষমা করে দিবেন। এর ফলে আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দেন'।[২৩]

হুযাইফাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, مَاتَ رَجُلٌ، فَقِيلَ لَهُ قَالَ كُنْتُ أُبَايِعُ النَّاسَ، فَأَتَجَوَّزُ عَنِ الْمُوسِرِ، وَأُخَفِّفُ عَنِ الْمُعْسِرِ، فَغُفِرَ لَهُ 'একজন লোক মারা গেল, তাকে জিজ্ঞেস করা হ'ল, তুমি কি বলতে? সে বলল, আমি লোকদের সাথে বেচা-কেনা করতাম। ধনীদেরকে অবকাশ (সুযোগ) দিতাম এবং গরীবদেরকে হ্রাস (সহজ) করে দিতাম। কাজেই তাকে মাফ করে দেওয়া হয়'।[২৪]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, تَلَقَّتِ الْمَلاَئِكَةُ رُوحَ رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ قَالُوا أَعَمِلْتَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا قَالَ كُنْتُ آمُرُ فِتْيَانِى أَنْ يُنْظِرُوا وَيَتَجَاوَزُوا عَنِ الْمُوسِرِ قَالَ قَالَ فَتَجَاوَزُوا عَنْهُ 'তোমাদের পূর্ববর্তীদের মধ্যে এক ব্যক্তির রূহের সাথে ফেরেশতা সাক্ষাৎ করে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি কোন নেক কাজ করেছ? লোকটি উত্তর দিল, আমি আমার কর্মচারীদের আদেশ করতাম যে, তারা যেন অসচ্ছল ব্যক্তিকে অবকাশ দেয়। রাবী বলেন, রাসূল (ছাঃ) বললেন, অতঃপর তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হ'ল'।[২৫]

১৪. মুছাফাহা করা :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلاَّ غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا 'যে দু'জন মুসলিম পরস্পর মিলিত হয়ে মুছাফাহা করে তাদের আলাদা হবার পূর্বেই তাদের (ছগীরা) গোনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়'।[২৬]

১৫. রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِى بِطَرِيقٍ، وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ فَأَخَذَهُ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ 'এক ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে চলার সময় কাঁটাদার গাছের একটি ডাল রাস্তায় পেল এবং সেটাকে রাস্তা হ'তে অপসারণ করল, আল্লাহ তার এ কাজকে কবুল করলেন এবং তাকে মাফ করে দিলেন'।[২৭]

১৬. আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির প্রতি সদয় হওয়া :

রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'একজন লোক রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে তার ভীষণ পিপাসা লাগল। সে কূপে নেমে পানি পান করল। এরপর সে বের হয়ে দেখতে পেল যে, একটা কুকুর হাঁপাচ্ছে এবং পিপাসায় কাতর হয়ে মাটি চাটছে। সে ভাবল কুকুরটারও আমার মতো পিপাসা লেগেছে। সে কূপের মধ্যে নামল এবং নিজের মোজা ভরে পানি নিয়ে মুখ দিয়ে সেটি ধরে উপরে উঠে এসে কুকুরটিকে পানি পান করাল। আল্লাহ

১৯. *বুখারী, হা/২০০৮।*
২০. *বুখারী হা/২০১৪।*
২১. ইবনু মাজাহ, হা/২৮৮৭; তিরমিযী হা/৮১০ মিশকাত হা/২৫২৪-২৫, হাসান ছহীহ।
২২. *বুখারী হা/১৫২১।*
২৩. *বুখারী হা/২০৭৮; আহমাদ হা/৭৫৮২।*
২৪. *বুখারী হা/২৩৯১।*
২৫. *বুখারী হা/২০৭৭।*
২৬. *আবু দাউদ হা/৫২১২; তিরমিযী, হা/২৭২৭; ইবনু মাজাহ হা/৩৭০৩; মিশকাত হা/৪৬৭৯, সনদ ছহীহ।*
২৭. *বুখারী হা/২৪৭২।*

তা'আলা তার আমল কবুল করলেন এবং তার গোনাহ মাফ করে দিলেন। রাসূল (ছাঃ) বললেন, প্রত্যেক প্রাণীর উপকার করাতেই নেকী রয়েছে'।[২৮]

১৭. মন্দ কাজের পরেই ভাল কাজ করা :

আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ 'নিঃসন্দেহে সৎকার্যাবলী মুছে ফেলে মন্দ কার্য সমূহকে' *(হূদ ১১/১১৪)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আবু যারকে বলেন, اتَّقِ اللهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ 'তুমি যেখানেই থাক আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর। মন্দ কাজের পরপরই ভাল কাজ কর, তাতে মন্দ দূরীভূত হয়ে যাবে এবং মানুষের সাথে উত্তম আচরণ কর'।[২৯]

১৮. ধৈর্য ধারণ করা :

আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُوْنَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ 'ধৈর্যশীলদেরকে অপরিসীম পুরস্কার দেওয়া হবে' *(যুমার ৩৯/১০)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلاَءِ وَإِنَّ اللهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلاَهُمْ فَمَنْ رَضِىَ فَلَهُ الرِّضَا وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ 'নিশ্চয়ই বড় পরীক্ষায় বড় পুরস্কার। আল্লাহ তা'আলা যখন কোন জাতিকে ভালোবাসেন, তখন তাদেরকে পরীক্ষা করেন। যে লোক তাতে সন্তুষ্ট থাকে, তার জন্য (আল্লাহ তা'আলার) সন্তুষ্টি বিদ্যমান। আর যে লোক তাতে অসন্তুষ্ট হয় তার জন্য (আল্লাহ তা'আলার) অসন্তুষ্টি বিদ্যমান'।[৩০]

মুছ'আব ইবনু সা'দ (রাঃ) হ'তে তার বাবার সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি (সা'দ) বলেন, আমি প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! মানুষের মাঝে কার পরীক্ষা সবচেয়ে কঠিন হয়? তিনি বললেন, নবীদের পরীক্ষা। মানুষকে তার দ্বীন অনুসারে পরীক্ষা করা হয়। যে লোক বেশী ধার্মিক তার পরীক্ষাও সে অনুপাতে কঠিন হয়ে থাকে। আর যদি কেউ তার দ্বীনের ক্ষেত্রে শিথিল হয়ে থাকে, তাহ'লে তাকে সে মোতাবিক পরীক্ষা করা হয়। অতএব বান্দার উপর বিপদাপদ লেগেই থাকে। অবশেষে তা তাকে এমন অবস্থায় ছেড়ে দেয় যে, সে যমীনে চলাফেরা করে অথচ তার কোন গোনাহ থাকে না'।[৩১]

অন্যত্র তিনি বলেন, مَا يَزَالُ الْبَلاَءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ فِى نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ حَتَّى يَلْقَى اللهَ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيْئَةٌ 'মুমিন নারী-পুরুষের উপর, তাদের সন্তানের উপর ও তার ধন-সম্পদের উপর অনবরত বিপদাপদ লেগেই থাকে। অবশেষে আল্লাহ তা'আলার সাথে সে গোনাহ হীন অবস্থায় মিলিত হয়'।[৩২]

১৯. খাবার শেষে ও কাপড় পরিধানের পর দো'আ পড়া :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি খাবার পর বলবে, الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى أَطْعَمَنِىْ هَذَا الطَّعَامَ وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّى وَلاَ قُوَّةٍ 'সেই আল্লাহ্র জন্য সকল প্রশংসা, যিনি আমাকে আমার ক্ষমতা ও শক্তি ছাড়াই এই খাবার খাইয়েছেন এবং এই রূযী দান করেছেন, তাহ'লে তার বিগত সকল গোনাহ মাফ করা হবে'।[৩৩]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, 'যে ব্যক্তি কাপড় পরিধানের পর বলবে, الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى كَسَانِى هَذَا الثَّوْبَ وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّى وَلاَ قُوَّةٍ 'যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য। যিনি আমার কোন ক্ষমতা ও শক্তি ছাড়াই আমাকে এই কাপড় পরিধান করিয়েছেন, তাহ'লে তার আগে-পিছের সকল গোনাহ মাফ করে দেওয়া হবে'।[৩৪]

২০. হাট-বাজারে প্রবেশের সময় দো'আ করা :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ دَخَلَ السُّوقَ فَقَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِى وَيُمِيتُ وَهُوَ حَىٌّ لاَ يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ كَتَبَ اللهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ وَمَحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ وَرَفَعَ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ دَرَجَةٍ 'যে ব্যক্তি বাজারে প্রবেশের সময় বলবে, 'আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন অংশীদার নেই, সকল ক্ষমতা তাঁরই, সমস্ত প্রশংসা তাঁর জন্য, তিনি প্রাণ দান করেন ও মৃত্যু দেন। তিনি চিরজীবি, তিনি কখনো মৃত্যুবরণ করবেন না। তার হাতেই মঙ্গল এবং তিনিই সবসময় প্রত্যেক বস্তুর উপর ক্ষমতার অধিকারী, তাহ'লে তার জন্য আল্লাহ তা'আলা দশ লক্ষ নেকী বরাদ্দ করেন, তার দশ লক্ষ গোনাহ মাফ করেন এবং তার দশ লক্ষ গুণ সম্মান বৃদ্ধি করেন'।[৩৫]

২১. ছালাতের উদ্দেশ্যে আযান দেওয়া :

নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'মুয়াযযিনের কণ্ঠস্বর যতদূর পর্যন্ত যায়, তাকে ততদূর ক্ষমা করে দেয়া হয়। তাজা ও শুষ্ক প্রতিটি (জিনিসই কিয়ামতের দিন) তার জন্য সাক্ষী হয়ে যাবে। আর কেউ জামা'আতে হাযির হ'লে তার জন্য পঁচিশ ওয়াক্ত ছালাতের ছওয়াব লিখা হয় এবং এক ছালাত হ'তে আরেক ছালাতের মধ্যবর্তী সময়ের গোনাহ ক্ষমা করা হয়'।[৩৬]

---

২৮. *বুখারী হা/২৩৬৩।*
২৯. *ছহীহ আত-তিরমিযী, হা/১৯৮৭ হাদীছ হাসান।*
৩০. *তিরমিযী, হা/২৩৯৬; ইবনু মাজাহ, হা/৪০৩১ হাদীছ হাসান।*
৩১. *তিরমিযী, হা/২৩৯৮; ইবনু মাজাহ হা/৪০২৩, হাদীছ হাসান ছহীহ।*
৩২. *তিরমিযী, হা/২৩৯৯, হাদীছ হাসান ছহীহ, ছহীহাহ হা/২২৮০।*
৩৩. *তিরমিযী হা/৩৪৫৮; আবূদাঊদ হা/৪০২৩; মিশকাত হা/৪৩৪৩, সনদ ছহীহ।*
৩৪. *আবূদাঊদ হা/৪০২৩, ছহীহুল জামে' হা/৬০৮৬; মিশকাত হা/৪৩৪৩।*
৩৫. *তিরমিযী হা/৩৪২৮; ইবনু মাজাহ হা/২২৩৫; মিশকাত হা/২৩১৮, সনদ হাসান।*
৩৬. *আবূদাঊদ হা/৫১৫; ইবনু মাজাহ হা/৭২৪; আহমাদ হা/৭৬১১; ছহীহুল জামে' হা/১৯২৯; মিশকাত হা/৬৬৭।*

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'ইমাম হচ্ছেন (মুছল্লীদের ছালাতের) যামিন এবং মুয়াযযিন হ'ল (তাদের ছালাতের) আমানতদার। হে আল্লাহ! ইমামদের সঠিক পথ প্রদর্শন করুন ও মুয়াযযিনদের ক্ষমা করে দিন'।[৩৭]

২২. আল্লাহ্র পথে জিহাদ করা :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, يُغْفَرُ لِلشَّهِيْدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلاَّ الـــدَّيْنَ 'শহীদের সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয় ঋণ ব্যতীত'।[৩৮] তিনি আরো বলেন, لِلشَّهِيدِ عِنْـــدَ اللهِ ســـتُّ خِصَالٍ يُغْفَرُ لَهُ فِى أَوَّلِ دَفْعَةٍ مِنْ دَمِه وَيُرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الأَكْبَرِ وَيُحَلَّى حُلَّةَ الإِيمَانِ وَيُزَوَّجُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ وَيُشَفَّعُ فِى سَبْعِينَ إِنْسَانًا مِنْ أَقَارِبِـــهِ 'আল্লাহ্র নিকট শহীদের জন্য ছয়টি বিশেষ পুরস্কার রয়েছে। তা হ'ল ১. তার রক্তবিন্দু মাটিতে পড়ার সাথে সাথেই তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয় এবং জান বের হওয়ার প্রাক্কালেই জান্নাতে তার বাসস্থানটি দেখানো হয়। ২. তাকে কবরের আযাব থেকে রক্ষা করা হয়। ৩. ক্বিয়ামত দিবসের ভয়াবহতা হ'তে তাকে নিরাপদে রাখা হয়। ৪. সেদিন তার মাথায় সম্মানের মুকুট পরানো হবে, যার একটি মুক্তা দুনিয়া ও তার মধ্যকার সবকিছু থেকে উত্তম। ৫. তাকে ৭২ জন সুন্দর চক্ষু বিশিষ্ট হূরের সাথে বিয়ে দেওয়া হবে। ৬. তার ৭০ জন নিকটাত্মীয়ের জন্য তার সুপারিশ কবুল হবে'।[৩৯]

২৩. আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের নিয়তে যিকির ও দ্বীনী আলোচনার বৈঠকে হাযির হওয়া :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, মানুষের আমল লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতাগণ ছাড়া আল্লাহ তা'আলার আরও কিছু ফেরেশতা আছেন যারা দুনিয়াতে ঘুরে বেড়ান। তারা আল্লাহ তা'আলার যিকিরে মশগূল ব্যক্তিদের পেয়ে গেলে একে অন্যকে ডেকে বলেন, নিজেদের উদ্দেশ্যে তোমরা এদিকে চলে এসো। অতএব তারা সেদিকেই ছুটে আসেন এবং যিকিরে রত লোকদের পৃথিবীর নিকটবর্তী আকাশ পর্যন্ত পরিবেষ্টন করে রাখেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা সে সময় (ফেরেশতাদের) বলেন, আমার বান্দাদের তোমরা কি কাজে লিপ্ত অবস্থায় ছেড়ে এসেছ? ফেরেশতারা বলেন, আমরা তাদেরকে আপনার প্রশংসারত, আপনার মর্যাদা বর্ণনারত এবং আপনার যিকিরে রত অবস্থায় ছেড়ে এসেছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তারা আমাকে দেখেছে কি? তারা বলেন, না। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা পুনরায় প্রশ্ন করেন, তারা আমাকে দেখলে কেমন হ'ত? ফেরেশতারা বলেন, তারা আপনার দর্শন পেলে আপনার অনেক বেশী প্রশংসাকারী, অধিক মাহাত্ম্য বর্ণনাকারী এবং অধিক যিকিরকারী হ'ত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের আবারও বলেন, আমার কাছে তারা কি চায়? ফেরেশতারা বলেন, আপনার নিকট তারা জান্নাত পেতে চায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা প্রশ্ন করেন, তারা জান্নাত দেখেছে কি? ফেরেশতারা বলেন, না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে প্রশ্ন করেন, তারা তা প্রত্যক্ষ করলে কেমন হ'ত? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ফেরেশতাগণ বলেন, তারা জান্নাতের দর্শন পেলে তা পাওয়ার জন্য আরও অধিক প্রার্থনা করত, আরও বেশী আকাঙ্ক্ষা করত।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা আবারও প্রশ্ন করবেন, তারা কোন বস্তু থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে? ফেরেশতারা বলেন, তারা জাহান্নাম হ'তে আশ্রয় প্রার্থনা করে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, তারা তা দেখেছে কি? ফেরেশতারা বলেন, না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, তারা তা প্রত্যক্ষ করলে কেমন হ'ত? ফেরেশতারা বলেন, তারা তা প্রত্যক্ষ করলে তা থেকে আরো অধিক পালিয়ে যেত, আরো অধিক ভয় করত এবং তা থেকে বাঁচার জন্য বেশী বেশী আশ্রয় প্রার্থনা করত। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমাদেরকে আমি সাক্ষী রেখে বলছি যে, আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম। তখন ফেরেশতারা বলেন, তাদের মাঝে এমন এক লোক আছে যে, তাদের সঙ্গে একত্র হওয়ার জন্য আসেনি, বরং ভিন্ন কোন দরকারে এসেছে। সে সময় আল্লাহ তা'আলা বলেন, তারা এরূপ একদল ব্যক্তি যে, তাদের সাথে উপবেশনকারীও বঞ্চিত হয় না'।[৪০]

২৪. তওবা করা :

আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيْمًا 'তারা নয়, যারা তওবা করে, ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে। আল্লাহ তাদের গোনাহ সমূহ পরিবর্তন করে দিবেন নেকী দ্বারা। আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু' *(ফুরক্বান ২৫/৭০)*।

পরিশেষে বলব, আসুন! উপরোক্ত আমল সমূহ যথাযথভাবে সম্পাদনের মাধ্যমে আমরা পাপ মোচনের জন্য চেষ্টা করি। আল্লাহ তা'আলা আমাদের প্রত্যেক মুমিন নারী-পুরুষের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দিন। অধিক হারে নেকী অর্জনের তাওফীক দিন এবং জান্নাতুল ফিরদাউসের পথ সহজ করে দিন-আমীন!

---

৩৭. *আবূদাঊদ হা/৫১৭; তিরমিযী হা/২০৭; আহমাদ হা/৭১৬৯; ইরওয়া হা/২১৭; মিশকাত হা/৬৬৩।*

৩৮. *মুসলিম হা/১৮৮৬; আহমাদ হা/২২৫৮৫; তিরমিযী হা/১৬৪০; ইরওয়া হা/১১৯৬; মিশকাত হা/৩৮০৬।*

৩৯. *তিরমিযী হা/১৬৬৩; ইবনু মাজাহ হা/২৭৯৯; মিশকাত হা/৩৮৩৪, সনদ ছহীহ।*

৪০. *বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী হা/৩৬০০।*

ইবনু মাজাহ (রহঃ)

*ক্বামারুয্যামান বিন আব্দুল বারী**

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সুনানু ইবনে মাজাহ সংকলন :

ইমাম ইবনু মাজাহ (রহঃ)-এর দীর্ঘদিনের কঠোর সাধনা ও অধ্যবসায়ের ফসল সুনানু ইবনে মাজাহ। এটি কুতুবুস সিত্তার অন্যতম গ্রন্থ। এ গ্রন্থটি সংকলন শেষে ইমাম ইবনু মাজাহ (রহঃ) স্বীয় প্রখ্যাত উস্তাদ ইমাম আবু যুর'আ আর-রাযীর নিকট পেশ করলে তিনি চুলচেরা বিশ্লেষণপূর্বক একে ইলমে হাদীছের এক অনন্য সাধারণ ও উপকারী গ্রন্থ হিসাবে স্বীকৃতি দেন। এ সম্পর্কে ইমাম ইবনু মাজাহ (রহঃ) বলেন, عرضت هذه السنن على أبي زرعة فنظر فيه، وقال: أظن إن وقع هذا في أيدي الناس تعطلت هذه الجوامع أو أكثرها، 'আমি এ সুনান গ্রন্থটির সংকলনকার্য সমাপনান্তে আমার উস্তাদ আবু যুর'আ আর-রাযীর নিকট পেশ করলে তিনি সূক্ষ্মভাবে নিরীক্ষাপূর্বক মন্তব্য করেন যে, আমি মনে করি এ সুনান গ্রন্থটি জনসাধারণের হাতে পৌঁছলে বর্তমান পর্যন্ত সংকলিত সবগুলো অথবা অধিকাংশ হাদীছগ্রন্থ অপ্রয়োজনীয় হয়ে যাবে।[১]

ইবনু মাজাহতে সংকলিত হাদীছ সংখ্যা : ইমাম ইবনু মাজাহ (রহঃ) লক্ষাধিক হাদীছ যাচাই-বাছাই করে এ গ্রন্থটিতে মোট ৪৩৪১ টি হাদীছ লিপিবদ্ধ করেছেন। এর মধ্যকার ৩০০২ টি হাদীছ এমন যেগুলো পাঁচটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থের সবগুলোতে অথবা কোন কোনটিতে রয়েছে। এছাড়া ১৩৩৯ টি হাদীছ ব্যতিক্রম। যেগুলো কুতুবুস সিত্তার অন্য পাঁচজন গ্রন্থকার বর্ণনা করেননি। এতে মোট ৩৭ টি অধ্যায় ও ১৫৪৫ টি পরিচ্ছেদ রয়েছে।[২]

হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, ويشتمل على اثنتين وثلاثين كتابا، وألف وخمسمائة باب، وعلى أربعة آلاف حديث 'এতে ৩২ টি অধ্যায়, ১৫০০ টি পরিচ্ছেদ এবং চার সহস্রাধিক হাদীছ রয়েছে'।[৩]

শু'আইব আরনাউত সহ কোন কোন বিদ্বান বলেন, সুনানু ইবনে মাজাহতে এককভাবে বর্ণিত হাদীছ সংখ্যা পুনরাবৃত্তি সহ মোট ১২১৩ টি। তন্মধ্যে ৯৮ টি ছহীহ, ১১৩ টি মুতাবি'আতের কারণে ছহীহ, ২১৯ টি শাওয়াহেদের কারণে ছহীহ; ৫৮ টি হাদীছ হাসান, ৪২ টি মুতাবি'আতের কারণে হাসান, ৬৫ টি শাওয়াহেদের কারণে হাসান, ৬ টি হাসান হওয়ার সম্ভাবনাময়; ৭ টি হাদীছ মারফূ হিসাবে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু তা মাওকূফ হিসাবে ছহীহ। ৪ টি হাদীছ মুরসাল, ৩৮৪ টি হাদীছ যঈফ; ১৮৪ টি অত্যধিক যঈফ, ১ টি হাদীছ শায; ২১ টি হাদীছ মুনকার ও মাওযূ' (জাল)। ১১ টি হাদীছের মান/স্তর নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। এ পরিসংখ্যানে স্পষ্ট হয়েছে যে, ইবনু মাজাহতে এককভাবে বর্ণিত পুনরাবৃত্তি বিহীন ছহীহ এবং হাসান লিযাতিহী ও হাসান লি গায়রিহী হাদীছ সংখ্যা মূলত ৬০০ টি।[৪]

উল্লেখ্য যে, পাণ্ডুলিপির ভিন্নতার কারণে হাদীছের সংখ্যা, পরিচ্ছেদ ও অধ্যায়ের সংখ্যায় কম-বেশী পরিলক্ষিত হয়।

ইবনু মাজাহ্র বর্ণনাকারী : সুনানু ইবনে মাজাহ গ্রন্থটি প্রধানত চারজন বিখ্যাত মুহাদ্দিছের ধারাবাহিক বর্ণনা পরম্পরা সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। তাঁরা হ'লেন, ১. আবুল হাসান আলী ইবনু ইবরাহীম ইবনুল কাত্ত্বান, ২. সুলায়মান ইবনে ইয়াযীদ, ৩. আবু জা'ফর মুহাম্মাদ ইবনে ঈসা, ৪. আবু বকর হামিদ আল-আবরাহী।[৫]

ইবনু মাজাহ-এর সত্যায়ন ও মূল্যায়ন :

ইলমে হাদীছে প্রসিদ্ধ জগৎ বিখ্যাত বিদ্বান মণ্ডলী সুনানু ইবনে মাজাহ্র ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তাদের কয়েকজনের অভিমত নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।-

১. সুনানু ইবনে মাজাহ সংকলনের পর তৎকালীন জগদ্বিখ্যাত মুহাদ্দিছ আবু যুর'আ আর-রাযীর নিকট পেশ করা হ'লে তিনি একে অতি মূল্যবান গ্রন্থ হিসাবে সত্যায়ন করেন। তিনি বলেন, 'আমি আবু আব্দুল্লাহ ইবনু মাজাহ্র হাদীছ গ্রন্থটি অধ্যয়ন করেছি। কিন্তু এতে খুব অল্প হাদীছই এমন পেয়েছি যাতে কিছুটা ত্রুটি রয়েছে। তাছাড়া আর কোন দোষ আমি পাইনি। অতঃপর এ পর্যায়ে তিনি দশটির মত হাদীছ উল্লেখ করেন'।[৬]

২. ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, كتابه في السنن جامع جيد كثير الأبواب والغرائب، 'ইমাম ইবনু মাজাহ (রহঃ) কর্তৃক সংকলিত সুনান গ্রন্থটি ব্যাপক হাদীছ সংবলিত ও উত্তম। এতে অনেকগুলো অধ্যায় ও দুস্প্রাপ্য হাদীছ রয়েছে'।[৭]

৩. হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, هو كتاب مفيد قوي الترتيب في الفقه 'এটি উপকারী গ্রন্থ, ফিক্বহের দৃষ্টিতে এর অধ্যায়সমূহ সুদৃঢ়ভাবে সজ্জিত'।[৮]

---

* মুহাদ্দিছ, বেলটিয়া কামিল মাদরাসা, সরিষাবাড়ী, জামালপুর।

১. মুক্বাদ্দামাতু তুহফাতিল আহওয়াযী, ১/১০৮ পৃঃ; আল-হিত্ত্বাহ ফী যিকরিছ ছিহাহ আস-সিত্তাহ, পৃঃ ২২০-২১।

২. শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী, যঈফু সুনানে ইবনে মাজাহ, অনুবাদ : আহসানুল্লাহ বিন সানাউল্লাহ (ঢাকা : শায়খ আলবানী একাডেমী, ডিসেম্বর ২০০৬), পৃঃ ৮।

৩. আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ১১/৬১ পৃঃ; আত-তুহফাতু লিতালিবিল হাদীছ, পৃঃ ৫৫।

৪. সুনান ইবনু মাজাহ, তাহক্বীক্ব : শু'আইব আরনাউত ও অন্যান্য (তাবা'আতুর রিসালাতিল আলাইয়াহ, ১ম প্রকাশ, ১৪৩০ হিঃ), ভূমিকা দ্রঃ।

৫. তাহযীবুত তাহযীব, ৫/৩৪০ পৃঃ।

৬. মা তামাসসু ইলাইহিল হাজা লিমান ইউতালিয়ু সুনানা ইবনে মাজাহ, পৃঃ ৩৭।

৭. তাহযীবুত তাহযীব, ৫/৩৪০ পৃঃ; মা তামাসসু ইলাইহিল হাজা লিমান ইউতালিয়ু সুনানা ইবনে মাজাহ, পৃঃ ৩৮।

৮. ঐ, পৃঃ ৩৫।

এ গ্রন্থটি দু'দিক দিয়ে কুতুবুস সিত্তাহ্‌র মধ্যে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। এর রচনা, সংযোজন, সজ্জায়ন ও সৌকর্য অনন্য। এতে হাদীছসমূহ এক বিশেষ পদ্ধতিতে ও অধ্যায় ভিত্তিতে সাজানো হয়েছে। অন্য কোন কিতাবে সাধারণত এই সৌন্দর্য দেখা যায় না।

৪. শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিছ দেহলভী ইবনে মাজাহ গ্রন্থের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বলেছেন,

وفي الواقع از حسن ترتيب وسرد احاديث بے تكرار

واختصار آنچہ ايں كتاب دارد ہيچ ايک از كتب ندارد

‘প্রকৃতপক্ষে সজ্জায়ন-সৌন্দর্য ও পুনরাবৃত্তি ব্যতীত হাদীছসমূহ একের পর এক উল্লেখ করা এবং তদুপরি সংক্ষিপ্ততা প্রভৃতি বিশেষত্ব এ কিতাবে যা পাওয়া যায়, অপর কোন কিতাবে তা দুর্লভ’।[৯]

৫. আল্লামা আবুল হাসান সিন্ধী বলেন, كان المصنف رحمه الله تعالى تبع معاذا حيث أخرج من المتون في كثير من الأبواب ما ليس في الكتب الخمسة المشهورة– ‘গ্রন্থকার এ গ্রন্থে মু‘আয ইবনে জাবালের রীতি অনুসরণ করেছেন। অনেকগুলো অধ্যায়ে তিনি এমন সব হাদীছ উদ্ধৃত করেছেন, যা অপর প্রসিদ্ধ পাঁচটি ছহীহ গ্রন্থে পাওয়া যায় না’।

মু‘আযের রীতি অনুসরণ করার অর্থ এই যে, মু‘আয (রাঃ) প্রায়ই এমন সব হাদীছ বর্ণনা করতেন, যা অন্যান্য ছাহাবীর শ্রুতিগোচর হয়নি। ইমাম ইবনু মাজাহ (রহঃ) তাঁর এ গ্রন্থে অন্যান্য গ্রন্থের মোকাবেলায় এরূপ অনেক হাদীছ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।[১০]

৬. আবু যাহু ‘আল-হাদীছ ওয়াল মুহাদ্দিছূন’ গ্রন্থে লিখেছেন, كتاب مفيد عظيم النفع في الفقه ‘ইমাম ইবনু মাজাহ (রহঃ) সংকলিত সুনানু ইবনে মাজাহ গ্রন্থটি ফিক্বহী মাসআলা চয়নে উপকারী গ্রন্থ’।[১১]

৭. ইবনুল আছীর প্রায় একই ধরনের মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন, كتابه كتاب مفيد، قوي النفع في الفقه، ‘ইমাম ইবনু মাজাহ (রহঃ)-এর এ গ্রন্থটি খুবই উপকারী, ফিক্বহী মাসআলা সঞ্চয়নে এটি অত্যন্ত হিতকর’।[১২]

৮. ড. ছুবহি ছালেহ ‘কুতুবুস সিত্তার’ কিতাবগুলোর দুর্লভ বৈশিষ্ট্যাবলী আলোচনার ধারাবাহিকতায় লিখেছেন, ومن كان يعنيه حسن التبويب في الفقه فابن ماجه يلبى رغبته– অর্থাৎ ‘যে ব্যক্তি হাদীছশাস্ত্রে ফিক্বহী সজ্জায়ন, সৌকর্য অন্বেষণ করে, সুনানু ইবনে মাজাহ তার চাহিদা পূরণে সক্ষম’।[১৩]

কুতুবুস সিত্তায় সুনানু ইবনে মাজাহ-এর স্থান :

সুনানু ইবনে মাজাহ কুতুবুস সিত্তার অন্তর্ভুক্ত কিতাব কি-না এ ব্যাপারে মনীষীদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। এ সম্পর্কে বিদ্বানগণের মতামত নিম্নে পেশ করা হ’ল।-

১. আবু যাহু ‘আল-হাদীছ ওয়াল মুহাদ্দিছূন’ গ্রন্থে লিখেছেন, ‘পূর্ববর্তীকালের মুহাদ্দিছগণ এবং পরবর্তীকালের মুহাক্কিকগণ হাদীছশাস্ত্রের পাঁচটি কিতাবকে মৌলিক গ্রন্থ হিসাবে গণ্য করেছেন। সেগুলো হ’ল ছহীহাইন (ছহীহ বুখারী ও ছহীহ মুসলিম), সুনানু নাসাঈ, সুনানু আবূদাঊদ ও জামে তিরমিযী। পরবর্তীকালের কিছু সংখ্যক মুহাদ্দিছ উল্লিখিত পাঁচটির সাথে সুনানু ইবনে মাজাহকে সংযোজন করে ছয়টি গ্রন্থকে মৌলিক হিসাবে গণ্য করেছেন। কেননা তারা অভিমত পোষণ করেন যে, ইমাম ইবনু মাজাহ (রহঃ)-এর এ গ্রন্থটি খুবই উপকারী এবং ফিক্বহী মাসআলা সঞ্চয়নে অত্যন্ত ফলদায়ক। হাফেয আবুল ফযল মুহাম্মাদ ইবনে তাহির আল-মাকদেসী (মৃত্যু ৫০৭ হিঃ) ‘শুরূতুল আইম্মাতিস সিত্তাহ’ ও ‘আতরাফুল কুতুবিস সিত্তাহ’ নামক গ্রন্থদ্বয়ে সুনানে ইবনে মাজাহকে সর্বপথম উল্লিখিত পাঁচটি গ্রন্থের সাথে যুক্ত করেন। অতঃপর আব্দুল গণী নাবালুসীও স্বীয় ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الحديث নামক গ্রন্থে একে উল্লিখিত পাঁচটি গ্রন্থের সাথে যুক্ত করেন।[১৪]

পরবর্তীকালের অনেক মুহাদ্দিছ তাঁদের সঙ্গে একমত পোষণ করেন। কিন্তু ইবনু সাকান, ইবনু মানদাহ, মুহাদ্দিছ রাযীন, ইবনুল আছীর এবং আবু জা‘ফর ইবনে যুবায়ের প্রমুখ আলেমগণের মতে কুতুবুস সিত্তার ষষ্ঠ গ্রন্থ হচ্ছে মুওয়াত্ত্বা ইমাম মালেক।[১৫]

২. আব্দুল গণী নাবালুসী ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الحديث নামক গ্রন্থে লিখেছেন, وقد اختلف في السادس فعند المشارقة هو كتاب السنن لأبي عبد الله محمد ابن ماجة القزويني، وعند المغاربة كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس، ‘কুতুবুস সিত্তার ষষ্ঠ গ্রন্থ কোনটি এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। পূর্বাঞ্চলীয় আলেমগণের নিকট ষষ্ঠ গ্রন্থ হচ্ছে সুনানু ইবনে মাজাহ। আর পশ্চিমাঞ্চলীয় আলেমগণের মতে, ষষ্ঠ গ্রন্থ মুওয়াত্ত্বা ইমাম মালেক’।[১৬]

৩. আবার কারো মতে, মুসনাদে দারেমীকে কুতুবুস সিত্তার ষষ্ঠ গ্রন্থ গণ্য করা উচিত। কেননা এতে দুর্বল বর্ণনাকারীদের সংখ্যা কম, শায ও মুনকার হাদীছ দুর্লভ। যদিও এতে মুরসাল ও মাওকূফ পর্যায়ের কিছু হাদীছ রয়েছে। তথাপিও এটি সুনানু ইবনে মাজাহ-এর চেয়ে অগ্রগণ্য।[১৭]

---

৯. বুস্তানুল মুহাদ্দিছীন, পৃঃ ২৪৬; হাদীস সংকলনের ইতিহাস, পৃঃ ৩৯৬।
১০. ঐ, পৃঃ ৩৯৭।
১১. আল-হাদীছ ওয়াল মুহাদ্দিছূন, পৃঃ ৪১৮।
১২. ঐ, পৃঃ ৪১৮।
১৩. উলূমুল হাদীছ ওয়া মুছত্বালাহুহূ, পৃঃ ১১৯।
১৪. আল-হাদীছ ওয়াল মুহাদ্দিসুন, পৃঃ ৪১৮; আল-হিত্তাহ ফী যিকরিছ ছিহাহ সিত্তাহ, পৃঃ ২২১।
১৫. যঈফ সুনানে ইবনে মাজাহ, পৃঃ ৭।
১৬. মা তামাসসু ইলাইহিল হাজা লিমান ইউতালিয়ু সুনানা ইবনে মাজাহ, পৃঃ ৩৭।
১৭. আল-হাদীছ ওয়াল মুহাদ্দিছূন, পৃঃ ৪১৮-১৯; তারীখুত তাশরীঈল ইসলামী, পৃঃ ৯৫।

Contents

৪. হাজী খলীফা 'কাশফুয যুনূন' গ্রন্থে, আল্লামা আব্দুর রহমান মুবারকপুরী 'তুহফাতুল আহওয়াযী' গ্রন্থে, নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালী 'আল-হিত্তাহ ফী যিকরিছ ছিহাহ আস-সিত্তাহ' গ্রন্থে লিখেছেন وأما سنن ابن ماجه فهو سادس الستة 'সুনানু ইবনে মাজাহ কুতুবুস সিত্তার ষষ্ঠ গ্রন্থ'।[১৮]

৫. আবুল হাসান সিন্ধী বলেন, وبالجملة فهو دون الكتب الخمسة في المرتبة 'মোটকথা সুনানু ইবনে মাজাহ-এর অবস্থান অপর পাঁচটি গ্রন্থের পরে'।[১৯]

৬. ড. ছুবহি ছালেহ স্বীয় 'উলূমুল হাদীছ ওয়া মুছতলাহুহূ' গ্রন্থে কুতুবুস সিত্তার ধারাক্রম লিখেছেন এভাবে, وأما كتب الصحاح فهي تشتمل الكتب الستة للبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، 'ছহীহ গ্রন্থগুলির মধ্যে পরিগণিত কিতাবগুলো হ'ল, বুখারী, মুসলিম, আবু দাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনু মাজাহ।[২০]

৭. মা'আরিফুস সুনান প্রণেতার মতে, কুতুবুস সিত্তার প্রথম স্তরে রয়েছে ছহীহ বুখারী, অতঃপর ছহীহ মুসলিম, অতঃপর সুনানু আবূদাঊদ, সুনানু নাসাঈ অতঃপর জামে' তিরমিযী, এরপর সুনানু ইবনে মাজাহ।[২১]

৮. আল্লামা সাখাভী বলেন, وقدموه على الموطأ لكثرة زوائده على الخمسة بخلاف الموطأ 'বিদ্যানগণ ইবনু মাজাহকে মুওয়াত্ত্বার উপরে প্রাধান্য দিয়েছেন। এতে অন্যান্য পাঁচটি গ্রন্থের চেয়ে অতিরিক্ত (যাওয়ায়েদ) হাদীছ থাকার কারণে, কিন্তু মুওয়াত্ত্বা এর ব্যতিক্রম'।[২২]

৯. মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম বলেন, وأما سنن ابن ماجه فانها دون هذين الجامعين (يعني كتاب أبي داود والنسائي) অর্থাৎ সুনানু ইবনে মাজাহ, সুনানু আবু দাঊদ ও সুনানু নাসাঈর পরে গণ্য হয়।[২৩]

১০. আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদ বলেন, سنن ابن ماجه سادس الكتب الستة على القول المشهور وهو أقلها درجة، 'প্রসিদ্ধ অভিমত অনুসারে সুনানু ইবনু মাজাহ কুতুবুস সিত্তার ৬ষ্ঠ গ্রন্থ এবং মর্যাদার দিক দিয়ে সর্ব নিম্নে'।[২৪]

যঈফ ও মাওযূ প্রসঙ্গ :

ইবনু মাজাহকে 'কুতুবুস সিত্তাহ'-এর মধ্যে পরিগণিত করা হ'লেও এ কথা ধ্রুব সত্য যে, সুনানু ইবনে মাজাহ গ্রন্থে অনেকগুলো যঈফ ও মাওযূ হাদীছের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। এ সম্পর্কে মুহাদ্দিছগণের কিছু উক্তি নিম্নে পেশ করা হ'ল।-

১. আবু যুর'আ ইবনু মাজাহ সম্পর্কে বলেছেন, لعله لا يكون فيه تمام ثلاثين حديثا مما في إسناده ضعف، অর্থাৎ এ কিতাবে প্রায় ত্রিশটি হাদীছের সনদে দুর্বলতা আছে'।[২৫]

২. আল্লামা ইবনুল হাম্‌দ বলেন, كتابه السنن على ثلاثين حديثا في السناده ضعفه 'ইবনু মাজাহতে ত্রিশটি হাদীছ দুর্বল সনদে বর্ণিত হয়েছে'।[২৬]

৩. ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, সুনানু ইবনে মাজাহ গ্রন্থটি ব্যাপক হাদীছ সংবলিত এবং উত্তম গ্রন্থ। এতে অনেকগুলো অধ্যায় এবং দুর্লভ হাদীছ রয়েছে। এতে অনেক যঈফ হাদীছ রয়েছে। এমনকি এ মর্মে আমার নিকট সংবাদ পৌঁছেছে যে, আল্লামা সিসরী (আবুল হাসান সিররী ইবনুল মুগাল্লাস) বলতেন, ইমাম ইবনু মাজাহ (রহঃ) যে সকল হাদীছ এককভাবে বর্ণনা করেছেন তার অধিকাংশই যঈফ। এ ব্যাপারে এটাই আমার সাধারণ স্বীকৃতি নয়। এতে অনেক মুনকার হাদীছও রয়েছে।[২৭]

৪. জালালুদ্দীন আবুল হাজ্জাজ ইউসুফ আল-মিযযী বলেন, 'যে সকল হাদীছ ইমাম ইবনু মাজাহ (রহঃ) এককভাবে স্বীয় কিতাবে সন্নিবেশ করেছেন সেগুলো যঈফ। অর্থাৎ কুতুবুস সিত্তার অপর পাঁচজন মুহাদ্দিছ যে সকল হাদীছ সন্নিবেশ করেননি, কিন্তু ইমাম ইবনু মাজাহ (রহঃ) এককভাবে সন্নিবেশ করেছেন সেগুলো যঈফ'।[২৮]

৫. জালালুদ্দীন সুয়ূতী বলেন, ইমাম ইবনু মাজাহ (রহঃ) স্বীয় কিতাবে এককভাবে এমন কিছু ব্যক্তি থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন, যারা মিথ্যাবাদিতা ও হাদীছ চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত।[২৯]

৬. ইমাম যাহাবী স্বীয় 'তাযকিরাতুল হুফফায' গ্রন্থে লিখেছেন, سنن أبي عبد الله كتاب حسن، لولا ما كدر من أحاديث واهية ليست بالكثيرة، অর্থাৎ আবু আব্দুল্লাহ ইবনু মাজাহ (রহঃ)-এর সুনান গ্রন্থটি খুবই সুন্দর যদি না তাকে নিকৃষ্ট পর্যায়ের কিছু হাদীছ নোংরা না করত, তবে তা অধিক নয়।[৩০]

---

১৮. *কাশফুয যুনূন আন আসামীল কুতুবি ওয়াল ফুনূন, ১/১০০৪ পৃঃ; মুকাদ্দামাতু তুহফাতিল আহওয়াযী, ১/১০৮ পৃঃ; আল-হিত্তাহ ফী যিকরিছ ছিহাহ সিত্তাহ, পৃঃ ২২০।*
১৯. *মা তামাসসু ইলাইহিল হাজা লিমান ইউতালিয়ু সুনানা ইবনে মাজাহ, পৃঃ ৩৭।*
২০. *উলূমুল হাদীছ ওয়াল মুস্তালাহুহূ, পৃঃ ১১৭-১৮।*
২১. *মায়ারিফুস সুনান, ১/১৬ পৃঃ।*
২২. *ড. রুকাইয়া মুহাম্মাদ আল-মুহারিব, আল-ইমাম ইবনু মাজাহ (রাঃ) ওয়া কিতাবুহু আস-সুনান : দিরাসাতুন তাত্ববীকিয়াহ, (সঊদী আরব : জামি'আতুল আমীরাহ নূরাহ বিনতু আব্দির রহমান, ১৪৩৩-৩৪ হিঃ), পৃঃ ৭।*
২৩. *মা তামাসসু ইলাইহিল হাজা লিমান ইউতালিয়ু সুনানা ইবনে মাজাহ, পৃঃ ৩৭।*
২৪. *কাইফা নাস্তাফীদু মিন কুতুবিল হাদীছ আস-সিত্তা, পৃঃ ২৬।*

২৫. *শাযারাতুয যাহাব ফী আখবারি মানযাহাব, ২/১৬৪ পৃঃ।*
২৬. *ঐ, ২/১৬৪ পৃঃ।*
২৭. *তাহযীবুত তাহযীব, ৫/৩৪০ পৃঃ।*
২৮. *মুকাদ্দামাতু তুহফাতিল আহওয়াযী, ১/১৮ পৃঃ; তাহযীবুত তাহযীব, ৫/৩৪০ পৃঃ।*
২৯. *আল-হাদীছ ওয়াল মুহাদ্দিছূন, পৃঃ ৪১৯।*
৩০. *তাযকিরাতুল হুফফায, ২/৬৩৬ পৃঃ; মুকাদ্দামাতু তুহফাতিল আহওয়াযী, ১/১০৮ পৃঃ।*

Contents

৭. ইবনুল আছীর বলেন, ‘ইমাম ইবনু মাজাহ (রহঃ)-এর এ গ্রন্থটি খুবই উপকারী, ফিক্বহী মাসআলা সঞ্চয়নে অত্যন্ত হিতকর। কিন্তু এতে এমন অনেক হাদীছ রয়েছে, যা খুবই যঈফ, বরং মুনকার।[৩১]

৮. মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম ‘তানকীহুল আনযার’ গ্রন্থে লিখেছেন, সুনানু ইবনে মাজাহ, সুনানে আবূদাঊদ ও নাসাঈর পরবর্তী পর্যায়ের গ্রন্থ। এ গ্রন্থের হাদীছ সমূহে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো আবশ্যক। এ গ্রন্থের ফযীলত সংক্রান্ত অধ্যায়ে মাওযূ হাদীছ রয়েছে।[৩২]

৯. আব্দুর রহমান মুবারকপুরী (রহঃ) ‘তুহফাতুল আহওয়াযী’ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, وفيه حديث في فضل قزوين منكر بل موضوع ‘সুনানু ইবনে মাজাহতে কাযভীন শহরের মর্যাদা সম্পর্কে একটি মুনকার; বরং মাওযূ হাদীছ রয়েছে’।[৩৩]

মান্না‘ খলীল আল-কাত্ত্বান ‘তারীখুত তাশরীঈল ইসলামী’ গ্রন্থে লিখেছেন, وقد أخرج ابن ماجه الحديث الصحيح والحسن والضعيف، অর্থাৎ ইমাম ইবনু মাজাহ (রহঃ) সুনানু ইবনে মাজাহতে ছহীহ, হাসান, যঈফ হাদীছ সন্নিবেশ করেছেন।[৩৪]

যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ আল্লামা নাছীরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)-এর সূক্ষ্ম তাহক্বীক্ব অনুপাতে ইবনু মাজাহ গ্রন্থ আমল অযোগ্য, দুর্বল ও ভিত্তিহীন হাদীছের সংখ্যা ৮৭৬টি। মূলতঃ সুনানু ইবনে মাজাহতে ঐ পরিমাণ দুর্বল হাদীছ থাকাটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। শায়খ আলবানী ছাড়াও সুনানু ইবনে মাজাহ-এর অনেক বিজ্ঞ ব্যাখ্যাকার তাঁদের ব্যাখ্যা গ্রন্থাবলীতে সুনানু ইবনে মাজাহ-এর বহু হাদীছকে দুর্বল হিসাবে চিহ্নিত করেছেন এবং বহু সনদের দোষণীয় দিক তুলে ধরেছেন। শায়খ আলবানীর পূর্বেকার অনেক খ্যাতনামা মুহাদ্দিছও ইবনু মাজাহতে অধিক পরিমাণ দুর্বল হাদীছ থাকার কথা উল্লেখ করেছেন। ইমাম ইবনু মাজাহ যেসব হাদীছ এককভাবে বর্ণনা করেছেন কেবল সে পর্যায়ের ১৩৩৯ টি হাদীছের সমন্বয়ে আল্লামা বুছীরী مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه– গ্রন্থ রচনা করে সেখানে ৪২৮টি হাদীছকে হাসান ও ৬১৩টি হাদীছের সনদকে যঈফ তথা দুর্বল এবং ৯৯টি হাদীছের সনদকে মুনকার ও মিথ্যাবাদীদের বলে চিহ্নিত করেছেন। অর্থাৎ আল্লামা বুছীরী-এর তাহক্বীক্ব মোতাবেক সুনানু ইবনে মাজাহ-এর শুধু একক বর্ণনাগুলোতেই ৭১২টি হাদীছ দুর্বল, বাজে ও মিথ্যুকদের সনদে বর্ণিত। রিজালশাস্ত্রের বিখ্যাত পণ্ডিত ইমাম যাহাবী (রহঃ) বলেছেন, সুনানু ইবনে মাজাহতে দলীলের অযোগ্য হাদীছের সংখ্যা প্রায় ১০০০ টি।[৩৫]

সুনানু ইবনে মাজাহ-এর বৈশিষ্ট্যাবলী :

সুনানু ইবনে মাজাহ-এর এমন কিছু দুর্লভ ও অনুপম বৈশিষ্ট্য আছে, যা একে অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থাবলী থেকে পৃথক করেছে। যেমন-

১. দীর্ঘ ভূমিকা সংযোজন : এ গ্রন্থটি দীর্ঘ ভূমিকা দ্বারা আরম্ভ হয়েছে। যাতে দ্বীনের মূলনীতি, তাওহীদ ও সুন্নাতের মহত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ ভূমিকার মধ্যে প্রায় ২৩৭ টি হাদীছ সন্নিবেশিত হয়েছে। এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অন্যান্য সুনান গ্রন্থের মধ্যে একে অনন্য বিশেষত্ব দান করেছে।

২. ফিক্বহী তারতীব অনুযায়ী বিন্যস্ত : সুনানু ইবনে মাজাহকে অপূর্ব ফিক্বহী তারতীব অনুযায়ী সুবিন্যস্ত করা হয়েছে। এ সম্পর্কে হাফেয ইবনে কাছীর (রহঃ) বলেন, এটি একটি উপকারী গ্রন্থ। ফিকহী দৃষ্টিকোণে এর অধ্যায়সমূহ খুবই সুন্দর ও মযবূত করে সাজানো হয়েছে।[৩৬]

২. মাসআলা সঞ্চয়নে সহায়ক : কুতুবুস সিত্তার অপরাপর গ্রন্থের তুলনায় এ গ্রন্থ থেকে ফিক্বহী মাসআলা সঞ্চয়ন খুবই সহজসাধ্য। এ সম্পর্কে ইবনুল আছীর বলেন, كتابه كتاب مفيد قوي النفع في الفقه، ‘ইমাম ইবনু মাজাহ সংকলিত এ গ্রন্থটি খুবই কল্যাণপ্রদ এবং ফিক্বহী মাসআলা সঞ্চয়নে অত্যন্ত উপকারী।[৩৭]

৩. ইত্তেবায়ে সুন্নাত দ্বারা অনুচ্ছেদ শুরু : সুনানু ইবনে মাজাহ্‌র অনুচ্ছেদ বিন্যাস শুরু হয়েছে ‘ইত্তেবায়ে সুন্নাত’ শীর্ষক পরিচ্ছেদ দ্বারা। যাতে ঐ সকল হাদীছ সংযোজিত হয়েছে, যা দ্বারা সুন্নাত বা হাদীছের প্রামাণিকতা, তার অনুসরণ ও সে অনুযায়ী আমল করার আবশ্যকতা প্রমাণিত হয়।[৩৮]

৪. প্রায় তাকরারমুক্ত : এ গ্রন্থে হাদীছ সন্নিবেশের ক্ষেত্রে তাকরারনীতি যথাসম্ভব পরিহার করা হয়েছে। বিশেষ প্রয়োজন ও ক্ষেত্র ছাড়া কোন হাদীছ তাকরার বা পুনরাবৃত্তি করা হয়নি।[৩৯]

৫. ছুলাছিয়াত হাদীছ : হাদীছশাস্ত্রে ছুলাছিয়াত তথা তিনজন রাবীর মধ্যস্থতায় বর্ণিত হাদীছের গুরুত্ব ও মর্যাদা অপরিসীম। এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত পাঁচটি ছুলাছিয়াত হাদীছ এর গুরুত্ব ও মর্যাদাকে বৃদ্ধি করেছে।[৪০]

৬. দুর্লভ হাদীছ সন্নিবেশ : এ গ্রন্থে এমন কিছু দুর্লভ হাদীছ সন্নিবেশ করা হয়েছে, যা কুতুবুস সিত্তার অন্য কোন গ্রন্থে নেই। যার ফলে এ গ্রন্থটির মর্যাদা ও গ্রহণযোগ্যতা বেশী।

---

৩১. *আল-হিত্তাহ ফী যিকরিছ ছিহাহ সিত্তাহ, পৃঃ ২২১।*
৩২. *মা তামাসসু ইলাইহিল হাজা লিমান ইউতালিয়ু সুনানা ইবনে মাজাহ, পৃঃ ৩৭।*
৩৩. *মুকাদ্দামাতু তুহফাতিল আহওয়াযী, ১/১০৮ পৃঃ; আল-হিত্তাহ ফী যিকরিছ ছিহাহ সিত্তাহ, পৃঃ ২২০।*
৩৪. *তারীখুত তাশরীঈল ইসলামী, পৃঃ ৯৫।*
৩৫. *যঈফ সুনানে ইবনে মাজাহ, পৃঃ ১১-১২।*
৩৬. *মা তামাসসু ইলাইহিল হাজা লিমান ইউতালিয়ু সুনানা ইবনে মাজাহ, পৃঃ ৩৫।*
৩৭. *আল-হিত্তাহ ফী যিকরিছ ছিহাহ সিত্তাহ, পৃঃ ২২১।*
৩৮. *ইমাম ইবনে মাজাহ (রাঃ) ওয়া কিতাবুহুস সুনান : দিরাসাতুন তাত্ববীকিয়াহ, পৃঃ ৭।*
৩৯. *আল-হিত্তাহ ফী যিকরিছ ছিহাহ সিত্তাহ, পৃঃ ২২১।*
৪০. *মুকাদ্দামাতু তুহফাতিল আহওয়াযী, ১/১০৮ পৃঃ।*

Contents

৭. রাবী পরিচিতি : এ গ্রন্থে হাদীছ বর্ণনা শেষে অনেক ক্ষেত্রেই রাবী পরিচিতির লক্ষ্যে রাবী সম্পৃক্ত শহরের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এটি সুনানু ইবনে মাজাহ-এর এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। যেমন عن أنس بن مالك قال أتى رجل الخ এ হাদীছটি বর্ণনা শেষে মন্তব্য করেছেন যে, هذا حديث الرمليين ليس إلا عندهم 'এই হাদীছটি ফিলিস্তীনের রামলাবাসী রাবী কর্তৃক বর্ণিত। তাদের ছাড়া অন্য কোন রাবীর নিকট থেকে এ হাদীছটি পাওয়া যায় না'।[৪১]

৮. রাবীর দোষ-গুণ বর্ণনা : ইমাম ইবনু মাজাহ (রহঃ) এ গ্রন্থে হাদীছ বর্ণনা শেষে ক্ষেত্রবিশেষে রাবীর দোষগুণের বর্ণনাও পেশ করেছেন। যেমন কোন এক হাদীছ বর্ণনা শেষে মন্তব্য করেছেন, 'আবু আব্দুল্লাহ গরীব, তার থেকে কেবল ইবনু আবী শায়বা ব্যতীত কেউ হাদীছ বর্ণনা করেননি'।[৪২]

৪১. আত-তুহফাতু লি তালিবিল হাদীছ, পৃঃ ৫৫।
৪২. ইবনু মাজাহ হা/১১০৮ দ্রঃ।

৯. শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ উপকারী : এ গ্রন্থে অনেক যঈফ ও মাওযূ' হাদীছ উল্লিখিত হয়েছে। যেগুলিকে হাদীছ হিসাবে গন্য করা হ'লেও তা আমলযোগ্য নয়। কিন্তু যখন তার মুতাবি'আত ও শাওয়াহেদ পাওয়া যাবে তখন তা হাসান লিগায়রিহী স্তরে উন্নীত হবে এবং তার উপর আমল করা যাবে। শিক্ষার্থীরা এসব বর্ণনা জেনে ও উছূলের নিয়ম অবগত হয়ে উপকৃত হবে।

পরিশেষে বলব, সুনানু ইবনে মাজাহ 'কুতুবুস সিত্তাহ' তথা ছয়টি শীর্ষ হাদীছ গ্রন্থের মধ্যে একটি। যদিও এর মধ্যে অনেক জাল ও যঈফ হাদীছের সন্নিবেশ ঘটেছে। তারপরও এ গ্রন্থের রচনাশৈলী ও অধ্যায় বিন্যাস অনন্য। মহান আল্লাহ এই গ্রন্থের বিশুদ্ধ হাদীছগুলোকে আমাদের আমলী যিন্দেগীতে বাস্তবায়নের তাওফীক দান করুন-আমীন!!

Contents

হকের পথে যত বাধা

জঘন্য ষড়যন্ত্র এক মুসলিমের বিরুদ্ধে

আমার বাড়ী রাজশাহী যেলার বাঘা থানার পাকুড়িয়া ইউনিয়নের বলরামপর গ্রামে। ছোট্ট দরিদ্র পরিবারে আমার জন্ম। বগুড়া সরকারী আযীযুল হক বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে মার্কেটিং-এ অনার্স পড়ার সময় মেসে ছিলাম দু'বছর। ২০১০ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী সাহারা খাতুনের দেওয়া চিরুনী অভিযানে রাত ৩-টার সময় মেস ঘেরাও করে পুলিশ আমাদের ৭ জনকে ধরে নিয়ে গেল। ২৫ দিন পর জামিনে ছাড়া পেলাম। একদিন মেসে ছালাত আদায় করার সময় আহলেহাদীছ আন্দোলনের এক ভাই পায়ের সাথে পা লাগিয়ে ছালাতে দাঁড়ালো। যতই পা সরিয়ে নেই, ততই সে পা ভিড়িয়ে দেয়। রাগ সহ্য হ'ল না। মেসের সবাইকে ডেকে আহলেহাদীছের ঐ ভাইয়ের নামে অভিযোগ করলাম। এক বড় ভাই বলল, সোহেল আহলেহাদীছরা পায়ের সাথে পা লাগিয়েই ছালাত আদায় করে। এরপর তিনি বললেন, আহলেহাদীছের কোন ভাই সোহেলের পায়ের সাথে পা লাগিয়ে দাঁড়াবে না।

মনে বার বার একটি প্রশ্ন জাগল, আহলেহাদীছ ও হানাফীদের মধ্যে পার্থক্য কি? একই কুরআন, একই রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসারী হয়েও কেন এই পার্থক্য? সিদ্ধান্ত নিলাম হাদীছ পড়ার। বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবুদাঊদ, নাসাঈ ও ইবনু মাজাহ গ্রন্থের ছালাত অধ্যায়গুলো খুব ভালভাবে পড়লাম। ফলাফল যা পেলাম, তাহ'ল আমার ছালাতের সাথে হাদীছের ৯৫% মিল নেই। সিদ্ধান্ত নিলাম হাদীছে যেভাবে ছালাতের পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে, সেভাবেই ছালাত আদায় করব। এতে যে যাই বলুক, এক ঘরে করে দিলে দিক। হানাফীদের গোজামিল দেওয়া পদ্ধতিতে আমি আর ছালাত পড়ব না।

২০১১ সালে এক ভাই বলল, সোহেল গণতন্ত্র হারাম। পবিত্র কুরআন গণতন্ত্রকে হারাম করেছে। আল্লাহ বলেন, 'তুমি যদি অধিকাংশ লোকের অনুসরণ করে চল তাহ'লে তারা তোমাকে আল্লাহ্র পথ হ'তে বিচ্যুত করবে। তারা তো ধারণা ছাড়া অন্য কিছুর অনুসরণ করে না এবং অনুমানভিত্তিক কথা বলে' *(আন'আম ৬/১১৬)*। কুরআন বলছে, অধিকাংশ লোকের মতের ভোটের অনুসরণ করা যাবে না। করলে আল্লাহ্র পথ থেকে দূরে সরিয়ে দিবে। আর আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুত হওয়ার অর্থ হ'ল জাহান্নাম। আমি বললাম, ভাই আগে গণতন্ত্র সম্পর্কে পড়া-শুনা করি, তারপর আমার সিদ্ধান্ত তোমাকে জানাব।

অতঃপর এ বিষয়ে পড়াশুনা করে জানলাম, Democracy বা গণতন্ত্রের জনক হচ্ছে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন। ১৮৬৩ সালে গেটিসবার্গের এক জনসভায় প্রথম তিনি গণতন্ত্রের ঘোষণা দিয়ে বলেন, 'Democracy is the government of the people by the people and for the people. চিন্তা করলাম, পৃথিবীর বুকে গণতন্ত্র এসেছে মাত্র ১৫২ বছর আগে। আর পবিত্র কুরআন এসেছে প্রায় দেড় হাযার বছর আগে। কাজেই এই গণতন্ত্রের সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই।

গণতন্ত্রের মূলনীতি হ'ল 'জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস' বা মালিক। অপরদিকে ইসলামের মূলনীতি হ'ল 'আল্লাহই সকল ক্ষমতার মালিক'। কুরআন বলছে, 'অধিকাংশ লোক ঈমান আনবে না' *(বাক্বারাহ ২/১০০)*, 'লোকদের বেশিরভাগই শুকরগুযার হবে না' *(বাক্বারাহ ২/২৪৩)*। 'সামান্য কিছু লোক ব্যতীত ঈমানদার হবে না, লোকদের বেশিরভাগই শুকরগুযার হবে না' *(বাক্বারাহ ২/১৫৫)*।

এই ধরনের গণতন্ত্র বিরোধী অনেক আয়াত গণতন্ত্রপন্থী ইসলামী সংগঠনের ভাইদের দেখালাম। বললাম, আল্লাহ গণতন্ত্রকে হারাম করেছেন। সুতরাং গণতন্ত্রের মাধ্যমে রাজনীতি করা যাবে না। কেননা হারাম কাজে আল্লাহ সাহায্য করবেন না।

তারা বলল, আবুবকর ও ওমর (রাঃ) সহ চার খলীফা গণতন্ত্রের মাধ্যমেই খলীফা নির্বাচিত হয়েছিলেন। একথা শুনে খোলাফায়ে রাশেদীনের জীবনী পড়লাম। জানলাম, তাঁরা গণতন্ত্রের মাধ্যমে খলীফা নির্বাচিত হননি। বিশিষ্ট কয়েকজন জ্ঞানী ছাহাবীদের মতামতের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়েছিলেন। এ বিষয়ে আমি তাদেরকে অনেক প্রমাণ সহ বুঝালাম। কিন্তু তারা আমাকে বাতিলপন্থী আখ্যায়িত করল। ফলে আমি তাদের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করলাম। একদিন সূরা রূমের ৫৮নং আয়াত পড়লাম। আল্লাহ বলেন, 'আমি অবশ্যই এ কুরআনে মানুষের জন্য সর্বপ্রকার দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছি। তুমি তাদের নিকট কুরআনের আয়াত উপস্থাপন করলেও ফাসিকরা বলবে, তোমরা বাতিলপন্থী ছাড়া আর কিছুই নও'।

অতঃপর ২০১১ সালের ২০শে আগষ্ট কুচক্রীরা আমার বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র করল। আমি না-কি কুরআন পুড়িয়ে ফেলেছি, এই মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে আমাকে শারীরিক নির্যাতন করল। গ্রামে বিচার বসল। মেম্বার, চেয়ারম্যান বলল, সোহেল যে কুরআন পুড়িয়ে ফেলেছে তার প্রমাণ কি? কে দেখেছে? কুচক্রীরা বলল, আমরা দেখিনি, তবে শুনেছি যে, ওর ছোট বোন রামাযান মাষ্টারের বাড়ীতে কুরআন পড়ে আসছিল, তখন সোহেল তার বোনের হাত থেকে কুরআন কেড়ে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলেছে।

বিচারে রামাযান মাষ্টার দাঁড়িয়ে বলল, আমার বাড়িতে মেয়েদের কুরআন শিখানো হয়। ভর্তি ফীস নেওয়া হয় এবং কুরআন শিক্ষার প্রাথমিক একটা তা'লীম দেওয়া হয়। কিন্তু সোহেলের বোন আমার বাড়ীতে ভর্তিও হয়নি, কুরআন পড়তেও আসে না। যা হোক বিচারে অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হ'ল। বিচারকরা কুচক্রীদের বলল, সোহেলের কাছে ক্ষমা চাও এবং কোলাকুলি কর।

আমি সঠিক আক্বীদা ও সঠিক ছালাতের দাওয়াত দিতে লাগলাম। আমার দাওয়াতে দুই জন যুবক সঠিক পথে ফিরে আসল। বিদ'আতীরা সহ্য করতে পারল না। সবাইকে শাসিয়ে দিল যে, কেউ যেন সোহেলের সাথে কথা না বলে, না মিশে। ওর সাথে যে-ই মিশবে সে-ই আহলেহাদীছ, লা-মাযহাবী, ওয়াহাবী হয়ে যাবে। এখন অনেকে লুকিয়ে আমার সাথে দেখা করে এবং বিভিন্ন বিষয় জানতে চায়। অনেকে এখন বুকে হাত বাঁধে, রাফঊল ইয়াদায়েন করে, ফরয ছালাত শেষে হাত তুলে মোনাজাত করে না।

সূরা আন'আমের ১৫৯ আয়াত পড়লাম। আল্লাহ বলেন, 'যারা

Contents

নিজেদের দ্বীনকে খণ্ড খণ্ড করে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে, তাদের সাথে তোমার কোন সম্পর্ক নেই'। ফলে মাযহাবীদের সাথে আমি ছালাত আদায় বন্ধ করে দিলাম। ওদের ছালাত শেষ হ'লে মসজিদে একা একা ছালাত আদায় করতাম।

২০১৪ সালে এক মাযহাবী ভাই প্রশ্ন করল, আমাদের সাথে ছালাত আদায় করেন না কেন? আমি বললাম, তোমাদের ছালাতের সাথে আমার ছালাতের মিল নেই, তোমাদের আল্লাহ্‌র সাথে আমার আল্লাহ্‌র মিল নেই। তোমাদের আল্লাহ নিরাকার, আর আমার আল্লাহ্‌র আকার আছে। বলতেই এরা গালি-গালাজ করে আমাকে মারতে তেড়ে আসল।

২০১৫ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর মাগরিবের ছালাত শেষে মুছল্লীরা প্রায় চলে গেলে আহলেহাদীছের অনুসারী এক ভাই বলল, বিদ'আত সম্পর্কে দু'একটি হাদীছ শোনাও। আমি ইবনু মাজাহর (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ১ম খণ্ড) ৪৯নং হাদীছটি আলোচনা করছিলাম। এমন সময় বিদ'আতীদের একজন এসে বলল, তুমি তো আমাদের মত করে ছালাত আদায় কর না। কারণ আমাদের ছালাত হয় না। তাহ'লে আমাদের সাথে ছালাত আদায় কর কেন? এই বলে আমাদের সাথে খুব উচ্চবাচ্য করল।

এর ২দিন পর ৫ সেপ্টেম্বর'১৫ ৫/৬ জন যুবক গ্রামের দোকানের সামনে আমাকে ঘিরে ধরে বলল, আমাদের সম্পর্কে কি বলেছিস? আমি বললাম, ইবনু মাজাহ গ্রন্থের ৪৯নং হাদীছটি আলোচনা করেছি মাত্র। তখন এরা গালি দিয়ে বলল, শালা তুমি হাদীছ বিশারদ হয়ে গেছ, ফৎওয়া দেওয়া শিখেছ? এই বলে আমার উপর আক্রমণ করে বসল। এক পর্যায়ে এরা আমাকে ধাক্কা মেরে রাস্তার পাশের ইটের স্তূপের উপর ফেলে দিল। এতে আমার হাতের কনুই কেটে হাত রক্তাক্ত হয়ে গেল। আর আমাকে বলা হ'ল যে, কারো কাছে আমি আহলেহাদীছের দাওয়াত দিতে পারব না, ওদের মসজিদে ছালাত আদায় করলে ওদের মত করে পড়তে হবে। হাদীছ-কুরআনের কথা কাউকে বলা যাবে না। এই গ্রামে থাকতে হ'লে হানাফী হয়েই থাকতে হবে। আমার বাড়ীর লোকদেরও একই কথা যে, আহলেহাদীছ না ছাড়তে পারলে বাড়ী ছাড়তে হবে। তোমার জন্য আমরা মানুষের সাথে ঝামেলা করতে চাই না।

এখন দেখছি হিজরত করা ছাড়া আমার কোন উপায় নেই। সত্যিই আমি অসহায়। ঢাকার শহীদ তিতুমির কলেজের মার্কেটিং বিভাগে মাষ্টার্স এ ভর্তি হয়েছি। হকের উপরে দৃঢ় থাকতে আমি সকলের নিকট খালেছ দো'আ প্রার্থী। আল্লাহ আমাদের কবূল করুন-আমীন!

** মুহাম্মাদ সোহেল রানা*
বাঘা, রাজশাহী।

Contents

হাদীছের গল্প

হিংসা-বিদ্বেষ না করার ফল জান্নাত

হিংসা-বিদ্বেষ পরিহার করে সবার সাথে ভ্রাতৃত্বসুলভ সম্পর্ক বজায় রাখার ফযীলত অসামান্য। এ নিন্দনীয় স্বভাব পরিহার করে উদার মানসিকতার অধিকারী হ'তে পারলে পরকালে জান্নাত লাভ করা যাবে ইনশাআল্লাহ। এ সম্পর্কেই নিম্নোক্ত হাদীছ।-

আনাস বিন মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমরা একদিন রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে মসজিদে বসা ছিলাম। তিনি বললেন, এখনই এই গিরিপথ হ'তে তোমাদের নিকট একজন জান্নাতী ব্যক্তি আগমন করবে। অতঃপর একজন আনছার ছাহাবী আগমন করলেন, যার দাড়ি দিয়ে ওযূর পানি ঝরছিল এবং তিনি তার বাম হাতে জুতা জোড়া ঝুলিয়ে নিয়েছিলেন। তিনি সালাম দিলেন। যখন পরের দিন আসল তখন রাসূল (ছাঃ) পূর্বের দিনের ন্যায় বক্তব্য পেশ করলেন। ইতিমধ্যে লোকটি প্রথম বারের মতো আগমন করলেন। তৃতীয় দিনের আগমন ঘটলে রাসূল (ছাঃ) পূর্বের মত মন্তব্য পেশ করলেন। তখন ঐ লোকটি আগের অবস্থায় আগমন করলেন। অতঃপর নবী করীম (ছাঃ) যখন মসজিদ থেকে প্রস্থান করলেন, তখন আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আছ (রাঃ) ঐ ব্যক্তির পিছু নিলেন। তিনি বলেন, আমি আমার পিতার সাথে দ্বিমত পোষণ করে কসম করে বলেছি যে, আমি তিন দিন তার নিকটে প্রবেশ করব না। আপনি যদি আমাকে আপনার নিকটে আশ্রয় দেন এবং এভাবে তিন দিন চলে যায় তাহ'লে আমি সেটিই করব। তিনি বললেন, ঠিক আছে। আনাস (রাঃ) বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু আমর বর্ণনা করেন, তিনি তার সাথে তিন রাত্রি অতিবাহিত করলেন। কিন্তু তিনি তাকে রাতের কোন সময় জাগ্রত হয়ে ইবাদত করতে দেখলেন না। তবে তার যখনই ঘুম ভাঙ্গছিল বা বিছানায় পার্শ্ব পরিবর্তন করছিলেন, তখনই আল্লাহ্র যিকির করছিলেন এবং তাকবীর পাঠ করছিলেন।

[রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি রাতে ঘুম ভাঙ্গার সময় বলবে *'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়াহুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর, আল-হামদু লিল্লা-হি ওয়া সুবহা-নাল্লা-হি, ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়া আল্লাহু আকবার, ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ।* 'আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। তাঁরই রাজত্ব, তাঁরই প্রশংসা এবং তিনি হ'লেন সর্বশক্তিমান। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র, আল্লাহ পবিত্র, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, আল্লাহ মহান, নেই কোন ক্ষমতা, নেই কোন শক্তি আল্লাহ ছাড়া'। অতঃপর বলে, *রাব্বিগ ফিরলী।* হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও বা দো'আ করে তাহ'লে তার দো'আ কবুল করা হবে। যদি সে ওযূ করে ছালাত আদায় করে তবে তার ছালাত কবূল করা হবে' *(বুখারী হা/১১৫৪; মিশকাত হা/১২১৩)*। তিনি আরো বলেন, 'আল্লাহ প্রতি রাতের তৃতীয় প্রহরে নিম্ন আকাশে অবতরণ করেন এবং ফজর পর্যন্ত বান্দাদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, কে আছ আমাকে আহ্বানকারী, আমি তার আহ্বানে সাড়া দেব। কে আছ আমার কাছে চাইবে, আমি তাকে দান করব। কে আছ আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে, আমি তাকে ক্ষমা করব'। এভাবে বলতে থাকেন যতক্ষণ না ফজরের আলো স্পষ্ট হয়' *(বুখারী হা/১১১৫; মুসলিম হা/৭৫৮; মিশকাত হা/১২২৩)*]।

অবশেষে ফজরের আযান হ'লে ছালাতের জন্য জাগ্রত হ'লেন। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, আমি তাকে কেবল ভালো কিছু বলতে শুনতাম। যখন তিন রাত অতিবাহিত হয়ে গেল এবং আমি তার আমলসমূহকে প্রায় তুচ্ছ জ্ঞান করছিলাম, তখন তাকে বললাম, হে আল্লাহ্র বান্দা! আমি ও আমার পিতার মাঝে কোন রাগারাগি বা বিচ্ছেদ ছিল না। কিন্তু আমি রাসূল (ছাঃ)-কে তিনবার বলতে শুনেছি যে, এখন তোমাদের নিকট একজন জান্নাতী ব্যক্তি আগমন করবে। এরপর তিনবারই আপনি আগমন করলেন। তাই আমি ইচ্ছা করলাম যে, আপনার নিকটে অবস্থান করে আপনার আমল পর্যবেক্ষণ করব এবং আপনাকে অনুকরণ করব। কিন্তু আমি আপনাকে তেমন বেশী আমল করতে দেখলাম না। সুতরাং কোন আমল আপনাকে রাসূল (ছাঃ)-এর বাণীর মর্যাদায় পৌঁছে দিয়েছে। তিনি বললেন, তুমি যা দেখেছ তাই আমল করি। তিনি বলেন, যখন আমি তার নিকট হ'তে চলে যাচ্ছিলাম তখন তিনি আমাকে ডেকে বললেন, তুমি আমাকে যা করতে দেখেছ আমি এর বেশী কিছু করি না। তবে আমার হৃদয়ে মুসলমানদের কারো প্রতি বিদ্বেষ অনুভব করি না এবং আল্লাহ তা'আলা বিশেষভাবে কাউকে কিছু দান করলে আমি কারো প্রতি হিংসা পোষণ করি না। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলন, এই গুণই আপনাকে এই মর্যাদায় পৌঁছে দিয়েছে। আর এটিই আমরা করতে সক্ষম হই না *(আহমাদ হা/১২৭২০; মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/২০৫৫৯)*। ইরাক্বী, হায়ছামী ও শু'আইব আরনাঊত বলেন, এর সনদ ছহীহ' *(আহমাদ হা/১২৭২০; মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/১৩০৪৮; তাখরীজুল ইহইয়া হা/৩১৪৯)*। শায়খ আলবানী হাদীছটিকে প্রথমে ছহীহ *(যঈফাহ ১/২৫, ভূমিকা দ্রঃ)* বললেও পরে এর সনদ দোষমুক্ত নয় বলে মত পোষণ করেছেন' *(যঈফ তারগীব হা/১৭২৮, তারাজু'আতুল আলবানী হা/৪৮)*।

শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, এ থেকে বুঝা যায় তিনি সকল প্রকার হিংসা-বিদ্বেষ থেকে মুক্ত ও নিরাপদ ছিলেন। এজন্য আল্লাহ তা'আলা আনছারী ছাহাবীদের প্রশংসা করে বলেছেন, 'আর মুহাজিরদেরকে যা প্রদান করা হয়েছে, তার জন্য এরা তাদের অন্তরে কোন ঈর্ষা অনুভব করে না এবং নিজেদের অভাব থাকা সত্ত্বেও নিজেদের ওপর তাদেরকে অগ্রাধিকার দেয়। যাদের মনের কার্পণ্য থেকে রক্ষা করা হয়েছে, তারাই সফলকাম' *(হাশর ৫৯/১০)*। অর্থাৎ তাদের মুহাজির ভাইদেরকে যা দান করা হয়েছে, তা থেকে *(মাজমূ' ফাতাওয়া ১০/১১৮-১১৯)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা পরস্পরের ছিদ্রান্বেষণ করো না, হিংসা করো না, বিদ্বেষ করো না, চক্রান্ত করো না। তোমরা আল্লাহ্র বান্দা হিসাবে সকলে ভাই ভাই হয়ে যাও' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫০২৮)*। রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার জান্নাতের দরজাসমূহ খোলা হয় এবং এমন সব বান্দাকে মাফ করে দেওয়া হয়, যারা আল্লাহ্র সাথে কোন কিছুকে শরীক করে না। তবে ঐ ব্যক্তিকে ক্ষমা করা হয় না, যার মধ্যে ও তার কোন ভাইয়ের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ বিদ্যমান। তখন ফেরেশতাগণকে বলা হয়, এদেরকে পরস্পরে মীমাংসা করার জন্য সুযোগ দাও' *(মুসলিম হা/২৫৬৫; মিশকাত হা/৫০২৯)*। অতএব আসুন! হিংসা-বিদ্বেষ ত্যাগ করে পারস্পরিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করি। আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক দান করুন-আমীন!

** মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম*
নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

Contents

কবিতা

দৃঢ় প্রত্যয়ী সোনামণিরা

মুহাম্মাদ নুরুল ইসলাম প্রধান।

(১১ই সেপ্টেম্বর'১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় 'সোনামণি সম্মেলন' উপলক্ষ্যে রচিত এবং সম্মেলনে স্বকণ্ঠে আবৃত্ত)

আজকে আমরা অবশ্যই কচিকাঁচা, সবাই ছোট ছোট বাচ্চা,
কুরআনের আলোয় জীবন গড়ে আমরাই হবো মুসলমান সাচ্চা।
আখেরী নবীর বাতলানো পথে চলি মোরা সোজা-সাপ্টা,
মোদের দেহমনে লাগতে দেই না কোন তাগূতী ধোঁকা-ঝাপ্টা।

মোরা অহি-র বিধান মনে প্রাণে নিয়ে চলি ফিরক্বায়ে নাজিয়ার পথে,
মানব রচিত ভেজাল বিধান মানি না মোরা, সওয়ার হইনা শয়তানী রথে।
অহি-র বিধান শিখিয়েছে মোদেক এই দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী
নবী মুহাম্মাদের (ছাঃ) তরীকায় চলে জান্নাতে পেতে চাই আসন স্থায়ী।

আল্লাহ চাহেতো সফল আমরা হবোই ছহীহ সুন্নাহ্র পথে চলে,
কাফের-মুশরেক যা বলে বলুক সব দেই মোরা ছুঁড়ে ফেলে।
তোমরা যারা রয়েছ বড়রা, তোমাদের কাছে বলি,
তোমরা সৎ হয়ে আমাদেক শেখাও যেন সদা সৎপথে চলি।

তোমাদের কারণে সমাজ যদি হয় কলুষিত ঝঞ্ঝাময়
সে ঘুনেধরা সমাজ আমাদের পরে প্রভাব ফেলিবে নিশ্চয়।
তোমরা অগ্রজ, আদর্শ হয়ে তৌহীদের পথে থাকো অবিচল,
তবেই তো মোদের পথ হবে কুসুমাস্তীর্ণ বাধাহীন ছলচ্ছল।

এসো আজি মোরা অনুজে-অগ্রজে মিলে মিশে একদিল হয়ে
ছিরাতে মুস্তাক্বীমের পথে চলি কঠিন পদক্ষেপে, দৃঢ় প্রত্যয়ে।।

(আলোচনা ও অনুষ্ঠান- সিডি দ্রষ্টব্য)

আহ্বান

মুহাম্মাদ মাসঊদুর রহমান
তালা, সাতক্ষীরা।

হায়রে মানুষ নেই কিরে হুঁশ
করে যাচ্ছে অন্যায়
তোমার কঠিন এ পাষাণ মনে
জাগবে কবে ভয়?
তুমি তো শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির জ্যেষ্ঠ
আশরাফুল মাখলূকাত
করছ দুর্নীতি ঘটছে অবনতি
এভাবে কাটছে দিন-রাত।
নেই কোন একতা বিভক্তি ভিন্নতা
করে চলেছ যুলুম
পশু-পাখি ঘৃণা করে আনুগত্যে তাচ্ছিল্য করে
তোমার ভাঙবে কবে ঘুম?
দেশে নেই শান্তি অশান্তিতে নেই ক্লান্তি
হবে কি পরিণতি?
দলে দলে অবিচার বিরোধীদের অত্যাচার
কি ভয়াবহ রাজনীতি!
দলমত সব ছেড়ে এক আল্লাহ্র দিকে ফিরে
মানুষ হও আগুয়ান
হারানো মর্যাদা ফিরে পাবে সব মাথা
পাবে সেই মান।

ধর্ম, সমাজরীতির আড়ালে

এফ.এম. নাছরুল্লাহ হায়দার
কাঠিগ্রাম, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

ধর্ম, সমাজরীতির আঁড়ালে ওরা
সীমাহীন নিকৃষ্ট, মানবতা বিরোধী
দিবা-রাত্রির আঁধারে কত অন্যায় ওদের
সমুদ্রের স্রোতের মত ভেসে বেড়ায় বিশ্বজুড়ে
স্বাধীনতার নামে বা স্বাধীনতার মাঝে
সারা পৃথিবী আজ আতংকিত,
হায়েনার মত হিংস্র ক্ষমতাসীন মানুষগুলো
মযলূম জনতার উপর!
ফিলিস্তীনে শিশুর কান্না, মায়ের আহাজারি
আকাশ-বাতাস ঐ আর্তনাদে উঠেছে হয়ে ভারি।
পেট্রোল বোমা, ড্রোন ও বিমান হামলায়
মানুষ মারো তোমরা
পাইনি খুঁজে কোন ধর্মে এর সমর্থন,
মানুষ মেরে মানুষের শান্তিধারা
বৃথা শুধু চেষ্টাই হবে অকারণ।
কুরআন-বাইবেল বলেনি মানুষ হত্যা কর
বেদ-গীতাও করেনি এর সমর্থন,
ত্রিপিটক বলে আমিও চাই নাই
মানুষের এমন নিষ্ঠুর আচরণ!
তবে কেন তোমরা হয়ে আজ গোমরাহ
ঘুমন্ত মানুষকে করছ লাশ
ধর্মীয় অনুশাসন ভুলে তোমরা আজ
যারা পৃথিবীর করছ সর্বনাশ,
সন্ত্রাস করে চাও সন্ত্রাস দমন?
মানুষ না মেরে মানুষের জীবন বাঁচানোর
প্রচেষ্টা হবে সর্বাগ্রে,
সমঝোতা সন্ধি মুক্তি পাবে দ্বন্দ্বী
মানবের প্রতি ভালবাসা যদি থাকে
সবার আগে।

নতুন রবি

তরীকুল ইসলাম
সান্তাহার, আদমদিঘী, বগুড়া।

অন্ধকারের পর্দা ঠেলে
উঠল নতুন রবি
সত্য ন্যায়ের মশাল জ্বেলে
এলেন বিশ্বনবী।
কালো রাত্রির ভয়াল থাবায়
সবাই যখন শান্তিহীন
তখন আমার দ্বীনের নবী
আনলেন ফিরে মুক্ত দিন।
দ্বীন প্রচারে আসল অনেক
অত্যাচারীর ছোবল
সব কিছুতে শান্ত তিনি
দৃঢ় মনে অটল।
যার ছোয়াতে মুক্ত হ'ল
জ্বলল প্রদ্বীপ শিখা
সেই নামটি জগৎ জুড়ে
স্বর্ণ দিয়ে লিখা।

Contents

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ঈমান ও আক্বীদা বিষয়ক)-এর সঠিক উত্তর

১. মূসা (আঃ)-কে। যালেম বাদশাহ ফেরাঊনের কবল থেকে রক্ষার জন্য।
২. মূসা (আঃ)। ৩. তূর পাহাড়ে।
৪. মিসরের রাণীর অন্যায় আবদার প্রত্যাখ্যান করার কারণে।
৫. ইউসুফ (আঃ)-এর। তাঁর পিতা ইয়াকূব, দাদা ইসহাক (আঃ) ও পরদাদা ইবরাহীম (আঃ)।

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (বাংলাদেশ বিষয়ক)-এর সঠিক উত্তর

১. শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ ছিদ্দীকী। ২. বিবি তাহেরুন নেসা।
৩. লায়লা ছামাদ। ৪. বাংলা প্রেস (প্রতিষ্ঠাতা সুন্দর মিত্র)।
৫. কাসিম বাজারে। ৬. মাইকেল মধুসূদন দত্ত।
৭. মীর মোশাররফ হোসেন।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইসলাম)

১. কোন দিনকে আশূরার বলে?
২. মাহে রামাযানের পর সর্বোত্তম নফল ছিয়াম কোনটি?
৩. আশূরার ছিয়ামের ফযীলত কি?
৪. আশূরার ছিয়ামের নিয়ত কি হবে?
৫. আশূরার ছিয়াম কয়টি রাখা সুন্নাত?

সংগ্রহে : মুহাম্মাদ ইবরাহীম খলীল
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (বাংলা সাহিত্য)

১. কোন ছাহাবীকে রাসূল (ছাঃ) গোপন বিষয় জানাতেন?
২. কোন ছাহাবী নবী (ছাঃ)-এর ওহী লিখক ছিলেন এবং আত্মীয়তার দিক থেকে তার মালিক ছিলেন?
৩. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ৬৩ বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। ছাহাবীদের মধ্যে কে কে এই বয়সে মৃত্যু বরণ করেছিলেন?
৪. উম্মতে মুহাম্মাদীর মধ্যে সব চাইতে করুণাশীল ব্যক্তি কে ছিলেন?
৫. ফেরেশতাগণ কোন ছাহাবীর গোসল দিয়ে ছিলেন?

সংগ্রহে : ইবরাহীম খলীল
নওদাপাড়া, মাদরাসা, রাজশাহী।

সোনামণি কেন্দ্রীয় সম্মেলন ২০১৫

নওদাপাড়া, রাজশাহী ১১ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য সকাল ৯-টায় রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়াস্থ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্সের পূর্ব পার্শ্বস্থ ময়দানে 'সোনামণি কেন্দ্রীয় সম্মেলন ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ২০১৫' অনুষ্ঠিত হয়। 'সোনামণি' সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের** সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন গাইবান্ধা যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা, অবসরপ্রাপ্ত বি.সি.এস (সমবায়) কর্মকর্তা জনাব মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম প্রধান (৭৯)। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী যেলা শিশু একাডেমীর শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা মুহাম্মাদ মোশাররফ হোসাইন প্রধান ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় চিকিৎসাকেন্দ্রের উপ-প্রধান চিকিৎসক ডাঃ মুহাম্মাদ হেলালুদ্দীন।

সভাপতির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, স্রেফ সহযোগী সংগঠন হিসাবে নয়, বরং শিশু-কিশোরদের পরকালে মুক্তির পথ দেখানোর উদ্দেশ্যেই আমরা 'সোনামণি' সংগঠন করেছি। কেননা আমাদের সন্তান জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে থাকুক, এটা আমরা চাই না।

প্রধান অতিথি স্বীয় বক্তব্যে সংগঠনের উদ্যোগে শিশুদের গড়ে তোলার এরূপ সুন্দর উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং এ বিষয়ে সোনামণি সহ অবিভাবকদের এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানান। তিনি সোনামণিদের উদ্দেশ্যে স্বরচিত একটি কবিতা আবৃত্তি করেন *(কবিতার পাতা দ্রঃ)।*

সম্মেলনে উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'সোনামণি'র পৃষ্ঠপোষক ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়ার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুল খালেক সালাফী, 'সোনামণি' সংগঠনের প্রথম পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান, 'সোনামণি' রাজশাহী-উত্তর যেলা পরিচালক ডাঃ মুহাম্মাদ মুহসিন, জয়পুরহাট যেলা পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল মুন'ইম, কুষ্টিয়া-পূর্ব যেলা পরিচালক যিয়াউর রহমান প্রমুখ। সম্মেলনে 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি'র বিভিন্ন যেলা দায়িত্বশীলগণ ছাড়াও ১৩টি যেলার প্রায় সাত শতাধিক সোনামণি অংশগ্রহণ করে। সম্মেলনে সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন 'সোনামণি' মারকায এলাকার 'হাসনাহেনা' শাখার পরিচালক মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ।

সম্মেলনে কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০১৫-এর বিজয়ীদের হাতে মুহতারাম আমীরে জামা'আত, প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিবৃন্দ ক্রেস্ট ও পুরস্কার তুলে দেন। উল্লেখ্য যে, কেন্দ্রীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতায় ১০০ জন বালক ও ৬০ জন বালিকা সহ মোট ১৬০ জন সোনামণি অংশগ্রহণ করে। তন্মধ্যে ৩৩ জন বিজয়ী হয়। বিজয়ীদের বিশেষ পুরস্কার ও অন্যান্যদের উৎসাহ পুরস্কার দেওয়া হয়। নিম্নে বিজয়ীদের নাম উল্লেখ করা হল :

১. হিফযুল কুরআন (মাখরাজ সহ) ও হিফযুল হাদীছ (অর্থসহ) :

বালক গ্রুপ : ১ম : নো'মান (নাটোর), ২য় : ওমর ফারূক মুন্সী (কুমিল্লা), ৩য় : আল-আমীন শেখ (বাগেরহাট)।

বালিকা গ্রুপ : ১ম : হাফছা (বগুড়া), ২য় : তাসনীম তাবাসসুম (মেহেরপুর), ৩য় : সুমাইয়া (গাইবান্ধা)।

২. আক্বীদা ও দো'আ :

বালক গ্রুপ : ১ম : আব্দুল্লাহ আল-মামূন (রাজশাহী), ২য় : ওমর ফারূক মুন্সী (কুমিল্লা), ৩য় : শাকিল হাসান (বগুড়া)।

বালিকা গ্রুপ : ১ম : তাসনীম তাবাসসুম (মেহেরপুর), ২য় : তানযীলা (রাজশাহী), ৩য় : কুলছূম (মেহেরপুর)।

৩. সাধারণ জ্ঞান :

বালক গ্রুপ : ১ম : আবীর মুহাম্মাদ আরাফাত (বগুড়া), ২য় : আব্দুল্লাহ (বগুড়া), ৩য় : ফয়ছাল হোসাইন (জয়পুরহাট)।

বালিকা গ্রুপ : ১ম : সুমী কায়ছার (রাজশাহী), ২য় : উম্মে হাবীবা (গাযীপুর), ৩য় : কানীয রুখসানা (রাজশাহী)।

৪. জাগরণী :

বালক গ্রুপ : ১ম : আব্দুল হাসীব (গাইবান্ধা), ২য় : মনীরুল ইসলাম (জামালপুর), ৩য় : কবীর হোসাইন (গাইবান্ধা)।

বালিকা গ্রুপ : ১ম : তাসনীম (মেহেরপুর), ২য় : শরীফা (বগুড়া), ৩য় : মুসলিমা (গাইবান্ধা)।

৫. হস্তাক্ষর :

বালক গ্রুপ : ১ম : আব্দুল্লাহ আল-জাবির (রাজশাহী), ২য় : সাজ্জাদ হোসাইন (নাটোর), ৩য় : আব্দুর রহমান (বগুড়া)।

বালিকা গ্রুপ : ১ম : জেসমিন (বগুড়া), ২য় : সাদিয়া (দিনাজপুর), ৩য় : তাসনীম (মেহেরপুর)।

৬. আবৃত্তি (হাদীছের গল্প) :

বালক গ্রুপ : ১ম : কাওছার বিন আকরাম (রাজশাহী), ২য় : রায়হানুদ্দীন (দিনাজপুর), ৩য় : রাকীবুল হাসান শামীম (বগুড়া)।

৭. পরিচালকদের রচনা প্রতিযোগিতা :

১ম : আসাদুল্লাহ আল-গালিব (কুষ্টিয়া), ২য় : আনোয়ার শরীফ (রাজশাহী), ৩য় : আব্দুল কাদের (চাঁপাই নবাবগঞ্জ)।

Contents

স্বদেশ

গোপালগঞ্জ কারাগারের মাদকাসক্তরা ফিরছে সুস্থ জীবনে

গোপালগঞ্জ যেলা কারাগারের মাদকাসক্ত কয়েদীরা সুস্থ জীবনে ফিরছে। গত এপ্রিল'১৫ থেকে গোপালগঞ্জ যেলা কারাগারে মাদকাসক্ত ও অপরাধীকে সংশোধন করে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনার কার্যক্রম শুরু হয়। বিভিন্নভাবে কাউন্সেলিং করে সৎ ভাবে জীবিকা নির্বাহের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বন্দীদের অপরাধ জগৎ থেকে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে দেয়ার এ মহতী কার্যক্রম আরম্ভ করেন যেল সুপার দেব দুলাল কর্মকার। সুস্থ জীবনে ফিরে আসা ব্যক্তিরা জানিয়েছে, আমরা মাদক মামলায় যেলা কারাগারে আটক ছিলাম। আমরা কাজ শিখেছি। মাদকের কুফল সম্পর্কে জেনেছি। মাদক পরিহারের কৌশল শিখেছি। কারাগার থেকে বের হয়ে মাদক ছেড়ে দিয়েছি। এখন টেইলারিংসহ বিভিন্ন কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে সুখে-শান্তিতে বসবাস করছি। আরেকজন জানায়, আমাকে নতুন জীবন দিয়েছেন গোপালগঞ্জ যেলা কারাগারের যেল সুপার। তার কাছ থেকে প্রশিক্ষণ ও মাদকমুক্তির কাউন্সেলিং নিয়ে পরিবারের কাছে সুস্থ জীবনে ফিরেছি।

এ পর্যন্ত ১০০ বন্দীকে এ কার্যক্রমের আওতায় এনে কাউন্সেলিং ও প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। যেলার দেব দুলাল কর্মকার বলেন, সমাজ বদলাতে হ'লে ও মূল্যবোধের পরিবর্তনের জন্য অপরাধীদের সংশোধন করতে হবে। কেবল শাস্তি নয়, সংশোধনের সুযোগ দিতে হবে।

রাজশাহী পবা উপযেলা এসি ল্যাণ্ডের 'মাটির মায়া'

দালালের দৌরাত্ম্য, ঘুষের ছড়াছড়ি, সেবাপ্রার্থীর প্রতি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চরম অবহেলা, এক টেবিল থেকে আরেক টেবিল ঘোরা, দিনের পর দিন হয়রানি এই হ'ল সারা দেশে ভূমি অফিসগুলির সাধারণ চিত্র। রাজশাহীর পবা উপযেলা ভূমি অফিসও একসময় তা-ই ছিল। কিন্তু সবকিছু বদলে দিয়েছেন একজন শাহাদত হোসেন (৩৬)। কিশোরগঞ্জের অধিবাসী এই সহকারী কমিশনার (ভূমি) দু'বছর আগে রাজশাহীর এই কার্যালয়ে যোগ দেন। সবকিছু দেখে শুরু করেন সংস্কার।

এখন প্রধান ফটকের ডান দিকে একটি টিনশেড ঘর, নাম 'মাটির মায়া'। তাতে টেবিল নিয়ে বসে আছেন এসি ল্যাণ্ড স্বয়ং। সেবাপ্রার্থীরা প্রথমেই সরাসরি কথা বলছেন তার সাথে। তিনি শুনছেন, তাৎক্ষণিক পরামর্শ দিচ্ছেন অথবা নির্দিষ্ট কর্মচারীকে ডেকে কাজটা বুঝিয়ে দিচ্ছেন। দেখে মনে হবে, চিকিৎসক চেম্বারে রোগী দেখছেন ও ব্যবস্থাপত্র দিচ্ছেন।

চত্বরে বোর্ডে বিভিন্ন ফি সমূহ এবং জমি সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজের নিয়ম-কানুন লেখা রয়েছে। একদিকে হেলপ ডেস্ক থেকে তথ্য সহায়তা দেওয়া হয়। কার্যালয়ের প্রত্যেক কক্ষের ওপরে কর্মচারীর নাম ও কার কাছে কোন সেবা পাওয়া যাবে তা লেখা। প্রতিটি কক্ষে ছোট সাদা বোর্ডে কর্মচারীদের প্রতিদিনের কাজ লেখা। দিন শেষে এসি ল্যান্ড সেগুলো ধরে মূল্যায়ন করেন। একটি বড় ডিসপ্লে বোর্ডে কোন ধরনের মামলার শুনানি কোন দিন, তা লেখা আছে।

আগে যেকোন নথি খুঁজতে দিন পরে হয়ে যেত। বর্তমানে দেড় লাখের মত নথি এমনভাবে সাজানো হয়েছে যে যেকোন নথি এক মিনিটের মধ্যে খুঁজে পাওয়া সম্ভব। মামলার শুনানির তারিখ বাদী ও বিবাদীকে মোবাইল এসএমএস-এর মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বিভিন্ন মামলার সর্বশেষ অবস্থাও ওয়েবসাইট থেকে জানা যাবে। ফেসবুক পেজেও এসি ল্যাণ্ডের কাছে যেকোনো সমস্যা জানানো যাবে।

রাজশাহী বিভাগীয় কমিশনার হেলালুদ্দীন আহমাদ বলেন, এটি শাহাদত হোসেনের একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ। এই মডেলটাকে তিনি রাজশাহী বিভাগের সব উপযেলায় চালু করার উদ্যোগ নিয়েছেন। তবে শাহাদত হোসাইন বলেন, বিভাগীয় কমিশনার স্যারের অনুপ্রেরণাতেই তিনি একাজ শুরু করেছেন।

[অসংখ্য ধন্যবাদ উক্ত জেলারকে এবং প্রাণভরা দো'আ তরুণ এসি ল্যাণ্ডের জন্য। পরকালীন মুক্তির প্রেরণা নিয়ে যেন তারা এরূপ জনসেবায় উদ্বুদ্ধ হৌন এবং জাতির জন্য আদর্শ হৌন- এই দো'আ করি (স.স.)]

বিদেশ

রাশিয়ায় সুবিশাল মসজিদের উদ্বোধন করলেন পুতিন

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন গত ২৩শে সেপ্টেম্বর মস্কোয় সুবিশাল একটি মসজিদের উদ্বোধন করেছেন। সম্পূর্ণ বেসরকারী অর্থায়নে মসজিদটি নির্মিত হয়েছে। মসজিদটিতে একত্রে ১০ হাযার মুছল্লী ছালাত আদায় করতে পারবেন। মসজিদটি মস্কোর ক্যাথেড্রল মস্ক ও জুম'আ মসজিদ নামেও পরিচিত। ১০০ বছরের পুরনো এই মসজিদটি ভেঙ্গে ২০ গুণ বড় আকারে নির্মাণ করা হয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোগান, ফিলিস্তীনের প্রেসিডেন্ট মাহমূদ আব্বাস, কাজাখস্তানের প্রেসিডেন্ট নূর সুলতান নাজারবায়েভ, রাশিয়ায় নিযুক্ত বিভিন্ন মুসলিম দেশের রাষ্ট্রদূতগণ, বিশ্বের খ্যাতিমান ইসলামী স্কলার ও রাশিয়ার ঊর্ধ্বতন সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তা থেকে শুরু করে সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

রাশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্ম হ'ল ইসলাম। কিন্তু রাজধানী মস্কোতে বসবাসরত প্রায় ২০ লাখ মুসলমানের জন্য মসজিদ রয়েছে মাত্র ছয়টি। তারা আরও নতুন মসজিদ নির্মাণের আবেদন করলে শহরবাসীর বিরোধিতার মুখে পড়েন। অতঃপর পুরানো মসজিদ ভেঙ্গে বৃহৎ আকারে মসজিদ নির্মাণের অনুমতি দেওয়া হয়।

উল্লেখ্য, ১৯১৭ সালে বলশেভিক বিপ্লবের পর সোভিয়েত রাশিয়ায় ধর্মকে পরিত্যাগ করা হয়। বিপ্লবের নায়কদের দৃষ্টিতে ধর্ম ছিল জনগণের জন্য আফিম সদৃশ। নাস্তিক্যবাদী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে ৬০ লক্ষাধিক মুসলমানকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। ধর্ম নিষিদ্ধ করা হয়। পবিত্র কুরআন কারো কাছে পাওয়া গেলে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হ'ত। কিন্তু মাত্র ৭০ বছরের মাথায় সেখানে সমাজতন্ত্র ব্যর্থ ও বিলুপ্ত হয়ে যায়। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে ৬টি মুসলিম রাষ্ট্রসহ অন্যান্য রাষ্ট্রগুলো স্বাধীন হয়ে যায়। রাশিয়ায় ধর্মীয় স্বাধীনতার সুযোগ দিন দিন বাড়তে থাকে। এ সুযোগে মুসলমানরা জেগে উঠতে শুরু করে। বর্তমানে সেখানে মুসলমানের সংখ্যা বিস্ময়কর হারে বাড়ছে।

উল্লেখ্য, ৮৩ হিজরীতে এই ভূখণ্ড মুসলিম শাসনের আওতায় আনেন উমাইয়া শাসনামলের মুসলিম সেনাপতি কুতায়বা বিন মুসলিম। এ ভূখণ্ডে জন্মগ্রহণ করেছেন ইমাম বুখারী, ইমাম তিরমিযী, ইমাম আবুদাউদ (রহঃ) সহ অসংখ্য মনীষী।

(অস্ত্রের জোরে ইসলামের মূলোৎপাটন যে কখনোই সম্ভব নয় সোভিয়েত ইউনিয়ন তার জ্বলন্ত প্রমাণ। নাস্তিক্যবাদী ঝড়ে কোটি মুসলমানের জীবন গেলেও ইসলামকে নিভিয়ে দেওয়া যায়নি। ফালিল্লাহিল হামদ (স.স.)]

গরু কারো মা হ'তে পারে না

-ভারতের বিচারপতি (অবঃ) কাটজু

ভারতীয় প্রেস কাউন্সিলের সাবেক প্রেসিডেন্ট এবং সুপ্রীম কোর্টের সাবেক বিচারপতি মার্কেণ্ডে কাটজু বলেছেন, গরু একটি প্রাণী মাত্র। আর কোন প্রাণী কখন মানুষের মা হ'তে পারে না। সম্প্রতি গরুর গোশত খাওয়ার অভিযোগে উত্তর প্রদেশের দাদরিতে মুহাম্মাদ আখলাক নামে এক মুসলিম বৃদ্ধকে নির্মমভাবে পিটিয়ে হত্যার নিন্দা জানিয়ে তিনি এ মন্তব্য করেন। কাটজু বলেন, গোটা বিশ্বের মানুষ গরুর গোশত খায়। শুধু আমাদের দেশেই এটা নিয়ে বিতর্ক হয়। আমি নিজে গরুর গোশত খাই। কই আমার তো কোনও ক্ষতি হয়নি। গরুর গোশত খেলে কেউ খারাপ হয়ে যায় না। আমি ভবিষ্যতেও গরুর গোশত খাব। তিনি বলেন, সবচেয়ে বড় দুঃখের ঘটনা হ'ল কেবল গুজবের জন্যই ঐ বৃদ্ধকে পিটিয়ে

Contents

মারা হয়। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া উচিত। উল্লেখ্য, বহু হিন্দু গরুকে মায়ের দৃষ্টিতে দেখে থাকে। যদিও কথিত এই মাকে তার নিজের ঘরে স্থান না দিয়ে গোয়াল ঘরেই রাখে।

তবে এরূপ নিষ্ঠুরতার পরও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার দাবী জানিয়ে নিহত আখলাকের ছেলে মুহাম্মাদ সরতাজ এখন ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছেন। পিতার নির্মম মৃত্যু এবং ভাই মারাত্মকভাবে আহত হওয়া সত্ত্বেও তিনি সংবাদমাধ্যমের সাক্ষাৎকারে কোন তিক্ততার প্রকাশ না ঘটিয়ে বরং দেশজুড়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও শান্তি বজায় রাখার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আমাদের আদর্শ কখনও পরস্পরের সঙ্গে শত্রুতার শিক্ষা দেয় না। উল্লেখ্য, গত সপ্তাহে একটি স্থানীয় মন্দিরে ঘোষণা করা হয়, আখলাকের পরিবার গরুর গোশত খেয়েছে। এরপরই আখলাকের বাড়িতে হানা দিয়ে তাকে টানতে টানতে বের করে নিয়ে যায় প্রায় ২০০ জন বিক্ষুব্ধ জনতা। এরপর পিটিয়ে খুন করা হয় আখলাককে।

[যারা মেরেছে তারা গরুর চাইতে অধম। যাদের কাছে মানুষের চাইতে গরুর মূল্য বেশী, তারা মানুষ নামের অযোগ্য। আমরা ওদের ঘৃণা করি। ভারতের মোদি সরকার গরু সরকার না হয়ে মানুষ সরকার হবেন, এটাই আমরা কামনা করি (স.স.)]

মুসলিম জাহান

সিরিয়া সংঘাত ধর্মীয় যুদ্ধের সূচনা করতে পারে

-ফরাসী পররাষ্ট্রমন্ত্রী

ফ্রান্সের পররাষ্ট্রমন্ত্রী লরাঁ ফেবিয়াস গত ৫ই অক্টোবর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেছেন, সিরিয়ার যুদ্ধ ব্যাপকভিত্তিক ধর্মীয় যুদ্ধের সূচনা করতে পারে। তিনি বলেন, একটি গৃহযুদ্ধ যেখানে রাশিয়া, ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মতো আন্তর্জাতিক শক্তির সম্পৃক্ততায় আঞ্চলিক যুদ্ধে পরিণত হয়েছে, সেখানে ধর্মীয় যুদ্ধের হুমকি থেকেই যায়। এই যুদ্ধে যদি এক পক্ষ শী'আদের সমর্থন করে এবং অন্য পক্ষ সুন্নীদের সমর্থন দেয়, তাহ'লে তা ধর্মীয় যুদ্ধের মতো মারাত্মক পরিণতি বয়ে আনতে পারে। যেমন দেশটিতে আসাদের পেছনে রয়েছে শী'আ অধ্যুষিত শক্তিশালী দেশ ইরান ও লেবাননভিত্তিক হিযবুল্লাহ। অন্যদিকে সঊদী আরব ও কাতারের মতো সুন্নী রাষ্ট্রসমূহ আসাদের বিরোধিতা করে ইসলামপন্থী যোদ্ধাদের সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। তারা মার্কিন নেতৃত্বাধীন জোটের সঙ্গে একত্রে আসাদের বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়ছে।

[উক্ত বক্তব্যের সঙ্গে আমরাও একমত। অতএব নেতাদের উচিত হবে সর্বাগ্রে মানুষ হত্যার উন্মাদনা থামানো। আদর্শকে আদর্শ দিয়ে মোকাবিলা করুন। অস্ত্র দিয়ে নয় (স.স.)]

জাতিসংঘে ফিলিস্তীনী পতাকা উত্তোলন

নিউইয়র্কস্থ জাতিসংঘের সদর দফতরে গত ৩০শে সেপ্টেম্বর প্রথমবারের মত ফিলিস্তীনী পতাকা উড়ানো হয়েছে। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭০তম অধিবেশনে ফিলিস্তীনী পতাকা উড়ানো অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দেশটির প্রেসিডেন্ট মাহমূদ আব্বাস। এদিন বেলা ১-টায় বিভিন্ন দেশের কূটনীতিকদের সামনে এ পতাকা উত্তোলন করা হয়। পতাকা উত্তোলনকালে দেয়া বক্তব্যে মাহমূদ আব্বাস ফিলিস্তীনকে রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি দিতে বিশ্ববাসীর কাছে আবেদন জানান। ২০১২ সালে জাতিসংঘ ফিলিস্তীনকে পর্যবেক্ষক রাষ্ট্র হিসাবে মর্যাদা দেওয়ার পর এবার পতাকা উত্তোলনের সুযোগ দিল সংস্থাটি। তবে এ ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে ইসরাঈল ও তার অন্ধ সমর্থক যুক্তরাষ্ট্র সহ ছয়টি রাষ্ট্র।

পবিত্র হজ্জ ১৪৩৬ সম্পন্ন

ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হোন

-হজ্জের খুৎবায় সঊদী গ্র্যাণ্ড মুফতী

হজ্জব্রত পালনের জন্য পবিত্র মক্কা নগরীর অদূরে আরাফার ময়দানে অবস্থানের মধ্য দিয়ে গত ২৩শে সেপ্টেম্বর ২০১৫ মোতাবেক ৯ই যিলহজ্জ ১৪৩৬ হিজরী বুধবার পবিত্র হজ্জ পালন করেছেন গোটা বিশ্ব থেকে আগত ২০ লক্ষাধিক মুসলমান।

হজ্জের খুৎবায় সঊদী আরবের মহামান্য গ্র্যাণ্ড মুফতী শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ আলে শায়েখ (৭৫) মুসলিম উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার এবং ইসলাম বিরোধী শক্তির ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান। এবারের খুৎবার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল সঊদী রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য, শী'আ হাওছী, বায়তুল মুক্বাদ্দাস ও সিরীয় শরণার্থী প্রসঙ্গ। তিনি বলেন, ইসলাম সত্য ধর্ম। এছাড়া কোন সত্য ধর্ম নেই। মহান আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্র নিকট একমাত্র মনোনীত দ্বীন হ'ল ইসলাম' *(আলে ইমরান ৩/১৯)*। তিনি আরো বলেন, 'যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন তালাশ করবে, কখনোই তা গ্রহণ করা হবে না' *(আলে ইমরান ৩/৮৫)*। ইসলাম বিরোধীদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে তিনি বলেন, ইসলামের শত্রুরা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে এবং ইসলামের উপর আপতিত বিপদের সুযোগের অপেক্ষায় রয়েছে। যাতে তারা মুসলিম উম্মাহকে ও তার অস্তিত্বকে সমূলে ধ্বংস করে দিতে পারে। এদের মধ্যে কিছু আছে বাইরের শত্রু এবং কিছু আছে এমন শত্রু যারা ইসলামের বিরুদ্ধে সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। এরা মিথ্যা ও প্রতারণাবশতঃ ইসলামের পোষাক পরিধান করে এবং মুসলিম উম্মাহ্র প্রতিরক্ষার জিগির তোলে। এরা মুসলিম উম্মাহ্র অকল্যাণ, ধ্বংস ও অনৈক্য বৈ কিছুই কামনা করে না।

খুৎবার শেষ দিকে তিনি দুই পবিত্র মসজিদের খাদেম বাদশাহ সালমান বিন আব্দুল আযীযের জন্য দো'আ করেন এবং মক্কায় ক্রেন দুর্ঘটনায় নিহতদের রূহের মাগফিরাত কামনা করেন। তিনি সকলের জন্য হজ্জ যেন কবুল হয় আল্লাহ্র নিকট সেই প্রার্থনা করেন।

তিনি মুসলিম বিশ্বকে মুসলমান নামধারী সন্ত্রাসীদের ব্যাপারে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়ে বলেন, আমাদের মধ্যে এমন কিছু নিকৃষ্ট মানুষ গজিয়ে উঠেছে যারা তাদের চারিত্রিক অবক্ষয় ও বুদ্ধির চপলতার দ্বারা সুপরিচিত। এরা মুসলমানদের জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং মুসলমানদেরকে কাফের আখ্যায়িত করে আত্মঘাতী হামলার মাধ্যমে তাদের রক্তকে হালাল করে নিয়েছে। তারা নিরাপদ ব্যক্তিদের মসজিদ সমূহকে ধ্বংস করেছে এবং তাদের বাজে কথা ও মন্দ যুক্তিকে মিথ্যা ও অন্যায়ভাবে ইসলামের দিকে সম্পৃক্ত করেছে। অথচ আল্লাহ ভাল করেই জানেন যে, এরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। এর মাধ্যমে তারা মুসলিম উম্মাহ্র পশ্চাৎপদতা কামনা করে। তিনি এই সন্ত্রাসী পথভ্রষ্ট জঙ্গী গোষ্ঠীর স্বরূপ মুসলিম উম্মাহ্র কাছে তুলে ধরার আহ্বান জানান। কেননা মুসলিম সমাজে এদের উপস্থিতি বিশাল ক্ষতিকর।

তিনি ইয়েমেনের শী'আ হাওছীদের সম্পর্কে বলেন, হাওছী একটি পাপী-অপরাধী ও অত্যাচারী গোষ্ঠী। এরা জঘন্য চিন্তা লালন করে। তারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণকে গালি-গালাজ করে এবং তাদেরকে কাফের আখ্যায়িত করে। বিশেষতঃ আবুবকর, ওমর ও ওছমান (রাঃ)-কে। তারা তাদের মিম্বরে, বক্তব্যের মঞ্চে ও সভা-সমিতিতে ছাহাবীগণকে গালিগালাজ করে, তাদের প্রতি লা'নত করে এবং তাদের সম্পর্কে এমন মিথ্যা ও অপবাদমূলক কথা

Contents

বলে, যে সম্পর্কে আল্লাহই সম্যক অবগত। তারা আয়েশা (রাঃ) সম্পর্কে জঘন্য মিথ্যাচার করে। তিনি আরো বলেন, হাওছী গোষ্ঠী আক্বীদাগতভাবে একটি পথভ্রষ্ট ও নিকৃষ্ট গোষ্ঠী। এরা ইসলামের দেশে ইসলামের শত্রুদেরকে সুবিধা প্রদানের জন্য বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে। এরা (হাওছী) তাদের প্রতিবেশীদের হুমকি দিচ্ছে।

বায়তুল মুক্বাদ্দাস প্রসঙ্গে তিনি বলেন, মাসজিদুল আক্বছা মসজিদে আকছা আজকে আল্লাহ্র কাছে অতঃপর মুসলিম উম্মাহ্র কাছে ইহূদীদের দ্বারা তাকে অপবিত্র করা, মুছল্লীদেরকে মসজিদ থেকে বের করে দেয়া এবং তাদেরকে কষ্ট দেয়ার অভিযোগ করছে। যখন মানুষেরা তাদের নিজেদেরকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে এবং মুসলমানেরা তাদের ভুল-ত্রুটিতে নিমগ্ন রয়েছে ঠিক এই সময়টাকে ইহূদীরা বায়তুল মুক্বাদ্দাসকে বিভক্ত করা, তার মর্যাদাহানি করা এবং তাকে জ্বালিয়ে দেয়ার সুযোগ গ্রহণ করেছে। সুতরাং হে আল্লাহ্র বান্দারা! তোমরা সতর্ক হও।

তিনি যুবকদেরকে আল্লাহকে ভয় করার এবং বোমা বিস্ফোরণের মতো সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে না পড়ার উদাত্ত আহ্বান জানান। কারণ তারাই মুসলিম উম্মাহ্র ভিত্তি, শক্তি ও ডান হাত। তিনি তাদেরকে শত্রুদের পাতানো ফাঁদে পা না দিয়ে বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে চিন্তা করার এবং মুসলমানদের জামা'আতকে আঁকড়ে ধরার আহ্বান জানান। যুবকদের উদ্দেশ্যে তিনি আরো বলেন, আল্লাহ তোমাদেরকে ইলম ও শরী'আতের দায়িত্ব দিয়েছেন। এই ইলম প্রচার-প্রসারের দায়িত্ব তোমাদের স্কন্ধে অর্পিত হয়েছে। কাজেই তোমরা সত্য কথা বল এবং সত্যের পথিক হও।

তিনি মুসলিম নেতৃবৃন্দকে আল্লাহকে ভয় করার এবং ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে সকল প্রকার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, আমরা ইখলাছ, সত্যবাদিতা ও সদাচারের মুখাপেক্ষী। আপনাদের শত্রুরা পরিকল্পনা করছে, সংগঠিত হচ্ছে এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। অথচ আপনারা তাদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে উদাসীন রয়েছেন। আপনারা আল্লাহকে ভয় করুন এবং ঐক্যবদ্ধ হৌন। আর জেনে রাখুন যে, যে কোন মুসলিম দেশের উপর আপতিত বিপদ সকল মুসলিম দেশের বিপদ হিসাবে পরিগণিত।

সিরীয় শরণার্থীদের সাথে সকল মুসলমানের অন্তর জড়িয়ে রয়েছে বলে তিনি তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন। আল্লাহ যেন তাদেরকে নিরাপদে তাদের দেশে ফিরিয়ে আনেন সে দো'আও তিনি করেন। তিনি তাদেরকে ধৈর্য ধারণ করার এবং আল্লাহ্র কাছে প্রতিদান কামনার আহ্বান জানান।

[এবারের হজ্জের খুৎবা বাংলাদেশের অধিকাংশ জাতীয় পত্রিকায় যথার্থভাবে উপস্থাপিত হয়নি। তিনি যা বলেননি, তা তাঁর নামে বলা হয়েছে। যা অত্যন্ত দুঃখজনক (স.স.)]

হজ্জের অন্যান্য রিপোর্ট :

মোট হাজীর সংখ্যা : এ বছর মোট হাজীর সংখ্যা ছিল ১৯ লাখ ৫২ হাযার ৮১৭ জন। তন্মধ্যে ১৩ লাখ ৮৪ হাযার ৯৪১ জন বিদেশী এবং ৫ লাখ ৬৭ হাযার ৮৭৬ জন সঊদী আরবের নাগরিক। এছাড়া এবারই প্রথম সবচেয়ে বেশী সংখ্যক ১ লাখ ৩৬ হাযার হাজী ভারত থেকে হজ্জ পালন করেছেন। সঊদী নিরাপত্তা কর্তৃপক্ষ এবছর বিনা অনুমতিতে হজ্জ করতে আসা প্রায় ৩ লাখ ৫৮ হাযার ৭৫৬ জনকে প্রতিরোধ করেছে।

মক্কা ট্রাজেডী : এ বছরের হজ্জ নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয়েছে। হজ্জের ১৩দিন পূর্বে ১১ই সেপ্টেম্বর মক্কাস্থ মসজিদুল হারামের সম্প্রসারণ কাজে ব্যবহৃত ক্রেন ভেঙ্গে পড়লে একজন বাংলাদেশীসহ ১০৭ জন নিহত ও ২৩৮ জন আহত হন। এসময় মক্কায় প্রচণ্ড বালু ঝড়, বজ্রপাত ও ঝড়-বৃষ্টি হয়। যার ফলে এ দুর্ঘটনা ঘটে বলে দাবী করেছেন কর্তৃপক্ষ।

মিনা ট্রাজেডী : হজ্জের পরদিন ২৪ সেপ্টেম্বর জামারায় পাথর মারতে যাওয়ার পথে মিনায় বহু সংখ্যক হাজী পাদপিষ্ট হয়ে মারা গেছেন। সরকারী হিসাব অনুযায়ী ৭৬৯ জন নিহত এবং ৯৩৪ জন হাজী আহত হয়েছেন। তবে বিভিন্ন গণমাধ্যমের হিসাব অনুযায়ী তা সহস্রাধিক। এছাড়া নিখোঁজ রয়েছেন আরো সহস্রাধিক। সবচেয়ে বেশী নিহত হয়েছেন ইরানের হাজীগণ (৪৬৪)। বাংলাদেশের নিহত হাজীর সংখ্যা এ পর্যন্ত (১৬ই অক্টোবর) ৯৩ জন এবং নিখোঁজ রয়েছেন ৮০ জন। বিভিন্ন সূত্রে ব্যবস্থাপনাগত ত্রুটিকে এ ঘটনার জন্য দায়ী করা হ'লেও সরকারীভাবে এ পর্যন্ত কোন ব্যাখ্যা প্রকাশ করা হয়নি। গত পঁচিশ বছরের মধ্যে হজ্জ পালনের সময় এবারই সবচেয়ে বেশী মৃত্যুর ঘটনা ঘটল।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

রাঁধুনী যখন রোবট!

চীনের হেইলংজিয়াং প্রদেশের নর্থইস্ট ফরেস্ট্রি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যান্টিনে রাঁধুনী হিসাবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে দু'টি রোবটকে। সেই রোবট রাঁধুনীরা এতটাই দক্ষ যে, ৪ থেকে ৫ মিনিটের মধ্যে কয়েকশ' জনের রান্না করে ফেলছে অনায়াসে। ক্যান্টিনের ম্যানেজার ইয়েনচেন সম্প্রতি তাদের নিয়োগ করেছেন রাঁধুনী হিসাবে। তারপর থেকেই ইউনিভার্সিটির ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষকদের নিত্যনতুন রান্না করে খাওয়াচ্ছে দুই রোবট। সে রান্না সুস্বাদু তো বটেই, কয়েকশ' লোকের রান্না করতে রোবট দু'টির সময় লাগছে মাত্র ৫ মিনিট। ইয়েনচেন জানাচ্ছেন, রোবট দু'টি দু'হাযারের বেশি রেসিপি জানে। দক্ষ রাঁধুনী তারা। কোন রান্নায় কতটা তেল-মশলা লাগবে, কতক্ষণ আঁচে রাখতে হবে, সে সব বিষয়ে খুবই সচেতন। এমনকি রান্নার জ্বালানীও প্রায় ৫০ শতাংশ সাশ্রয় করছে এরা।

[হ্যাঁ, এভাবে মানুষ ক্রমেই যান্ত্রিক হয়ে যাচ্ছে। হৃদয়ের ছোঁয়া সেখান থেকে বিদায় নিচ্ছে। যা মানবতার জন্য অশনি সংকেত। অতএব প্রযুক্তিকে কাজে লাগাও। কিন্তু প্রযুক্তির গোলাম হয়ো না (স.স.)]

যে দেশে অধিবাসীদের চেয়ে পর্যটকের সংখ্যা বেশী

বাংলাদেশের একটি থানা সদৃশ বিশ্বের পঞ্চম ক্ষুদ্র রাষ্ট্র ২৩ বর্গমাইল আয়তনের দেশ সান ম্যারিনো। যেখানে প্রায়ই জনসংখ্যার চেয়ে পর্যটকের সংখ্যা বেশী থাকে। দেশটির চার দিকেই উত্তর-দক্ষিণ সাপের মতো পেঁচানো দেশ ইতালী। ইউরোপের অন্যতম বৃহৎ দেশটি তার পেটের ভেতরে আগলে রেখেছে ক্ষুদ্র সান ম্যারিনোকে। ছোট্ট দেশটির প্রকৃতি নয়নাভিরাম। পাহাড়ের সারির সাথে তাল মেলানো সবুজের সমারোহ অপরূপ সাজে সাজিয়েছে দেশটিকে। মাউন্ট টিটানোর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ থেকে পুরো দেশটিকেই দেখা যায়। মাত্র ৩১ হাযার জনসংখ্যার এ দেশটিতে বছরে গড়ে পর্যটক আসে ৩৩ লাখ। প্রতিদিন মোট জনসংখ্যার চেয়ে বেশিসংখ্যক পর্যটকের উপস্থিতি এখানকার সাধারণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে। অদ্ভুত রহস্যে ভরা ছোট্ট এ দেশটিতে সবুজের সমারোহের সাথে তাল মেলানো পাহাড়ের সারি। এরই মধ্যে দিয়ে চলে গেছে তীরের মতো সোজা রাস্তা। দেশটির আবহাওয়া গ্রীষ্মকালে বেশি গরম নয়। অন্য দিকে শীতকালে কনকনে শীতও থাকে না। আশির দশকের আগে দেশটি ইউরোপের রুগ্ন অর্থনীতির অন্তর্ভুক্ত ছিল। পর্যটনকে ঘিরে সান ম্যারিনোতে ব্যাপক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটে। এখন এর মাথাপিছু আয় ইতালীর মাথাপিছু আয়ের সমান।

Contents

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

দেশব্যাপী যেলা কমিটি সমূহ পুনর্গঠন

গত ২৮শে আগষ্ট শুক্রবার 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর ২০১৫-২০১৭ সেশনের মজলিসে আমেলা ও মজলিসে শূরা পুনর্গঠন ও যেলা সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের মনোনয়নের পর গঠনতন্ত্রের ৮(৪-খ) ধারা অনুযায়ী দেশব্যাপী পূর্ণাঙ্গ যেলা কমিটি গঠনের কাজ ধারাবাহিকভাবে চলছে। ইতিমধ্যে গঠনকৃত যেলা সমূহের সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট নিম্নে পেশ করা হ'ল।-

১. সাতক্ষীরা ৪ঠা সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০-টায় দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ জামে মসজিদ, বাঁকাল, সাতক্ষীরায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সাতক্ষীরা যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় আমীরে জামা'আতের প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। সভা শেষে মাওলানা আব্দুল মান্নানকে সভাপতি ও মাওলানা আলতাফ হোসাইনকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

২. রাজশাহী-পূর্ব ৪ঠা সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর দারুল ইমারত মারকাযী জামে মসজিদের দ্বিতীয় তলায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. ইদরীস আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম। সভা শেষে ডা. ইদরীস আলীকে সভাপতি ও মাস্টার সিরাজুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৩. চুয়াডাঙ্গা ৫ই সেপ্টেম্বর শনিবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার দামুড়হুদা থানাধীন জয়রামপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' চুয়াডাঙ্গা যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। সভা শেষে মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমানকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ ক্বামারুয্যামানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৪. ঝিনাইদহ ৬ই সেপ্টেম্বর রবিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার সদর থানাধীন ডাকবাংলা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ঝিনাইদহ যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাস্টার ইয়াকূব হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। সভা শেষে মাস্টার ইয়াকূব হোসাইনকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ রবীউল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৫. কুষ্টিয়া-পূর্ব ৬ই সেপ্টেম্বর রবিবার : অদ্য বাদ আছর শহরের ১০০, ঝিনাইদহ রোডস্থ রিযিয়া সা'দ ইসলামিক সেন্টার মিলনায়তনে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কুষ্টিয়া-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাস্টার হাশীমুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও অর্থ সম্পাদক জনাব বাহারুল ইসলাম। সভা শেষে মাস্টার হাশীমুদ্দীনকে সভাপতি ও শেখ আমীনুদ্দীনকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'আন্দোলন'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৬. রাজশাহী-পশ্চিম ১১ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর দারুল ইমারত মারকাযী জামে মসজিদের দ্বিতীয় তলায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজশাহী-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক দুর্রুল হুদার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন' -এর কেন্দ্রীয় দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম। সভা শেষে অধ্যাপক দুর্রুল হুদাকে সভাপতি ও অধ্যাপক তোফাযযল হোসাইনকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৭. রাজবাড়ী ১৭ই সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য বিকাল ৩-টায় যেলার পাংশা থানাধীন মৈশালা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজবাড়ী যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মকবুল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম। সভা শেষে মাওলানা মকবূল হোসাইনকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ ইউসুফ আলী খানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৮. দিনাজপুর-পশ্চিম, ১৭ই সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার লালবাগ জাগরণ রিসোর্স সেন্টারে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' দিনাজপুর-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার

Contents

উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব আজমামুল হক-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। সভা শেষে জনাব আজমামুল হককে সভাপতি ও মুহাম্মাদ মুমিনুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৯. পঞ্চগড় ১৮ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য সকাল ৮-টায় যেলার সদর থানাধীন ফুলতলা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' পঞ্চগড় যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সভাপতি মাওলানা আব্দুল আহাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। সভা শেষে জনাব আব্দুন নূর খাঁনকে সভাপতি ও জনাব আব্দুর রাযযাককে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'আন্দোলন'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

১০. নওগাঁ-পূর্ব, ১৯শে সেপ্টেম্বর শনিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার মান্দা থানাধীন পাঁজরভাঙ্গা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নওগাঁ যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আফযাল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম ও 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলয়াস। অনুষ্ঠানে নওগাঁ যেলাকে পূর্ব ও পশ্চিম দুই ভাগে ভাগ করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। অতঃপর মাওলানা আব্দুস সাত্তারকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ শহীদুল আলমকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট নওগাঁ-পূর্ব যেলা 'আন্দোলন'-এর কমিটি গঠন করা হয়। অতঃপর আগামী ৬ই অক্টোবর নওগাঁ-পশ্চিম যেলা গঠনের তারিখ নির্ধারণ করা হয়।

১১. চাঁপাই নবাবগঞ্জ-দক্ষিণ ২৯শে সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার শিবগঞ্জ থানাধীন বিশ্বনাথপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' চাঁপাই নবাবগঞ্জ-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব ইসমাঈল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল লতীফ, দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম ও রাজশাহী মহানগর 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মুবীনুল ইসলাম। সভা শেষে মুহাম্মাদ ইসমাঈল হোসাইনকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

১২. চাঁপাই নবাবগঞ্জ-উত্তর ১৭ই সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার গোমস্তাপুর থানাধীন রহনপুর ডাকবাংলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' চাঁপাই নবাবগঞ্জ-উত্তর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আবুল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, রাজশাহী মহানগর 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মুবীনুল ইসলাম। সভা শেষে মাওলানা আবুল হোসাইনকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ নূরুল হুদাকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

১৩. লালমণিরহাট ২৮শে সেপ্টেম্বর সোমবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার আদিতমারী থানাধীন মহিষখোচা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' লালমণিরহাট যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা শহীদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা দুর্রুল হুদা। সভা শেষে মাওলানা শহীদুর রহমানকে সভাপতি ও মাওলানা মুন্তাযির রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

১৪. কুড়িগ্রাম-উত্তর ২৯শে সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার নাগেশ্বরী থানাধীন বোর্ডেরহাট আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কুড়িগ্রাম-উত্তর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন' -এর সভাপতি হামীদুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন' -এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা দুর্রুল হুদা। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন লালমণিরহাট যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুন্তাযির রহমান। সভা শেষে জনাব হামীদুল হককে সভাপতি ও মুহাম্মাদ সোহরাব হোসাইনকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

১৫. কুড়িগ্রাম-দক্ষিণ ৩০শে সেপ্টেম্বর বুধবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার সদর থানাধীন পাঁচপীর মাস্টার পাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কুড়িগ্রাম-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক দুর্রুল হুদা। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন লালমণিরহাট যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুন্তাযির রহমান। সভা শেষে মাওলানা সিরাজুল

Contents

ইসলামকে সভাপতি ও জনাব মাহমূদুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

১৬. দিনাজপুর-পূর্ব ১লা অক্টোবর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার বিরামপুর ডিগ্রী কলেজ সংলগ্ন জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' দিনাজপুর-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব আব্দুল ওয়াহহাব শাহ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম। সভা শেষে জনাব আব্দুল ওয়াহহাব শাহকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ শহীদুল আলমকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

১৭. বগুড়া ১লা অক্টোবর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ মাগরিব শহরের রেলগেইট সংলগ্ন ছোট বেলাইলে যেলা 'আন্দোলন' -এর সমাজকল্যাণ সম্পাদক জনাব রফীকুল ইসলামের বাড়ীতে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বগুড়া যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুর রহীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম। সভা শেষে মুহাম্মাদ আব্দুর রহীমকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ নূরুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

১৮. পাবনা ১লা অক্টোবর বৃহস্পতিবার : অদ্য বিকাল ৩-টায় শহরের চাঁদমারী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' পাবনা যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা বেলালুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক জনাব বাহারুল ইসলাম। সভা শেষে মাওলানা বেলালুদ্দীনকে সভাপতি ও তাওহীদ হাসানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

একই স্থানে বাদ মাগরিব এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা বেলালুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা জনাব রবীউল ইসলাম ও 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক জনাব বাহারুল ইসলাম।

১৯. গাইবান্ধা-পূর্বে ১লা অক্টোবর বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার সাঘাটা ডিগ্রী কলেজ সংলগ্ন জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' গাইবান্ধা-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ফযলুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা দুর্রুল হুদা। সভায় মাওলানা ফযলুর রহমানকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

২০. গাইবান্ধা-পশ্চিম ২রা অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার গোবিন্দগঞ্জ টিএন্ডটি সংলগ্ন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' গাইবান্ধা-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন' -এর সভাপতি ডাঃ আওনুল মা'বূদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা দুর্রুল হুদা। সভা শেষে ডাঃ আওনুল মা'বূদকে সভাপতি ও আব্দুর রায্যাক সালাফীকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

২১. কুষ্টিয়া-পশ্চিম ২রা অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য সকাল ৮-টায় যেলার দৌলতপুর থানা সদরে অবস্থিত যেলা কার্যালয়ে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কুষ্টিয়া-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ গোলাম যিল-কিবরিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম। সভা শেষে মুহাম্মাদ গোলাম যিল-কিবরিয়াকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ মুহসিনকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

২২. জয়পুরহাট ২রা অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ শহরের আরামনগর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' জয়পুরহাট যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মাহফূযুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আরীফুল ইসলাম ও 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলয়াস। সভা শেষে মুহাম্মাদ মাহফূযুর রহমানকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ মুয্যাম্মিল হককে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

২৩-২৪. নীলফামারী-পূর্ব ও পশ্চিম, ৪ঠা অক্টোবর রবিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার জলঢাকা থানাধীন কৈমারী বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নীলফামারী যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন' -এর সভাপতি জনাব ওছমান গণীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন' -

Contents

এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার ও সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক আবুল বাশার আব্দুল্লাহ। সভা শেষে যেলাকে পূর্ব ও পশ্চিম দু'ভাগে ভাগ করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। অতঃপর মুহাম্মাদ মুস্তাফীযুর রহমানকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ নূরুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট নীলফামারী-পূর্ব এবং মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলামকে সভাপতি ও ডাঃ মুতীউর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে নীলফামারী-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর কমিটি গঠন করা হয়।

২৫. নওগাঁ-পশ্চিম, ৬ই অক্টোবর মঙ্গলবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার পত্নীতলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নওগাঁ-পশ্চিম যেলা গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। নওগাঁ-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আফযাল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন চাঁপাই নবাবগঞ্জ-উত্তর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আবুল হোসাইন ও সাংগঠনিক সম্পাদক মুখতার হোসাইন। সভা শেষে মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমানকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ যিয়াউর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট নওগাঁ-পশ্চিম যেলা 'আন্দোলন'-এর কমিটি গঠন করা হয়।

২৬. ফরিদপুর ১০ই অক্টোবর শনিবার : অদ্য সকাল ৯-টায় যেলার সদর থানাধীন তাম্বুলখানা বাজারে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ফরিদপুর যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ দেলাওয়ার হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। সভা শেষে মুহাম্মাদ দেলাওয়ার হোসাইনকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ নু'মানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'আন্দোলন'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

মাসিক তাবলীগী ইজতেমা

ঝিনাইদহ ৩০ শে সেপ্টেম্বর বুধবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার চোরকোল পশ্চিম পাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র যৌথ উদ্যোগে মাসিক তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাষ্টার ইয়াকূব হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইজতেমায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ রবীউল ইসলাম। অনুষ্ঠানের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ মিলন আখতার। উল্লেখ্য যে, চার শতাধিক কর্মী ও সুধীর উপস্থিতিতে রাত ১১-টা পর্যন্ত সুষ্ঠুভাবে ইজতেমার কার্যক্রম অব্যাহত থাকে।

রাজশাহী, ১০ই অক্টোবর শনিবার : অদ্য বাদ মাগরিব 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজশাহী মহানগরীর উদ্যোগে নগরীর বহরমপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে নিয়মিত মাসিক তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। বহরমপুর শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ এনামুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইজতেমায় প্রধান অতিথির ভাষণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন আশূরায়ে মুহাররামের ইতিহাস তুলে ধরেন এবং এ দিনে যাবতীয় শিরক ও বিদ'আতী কর্ম পরিহার করে স্রেফ নাজাতে মূসার শুকরিয়া স্বরূপ দু'টি নফল ছিয়াম পালনের জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান। যা বিগত এক বছরের ছগীরা গুনাহের কাফফারা হবে। মহানগরী 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ নাজিমুদ্দীনের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত এই ইজতেমায় সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন অত্র মসজিদের সাবেক খতীব ড. আব্দুর রহমান মুহসেনী। রাজশাহী মহানগর 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মুবীনুল ইসলাম সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান শেষে মহানগর 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে উপস্থিত সকলের মধ্যে আমীরে জামা'আতের লেখা 'আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয়' বইটি বিতরণ করা হয়। উল্লেখ্য, ইজতেমায় মসজিদের দোতলায় মহিলাদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা ছিল।

সুধী সমাবেশ

লালমণিরহাট ৫ই অক্টোবর সোমবার : অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' লালমণিরহাট যেলার উদ্যোগে শহরের মিশন মোড় সংলগ্ন যেলা ডাকবাংলো অডিটোরিয়ামে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা শহীদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা পরিষদ-এর প্রশাসক এডভোকেট মুহাম্মাদ মুতীউর রহমান। সমাবেশে প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' -এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার ও সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক আবুল বাশার আব্দুল্লাহ প্রমুখ। বিপুল সংখ্যক কর্মী ও সুধীর উপস্থিতি সমাবেশকে প্রাণবন্ত করে তুলে। বাদ যোহর হ'তে মাগরিব পর্যন্ত অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে মাসিক তাবলীগী সফর

কেরানীগঞ্জ, ঢাকা ৮-৯ অক্টোবর বৃহস্পতি ও শুক্রবার : ঢাকা যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র যৌথ উদ্যোগে ২ দিন ব্যাপী তাবলীগী সফর গত ৮ ও ৯ অক্টোবর বৃহস্পতি ও শুক্রবার যেলার কেরানীগঞ্জ থানাধীন মধ্য ছাতিরচর আল-ওয়ালেদাইন জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। বংশাল, মাদারটেক, দোলেশ্বর ও আইন্তা শাখা হ'তে কর্মী ও দায়িত্বশীলগণ উক্ত তাবলীগে যোগদান করেন। প্রতিদিন আছর থেকে মাগরিব পর্যন্ত একাধিক গ্রুপে বিভক্ত হয়ে কর্মীগণ মানুষের বাড়ী বাড়ী ও দোকান-পাটে গিয়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দাওয়াত দেন এবং মাগরিবের ছালাতে মসজিদে সমবেত হওয়ার আহ্বান জানান। অতঃপর মাগরিব হ'তে বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনা ও তা'লীম হয়।

Contents

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ আহসানের নেতৃত্বে পরিচালিত দু'দিন ব্যাপী উক্ত তাবলীগী সফরে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা পেশ করেন, মাদারটেক আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খতীব মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল, যেলা 'আন্দোলন'-এর সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক মুহাম্মাদ ফযলুল হক, যেলা 'যুবসংঘে'র সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম, যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আযীমুদ্দীন, দেলেশ্বর শাখা 'যুবসংঘে'র সাবেক সভাপতি মুহাম্মাদ ইসমাঈল হোসাইন, অত্র মসজিদের ইমাম হাফেয মাওলানা শরাফত হোসাইন, মাওলানা মীযানুর রহমান (কামরাঙ্গীরচর), মুহাম্মাদ যাকির হোসাইন ও মুহাম্মাদ আনীসুর রহমান প্রমুখ।

উল্লেখ্য যে, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র উদ্যোগে প্রতি মাসে একবার যেকোন একটি এলাকায় উক্ত ভাবে দু'দিন ব্যাপী তাবলীগী সফরের আয়োজন করা হয়। এতে ঐ এলাকায় ব্যাপক সাড়া পড়ে এবং কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক জাযবা সৃষ্টি হয়। পাশাপাশি নিজেদেরও অনেক বিষয়ের বাস্তব প্রশিক্ষণ হয়। গত রামাযানে আমীরে জামা'আতের ঢাকা সফরের পর হ'তে এই কর্মসূচী হাতে নিয়েছে ঢাকা যেলা। প্রথম মাসে ত্রিমোহনী হাজী রুস্তম আলী জামে মসজিদে এবং পরবর্তী মাসে নাসিরাবাদ বাবুর জায়গা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে একইভাবে তাবলীগী সফর অনুষ্ঠিত হয়।

আত-তাহরীক পাঠক ফোরামের কমিটি গঠন

পঞ্চগড় ২৭শে সেপ্টেম্বর রবিবার : অদ্য বিকাল ৫-টায় যেলা শহরের এম.আর কলেজ মোড় সংলগ্ন বিসমিল্লাহ হোটেলে মাসিক আত-তাহরীক-এর পাঠকদের সমন্বয়ে 'আত-তাহরীক পাঠক ফোরাম' গঠন উপলক্ষে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ মশীউর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে ৩০-এর অধিক সংখ্যক আত-তাহরীক পাঠকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। দীর্ঘ আলোচনার পর যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি আমীনুর রহমানকে সভাপতি ও যেলা 'যুবসংঘে'র সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুহাম্মাদ মুরাদুযযামানকে সাধারণ সম্পাদক করে ৭ সদস্য বিশিষ্ট 'আত-তাহরীক পাঠক ফোরাম'-এর পঞ্চগড় যেলা কমিটি গঠন করা হয়। উপস্থিত পাঠকগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে পাঠক ফোরামের সদস্য হন।

আহলেহাদীছ যুবসংঘ

প্রশিক্ষণ

নওহাটা, পবা, রাজশাহী ৫ই সেপ্টেম্বর, শনিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' পবা উপযেলার উদ্যোগে নওহাটা বাজার কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে দিনব্যাপী এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় নামোপাড়া আলিম মাদরাসার অধ্যক্ষ মাওলানা আবুবকর ছিদ্দীকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন রাজশাহী-পশ্চিম যেলা 'আন্দোলন'-এর সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক এবং উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা শামসুল হুদা বিন আব্দুল্লাহ, যেলা প্রশিক্ষণ সম্পাদক গোলাম মুর্তাযা, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মুস্তাকীম আহমাদ প্রমুখ। প্রশিক্ষণে উপযেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে শতাধিক কর্মী অংশগ্রহণ করে।

কর্মী সমাবেশ

জলঢাকা, নীলফামারী ৪ অক্টোবর, রবিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় জলঢাকা উপযেলাধীন কৈমারী বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'যুবসংঘে'র উদ্যোগে এক কর্মীসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি আব্দুল জলীলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক আবুল বাশার আব্দুল্লাহ। স্বাগত ভাষণ পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ওছমান গণী মাষ্টার। অন্যান্যদের মধ্যে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন ডিমলা উপযেলার সভাপতি আশরাফ আলী। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন যেলা 'যুবসংঘে'র প্রশিক্ষণ সম্পাদক মঞ্জুরুল ইসলাম।

আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা

মাসিক ইজতেমা

ঢাকা ৪ঠা সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর হ'তে মাগরিব পর্যন্ত 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ঢাকা যেলার উদ্যোগে যেলা কার্যালয় ২২০ বংশাল রোড ঢাকার দ্বিতীয় তলায় মহিলাদের মাসিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ আহসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইজতেমায় প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মাদারটেক আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, ঢাকার খতীব মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন স্থানীয় বায়তুল মামূর জামে মসজিদের খতীব মাওলানা শামসুর রহমান আযাদী। উল্লেখ্য যে, পাশের কক্ষে সমবেত মহিলাদের উদ্দেশ্যে প্রথমে বক্তব্য পেশ করেন ঢাকা যেলা 'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা'র আহ্বায়িকা মুসাম্মাৎ শামসুন্নাহার। অতঃপর সাউণ্ড বক্সের সাহায্যে অপর কক্ষ থেকে মূল আলোচকগণ আলোচনা পেশ করেন। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আযীমুদ্দীন। যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক তাসলীম সরকার, অর্থ সম্পাদক কাযী হারূনুর রশীদ, সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ফযলুল হক সহ যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীলগণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে অর্থ সহ কুরআন তেলাওয়াত করেন হাফেয মুহাম্মাদ ফয়ছাল এবং মহিলাদের মধ্যে তেলাওয়াত করে মারিয়াম বিনতে আযীমুদ্দীন। অনুষ্ঠানে বংশাল ও পার্শ্ববর্তী মহল্লা থেকে প্রায় ৫০ জন মহিলা যোগদান করেন। উল্লেখ্য যে, এখন থেকে প্রতি ইংরেজী মাসের ১ম শুক্রবার বাদ আছর অত্র কার্যালয়ে নিয়মিত মহিলাদের মাসিক ইজতেমা এবং সপ্তাহে একদিন বাদ আছর মহিলাদের তা'লীমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে ইনশাআল্লাহ।

Contents

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/৪১) : ওযূর সময় কথা বলা যাবে কি? ওযূ করার সময় কথা বললে মাথার উপরে রহমতের চাদর নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ফেরেশতারা চলে যায়। একথার কোন ভিত্তি আছে কি?

-সোহেল খান, মুরাদনগর, কুমিল্লা।

উত্তর : ওযূর সময় প্রয়োজনীয় কথা বলায় কোন দোষ নেই। রাসূল (ছাঃ) ওযূর সময় প্রয়োজনীয় কথা বলেছেন *(বুখারী হা/৫৭৯৯, মুসলিম হা/২৭৪)*। ওছমান (রাঃ) হ'তে মারফূ' সূত্রে 'ওযূ করার সময় কথা বলা থেকে বিরত থাকলে, উভয় ওযূর মাঝে সংঘটিত ছগীরা গোনাহ সমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে' মর্মে বর্ণিত হাদীছটি অত্যন্ত যঈফ *(তাহকীক সুনান দারাকুৎনী হা/৩০১, ৩০৪)*। এছাড়া ফেরেশতারা চলে যায় একথার কোন ভিত্তি নেই।

প্রশ্ন (২/৪২) : মহিলাদের ব্যাপারে হজ্জের গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হ'ল মাহরাম থাকা। এক্ষণে কোন মহিলা তার ছোট বোন ও ছোট বোনের স্বামীর সাথে হজ্জ পালন করতে পারবে কি?

-মুহাম্মাদ হারূনুর রশীদ
ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক, চট্টগ্রাম।

উত্তর : সফরের জন্য মহিলাদের সাথে মাহরাম পুরুষ থাকা শর্ত *(বুখারী হা/১৮৬২)*। এছাড়া রাসূল (ছাঃ) বলেন, মাহরাম ব্যতীত কোন নারী হজ্জ করবে না *(বাযযার, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩০৬৫)*। বোনের স্বামী মাহরাম নয়। অতএব বোন থাকা সত্ত্বেও বোনের স্বামীর তত্ত্বাবধানে হজ্জে গমন করা যাবে না *(মাজমূ' ফাতাওয়া উছায়মীন ২১/১৯০)*।

প্রশ্ন (৩/৪৩) : পিতার অবর্তমানে বড় ভাই পিতার সমতুল্য। এ মর্মে কোন হাদীছ বর্ণিত হয়েছে কি?

-আবু আমাতুল্লাহ
মঠবাড়িয়া, পিরোজপুর।

উত্তর : এ মর্মে বর্ণিত হাদীছটি জাল *(সিলসিলা যঈফাহ হা/৩৩৭০)*। তবে বড় ভাই অবশ্যই সম্মান পাওয়ার যোগ্য। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি ছোটদের স্নেহ করে না এবং বড়দের মর্যাদা বুঝে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়' *(আবুদাউদ হা/৪৯৩৯, তিরমিযী হা/১৯২০)*।

প্রশ্ন (৪/৪৪) : ঈদের ছালাতে ছানা পড়তে হবে কি? যদি পড়তে হয় তবে অতিরিক্ত তাকবীরগুলো ছানা পাঠের আগে না পরে দিতে হবে?

-আবুল কালাম, সিলেট।

উত্তর : ছানা পড়তে হবে এবং তা তাকবীরে তাহরীমার পর ও অতিরিক্ত তাকবীরের পূর্বে পাঠ করবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন কোন ছালাত আরম্ভ করতেন, তখন তাকবীরে তাহরীমার পর দো'আয়ে ইস্তিফতাহ বা ছানা পড়তেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৮১৩, 'তাকবীরে তাহরীমার পরে পাঠ্য' অনুচ্ছেদ)*। ঈদের ছালাতেও অনুরূপভাবে প্রথম তাকবীরের পর ছানা পাঠ করতে হবে *(ইবনু কুদামা, মুগনী, মাসআলা নং ১৪১৬; নববী, আল-মাজমূ' ৫/২০; ওছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৬/২৪০)*।

প্রশ্ন (৫/৪৫) : নির্দিষ্ট বছরে হজ্জের নিয়ত করার পর কোন কারণবশতঃ সে বছর তা আদায় করতে না পারলে গোনাহ হবে কি? বা এর জন্য কোন কাফফারা দিতে হবে কি?

-রিফাত হাসান, সঊদী আরব।

উত্তর : শারঈ ওযরবশতঃ বিলম্ব করলে গোনাহ হবে না এবং এর জন্য কোন কাফফারাও দিতে হবে না। তবে যাদের উপর হজ্জ ফরয হয়েছে, তাদের বিলম্ব করা মোটেই ঠিক নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি হজ্জের সংকল্প করে, সে যেন তা দ্রুত সম্পন্ন করে' *(আবুদাঊদ হা/১৭৩২, মিশকাত হা/২৫২৩ 'মানাসিক' অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (৬/৪৬) : আমার স্বামী স্বেচ্ছায় আমার নামে কিছু জমি লিখে দিয়েছিল। এখন তার নিজ নামে নির্মিতব্য একটি বাড়ির নির্মাণ ব্যয় নির্বাহের জন্য উক্ত জমিটি আমার নিকট থেকে ফেরত নিয়ে বিক্রি করতে চাচ্ছে। এভাবে ফেরত নেওয়া কি তার জন্য ঠিক হবে? আর আমি যদি না দেই সেক্ষেত্রে আমি গোনাহগার হব কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, ঢাকা।

উত্তর : স্বামীর জন্য জোর করে জমি ফেরত নেওয়া যাবে না এবং ফেরত না দিলে স্ত্রী গোনাহগার হবে না। কারণ এটা স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীর জন্য হাদিয়া স্বরূপ। আর হাদিয়া ফেরত নেওয়া শরী'আত সম্মত নয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, পিতা তার সন্তানকে প্রদত্ত দান ফেরত নিতে পারেন। কিন্তু অন্যান্যদের ক্ষেত্রে দান করে ফেরত নেওয়া বমি করে বমি খাওয়ার ন্যায় *(আবুদাউদ হা/৩৫৩৯; মিশকাত হা/৩০২১)*। তবে পরিবারের কল্যাণার্থে যদি স্বামী এরূপ উদ্যোগ নিয়ে থাকেন এবং স্বামীর জন্য এ ব্যতীত অন্য কোন উপায় না থাকে, তাহ'লে স্ত্রীর জন্য স্বেচ্ছায় তা বিক্রয়ের জন্য প্রদান করায় কোন দোষ নেই।

প্রশ্ন (৭/৪৭) : জনৈক বক্তা বলেন, এক বালতি গরুর পেশাবে চাদর ভিজিয়ে তা গায়ে দিয়ে ছালাত আদায় করলে ছালাত হয়ে যাবে। একথার কোন সত্যতা আছে কি?

-হাসান হাফীয, আশুলিয়া, ঢাকা।

উত্তর : এভাবে বলা ঠিক হয়নি। তবে যেসব প্রাণীর গোশত খাওয়া হালাল, সেসব প্রাণীর পেশাব-পায়খানা পবিত্র। সেটা কাপড়ে লাগলে উক্ত কাপড়ে ছালাত আদায় করা জায়েয। রাসূল (ছাঃ) নিজে ছাগল বাঁধার স্থানে ছালাত আদায় করেছেন এবং অন্যদের অনুমতি দিয়েছেন *(বুখারী হা/২৩৪, মুসলিম হা/৩৬০, ৫২৪)*। এছাড়া তিনি উটের পেশাব পানের মাধ্যমে চিকিৎসা গ্রহণের অনুমতি দিয়েছেন *(তিরমিযী হা/১৮৪৫)*।

অন্যদিকে হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা গ্রহণ করতে রাসূল (ছাঃ) নিষেধ করেছেন *(ছহীহুল জামে' হা/১৭৬২; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৬৩৩)*। অর্থাৎ উটের পেশাব হালাল হওয়ার কারণেই রাসূল (ছাঃ) তা পান করার অনুমিত দিয়েছেন। প্রশ্নে বর্ণিত বক্তব্য দ্বারা উদাহরণ পেশ করা হয়েছে মাত্র। এর অর্থ এটা নয় যে, গরু-ছাগলের পেশাবে কাপড় ডুবিয়ে তা গায়ে দিতে হবে। কেননা এটা রুচি বিরোধী। আল্লাহ বলেন, তোমরা ছালাতের সময় সুন্দর পোষাক পরিধান কর' *(আ'রাফ ৭/৩১)*।

প্রশ্ন (৮/৪৮) : আমরা জানি যে, আল্লাহ তা'আলা ১৮ হাযার মাখলূক্বাত সৃষ্টি করেছেন। একথার কোন দলীল আছে কি?

-মুহসিন হোসাইন, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা।

উত্তর : মাখলূক্বাতের কোন পরিসংখ্যান কুরআন ও হাদীছে নেই। তবে সালাফে ছালেহীন এ ব্যাপারে বিভিন্ন মত পেশ করেছেন। যেমন মুক্বাতিল বলেন, মাখলূক্বাতের সংখ্যা ৮০ হাযার। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)-এর মতে ৪০ হাযার, ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ (রহঃ)-এর মতে ১৮ হাযার প্রভৃতি। কা'ব আল-আহবারের মতে, আল্লাহ্‌র সৃষ্টির কোন নির্দিষ্ট পরিসংখ্যান নেই *(ইবনু কাছীর ১/২৬, তাফসীর সূরা ফাতেহা 'রব্বুল আলামীন'-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ)*। মূলতঃ উক্ত বর্ণনাগুলি থেকে অধিক সংখ্যক মাখলূক্বাতের কথাই বুঝানো হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ রব্বুল আলামীন যে নে'মত দান করেছেন তা তোমরা গণনা করে শেষ করতে পারবে না' *(নাহল ১৬/১৮)*। অতএব মাখলূক্বাতের সংখ্যা আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

প্রশ্ন (৯/৪৯) : মসজিদে জুম'আর ছালাতের আগে বা পরে মুছল্লীদের জানার স্বার্থে ইমামের নেতৃত্বে প্রশ্নোত্তর পর্বের আয়োজন করায় শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?

-মাহবূবুর রহমান
ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট।

উত্তর : ছালাতের পূর্বে এরূপ আয়োজন করা যাবে না। কেননা রাসূল (ছাঃ) জুম'আর দিন ছালাতের পূর্বে মসজিদে খুৎবা ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে একত্রিত হ'তে নিষেধ করেছেন *(আবুদাঊদ হা/১০৭৯, ছহীহুল জামে' হা/৬৮৮৫, সনদ হাসান)*। তবে ছালাতের পরে কোন বাধা নেই।

প্রশ্ন (১০/৫০) : সরকারী চাকুরীতে বাধ্যতামূলকভাবে জিপি ফাণ্ডে বেতনের একটি অংশ জমা করতে হয় এবং প্রতিবছর সরকার জমাকৃত টাকার সাথে ১২.৫% হারে জমা করে। এক্ষণে সরকার প্রদত্ত অংশটি কি সূদ হিসাবে গণ্য হবে?

-সুজা সরকার
গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তর : জিপি ফাণ্ডে জমাকৃত টাকার অতিরিক্ত অংশটি সূদ হিসাবে গণ্য হবে। কেননা সরকার বাৎসরিক জমাকৃত টাকার উপরে চক্রবৃদ্ধিহারে সূদ হিসাবে প্রদান করে থাকে। অতএব সরকারের পক্ষ থেকে নির্ধারিত বেতনের যে অংশ প্রতি মাসে কেটে নেওয়া হয়, চাকুরী শেষে সেটুকু ব্যতীত অতিরিক্ত গ্রহণ করা জায়েয হবে না। তবে অতিরিক্ত এ অংশটি আলাদা করে নেকীর আশা ব্যতীত সমাজকল্যাণে ব্যয় করা যাবে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'হারাম রুযী দ্বারা পরিপুষ্ট দেহ কখনোই জান্নাতে প্রবেশ করবে না' *(বায়হাক্বী, মিশকাত হা/২৭৮৭; ছহীহাহ হা/২৬০৯)*।

প্রশ্ন (১১/৫১) : বেলাল (রাঃ) আযান দেওয়ার সময় 'শীন'-কে 'সীন' উচ্চারণ করায় কারু আপত্তির জবাবে রাসূল (ছাঃ) বলেন, إن سين بلال عند الله شين 'বেলালের সীন উচ্চারণই আল্লাহর নিকটে শীন'। এ ঘটনার সত্যতা জানতে চাই।

-আব্দুর রহমান, রাজশাহী।

উত্তর : এটি মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত কথা মাত্র। ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, ঘটনাটির কোন ভিত্তি নেই *(আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৭/১০২)*। 'আজলূনীও তাই বলেছেন *(কাশফুল খাফা 'আম্মাশতাহারা মিনাল আহাদীছ ফী আলসিনাতিন নাস হা/১৫২০)*। এছাড়া মোল্লা আলী ক্বারী, 'আমেরী, মুহাম্মাদ তারাবলেসী, আলী হারাবী, সাখাবী সহ বহু মুহাদ্দিছ তাদের মওযূ'আত তথা জাল হাদীছের সংকলন গ্রন্থসমূহে বর্ণনাটি সংকলন করেছেন।

প্রশ্ন (১২/৫২) : স্ত্রীর জীবদ্দশায় যদি স্বামী মোহরানা পরিশোধ না করেন, তাহ'লে তার মৃত্যুর পর তা পরিশোধ করতে হবে কি?

-হালীমা খাতুন, কাটিয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তর : স্বামীর জন্য ফরয কর্তব্য হ'ল স্ত্রীর জীবদ্দশায় মোহরানা পরিশোধ করা *(নিসা ৪, মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩১৪৩)*। জীবদ্দশায় তা পরিশোধ করা না হ'লে মৃত্যুর পর স্ত্রীর ওয়ারিছদের মধ্যে মোহরানার অর্থ বণ্টন করে দিতে হবে। অতঃপর স্বামী অনুতপ্ত হৃদয়ে আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যদি কেউ অজ্ঞতাবশে কোন মন্দ কাজ করে, অতঃপর যদি সে তওবা করে ও নিজেকে সংশোধন করে নেয়, তবে তিনি (তার ব্যাপারে) ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(আন'আম ৬/৫৪)*।

প্রশ্ন (১৩/৫৩) : জুম'আর ছালাতের খুৎবা শুরুর পূর্বে মসজিদে প্রবেশ করার পর আযান শুরু হয়ে গেলে আযান শোনা ও তার জবাব দেওয়া যরূরী, নাকি আযান চলাকালীন অবস্থায় সুন্নাত ছালাত আদায়ই যরূরী হবে?

-আব্দুস সালাম
দাম্মাম, সঊদী আরব।

উত্তর : রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা যখন আযান শুনবে, তখন মুওয়াযযিন যা বলে তোমরাও তা বল' *(বুখারী হা/৬১১; মুসলিম হা/৩৮৩)*। অতএব আযানের জবাব দেওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে সংক্ষেপে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করার পর বসে খুৎবা শ্রবণ করাই উত্তম হবে *(ইবনু কুদামা, মুগনী ১/৩১১)*। আদবের স্বার্থে উক্ত ছালাত খত্বীবের সামনে না পড়ে বারান্দায় পড়ে ভিতরে গিয়ে বসা ভাল হবে।

প্রশ্ন (১৪/৫৪) : আমাদের এলাকার ইমাম ছাহেব একই বৈঠকে জনৈক ব্যক্তিকে দিয়ে তার স্ত্রীকে তিন তালাক প্রদান করান। অতঃপর ঐ বৈঠকেই উক্ত মহিলাকে অপর এক পুরুষের সাথে বিবাহ দেন। উক্ত তালাক ও বিবাহ সঠিক হয়েছে কি?

Contents

-ডা. মনছূর আলী
ফুলতলা, পঞ্চগড়।

উত্তর : উক্ত তালাক ও বিবাহ দু'টিই শরী'আতের দৃষ্টিতে অবৈধ হয়েছে। প্রথমতঃ একসাথে তিন তালাক দিলে সেটি এক তালাক হিসাবে গণ্য হবে *(মুসলিম হা/১৪৭২-৭৩; আবুদাঊদ হা/২১৯৬, সনদ হাসান)*। কেননা তালাকের সঠিক পদ্ধতি হচ্ছে পৃথক পৃথকভাবে তিন তুহুরে তিনবার তালাক দেওয়া *(বাক্বারাহ ২/২২৯; তালাক্ব ৬৫/১-২)*। দ্বিতীয়তঃ সঠিকভাবে তালাক সম্পন্নের পর ইদ্দত শেষে উক্ত মহিলা অন্যত্র বিবাহ করতে পারবে *(বাক্বারাহ ২/২২৮)*। ইদ্দতের মধ্যে বিবাহের কোন সুযোগ নেই।

প্রশ্ন (১৫/৫৫) : জন্মগতভাবে হিজড়াদের ব্যাপারে শরী'আতের বিধান কি? তারা শরী'আত অনুযায়ী সকল বিধি-বিধান মেনে চললে কি তারা জান্নাতে যেতে পারবে?

-মনছূর আলী
রাজগড়, দঃ চব্বিশ পরাগণা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর : জন্মগত হিজড়ারা যদি বিবেকসম্পন্ন হয়, তাহ'লে তাদের উপরে ইসলামের বিধি-বিধান অপরিহার্য। তা পালন করলে তারাও জান্নাতে যাবে ইনশাআল্লাহ। তাই সমাজের একজন সদস্য হিসাবে তাদেরকে ইসলামী জীবন যাপন করতে হবে। লজ্জাস্থান ও শারীরিক গঠন বিবেচনায় তার উপর নারী বা পুরুষের বিধান প্রযোজ্য হবে। আলী (রাঃ) এই বিবেচনাতেই তাদের জন্য সম্পদের অংশ নির্ধারণ করতেন *(ইবনু হাজার, তালখীছুল হাবীর হা/১৭২, সনদ ছহীহ)*। স্মর্তব্য যে, জন্মগতভাবে হিজড়াদের সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করা অনুচিত। বরং চিকিৎসার মাধ্যমে তাদেরকে পূর্ণাঙ্গ নারী বা পুরুষে পরিণত করা যেতে পারে।

প্রশ্ন (১৬/৫৬) : ইয়াজূজ-মাজূজ কারা? এদের উৎপত্তি কোথায়? কিয়ামতের কতদিন পূর্বে এরা বের হবে এবং কি কি করবে? কিভাবে এরা ধ্বংস হবে?

-ছালাহুদ্দীন তুহীন
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

উত্তর : ইয়াজূজ-মাজূজ পৃথক কোন সম্প্রদায় নয়, বরং তারা আদম (আঃ)-এর বংশধর *(বুখারী হা/৪৭৪১ মুসলিম হা/২২২)*। মানুষের ঈমান পরীক্ষা করার জন্য এদের সৃষ্টি করা হয়েছে। তারা পৃথিবীতে কখন ও কিভাবে আগমন করেছে, এ বিষয়ে বিদ্বানদের মাঝে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তবে তারা অবশ্যই আদম সন্তান ছিল এবং হযরত নূহ (আঃ)-এর পরে পৃথিবীতে তাদের আগমন ঘটেছিল *(ফাৎহুল বারী ১৩/১৩১ পৃঃ; 'ইয়াজূজ মাজূজ' অধ্যায়)*। বর্তমানে যুলক্বারনাইন নির্মিত প্রাচীর দ্বারা তারা আবেষ্টিত রয়েছে *(কাহফ ১৮/৯৪-৯৮)*।

এ দু'জাতির বেরিয়ে আসাটা ক্বিয়ামতের দশটি বড় আলামতের একটি *(মুসলিম হা/২৮৮০; তিরমিযী হা/২১৮৩; আবুদাঊদ হা/৪৩১১)*। ক্বিয়ামতের প্রাক্কালে তাদের বংশধররা আল্লাহ্‌র হুকুমে প্রাচীর ভেঙ্গে বেরিয়ে আসবে। তারা সামনে যা পাবে সব খেয়ে ফেলবে। তাদের সাথে কেউ লড়াই করতে সাহস পাবে না। তারা বহু লোককে হত্যা করবে। সমুদ্রের পানি পান করে শেষ করবে। এক সময় বায়তুল মুক্বাদ্দাসের এক পাহাড়ে উঠে তারা হুংকার দিয়ে বলবে, দুনিয়াতে যারা ছিল সব শেষ করেছি, এখন আসমানে যারা আছে তাদের শেষ করব। এই বলে তারা আকাশে তীর ছুঁড়তে থাকবে। আল্লাহ তাদের তীরে রক্ত মাখিয়ে ফেরত পাঠাবেন। এক সময় ঈসা (আঃ) তাদের জন্য বদদো'আ করবেন। তাতে তারা সবাই একযোগে মারা পড়বে ও লাশ সমূহ পচে দুর্গন্ধ হবে। আল্লাহ তখন শকুন পাঠাবেন। তারা লাশগুলিকে 'নাহবাল' নামক স্থানে নিক্ষেপ করবে। মুসলমানেরা তাদের তীর-ধনুকগুলি সাত বছর ধরে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৭৫)*।

প্রশ্ন (১৭/৫৭) : আমরা আলেমদের নিকটে শুনেছি যে, ছিয়ামের ত্রুটি-বিচ্যুতি হ'লে তা ফিৎরা আদায়ের মাধ্যমে কাফফারা হয়ে যায়। এক্ষণে শিশুরা ছিয়াম পালন না করলেও তাদের জন্য ফিৎরা আদায়ের আবশ্যকতার কারণ কি?

-রবীউল ইসলাম
শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

উত্তর : ছিয়ামের ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য ফিৎরা যে কাফফারা তা রাসূল (ছাঃ) বলেছেন *(আবুদাঊদ মিশকাত হা/১৮১৭)*। আর ছোট-বড় সকল মুসলিমকে ফিৎরা দিতে হবে এ কথাও রাসূল (ছাঃ) বলেছেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৮১৫)*। আলী (রাঃ) বলেন, 'যদি দ্বীন মানুষের রায় অনুযায়ী হ'ত, তাহ'লে মোযার নীচে মাসাহ করা অধিক উত্তম হ'ত উপরে মাসাহ করার চাইতে' *(আবুদাঊদ হা/১৬২, সনদ ছহীহ)*। অতএব যুক্তি নয় বরং রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশ অনুসরণের মধ্যেই পরকালীন মুক্তি নিহিত।

প্রশ্ন (১৮/৫৮) : পুরুষের পক্ষ থেকে কোন নারী বদলী হজ্জ পালন করতে পারবে কি?

-সিরাজুম মুনীরা, রাজশাহী।

উত্তর : মুসলিম নারী যেকোন মুসলিম পুরুষের পক্ষ থেকে হজ্জ করতে পারে। বিদায় হজ্জের সময় খাছ'আম গোত্রের জনৈক মহিলা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে তার অতি বৃদ্ধ পিতার পক্ষ থেকে হজ্জ করার অনুমতি চাইলে তিনি অনুমতি দেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৫১১)*। তবে ঐ মহিলার সাথে মাহরাম পুরুষ থাকতে হবে।

প্রশ্ন (১৯/৫৯) : সরকারী চাকুরীর বয়স কম হওয়ায় ভবিষ্যতে চাকুরীর সময়কাল বাড়িয়ে নেওয়ার জন্য সার্টিফিকেটে বয়স কম দেখানোয় শরী'আতে কোন বাধা আছে কি? অনিচ্ছাকৃত বা না জানার কারণে এরূপ হয়ে গেলে তার জন্য করণীয় কি?

-আযীয মিঞা, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : এরূপ কাজ শরী'আত সম্মত নয়। কারণ এটি প্রতারণা এবং মিথ্যার অন্তর্ভুক্ত, যা নিঃসন্দেহে হারাম। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি প্রতারণা করে, সে আমার দলভুক্ত নয় *(মুসলিম হা/১০১; মিশকাত হা/৩৫২০)*। এক্ষণে এরূপ কাজ করে থাকলে এবং তা পরিবর্তন করা সম্ভব না হ'লে, এজন্য আল্লাহ্‌র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে।

Contents

প্রশ্ন (২০/৬০) : জাওনিয়ার সাথে রাসূল (ছাঃ)-এর বিবাহ হয়েছিল কি? তিনি কেন তাকে তালাক দিয়েছিলেন?

-ড. আব্দুল হান্নান
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

উত্তর : জাওনিয়ার (الجونية) সাথে রাসূল (ছাঃ)-এর বিবাহ ও তালাকের ব্যাপারে আয়েশা (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীছটিই যথেষ্ট। যেখানে তিনি বলেন, জাওনের কন্যাকে যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট (একটি ঘরে) পাঠানো হ'ল। আর তিনি তার নিকটবর্তী হ'লেন, তখন সে বলল, আমি আপনার থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তুমি তো মহান সত্তার কাছে পানাহ চেয়েছ। অতএব তুমি তোমার পরিবারের সাথে মিলিত হও *(বুখারী হা/৫২৫৪)*। অতএব জাওনিয়া বিবাহের পর রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে বসবাসে অস্বীকৃতি জানালে তিনি তাকে তালাক প্রদান করেন *(বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : ফাৎহুলবারী, উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যা)*।

প্রশ্ন (২১/৬১) : সুৎরাবিহীন অবস্থায় একজন মুছল্লীর কতটুকু সামনে দিয়ে অতিক্রম করা যাবে?

-রিফাত, বাগিচাগাঁও, কুমিল্লা।

উত্তর : উক্ত অবস্থায় যরূরী প্রয়োজনে মুছল্লীর সিজদার স্থানের বাহির দিয়ে অতিক্রম করা যাবে *(বুখারী হা/৫০৯, মুসলিম হা/৫০৫)*। উক্ত হাদীছে بين يدي المصلي দ্বারা মুছল্লীর সিজদার স্থান পর্যন্ত বুঝানো হয়েছে *(ইবনু হাজার, ফৎহুলবারী ঐ হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রঃ; ফাতাওয়া ওছায়মীন, মাসআলা নং ৬২৪)*। মসজিদ ছাড়া অন্যত্র একাকী ছালাত আদায়কারী মুছল্লী সামনে সুতরা রেখে ছালাত আদায় করবেন *(আবুদাঊদ হা/৬৯৮; ছহীহুল জামে' হা/৬৪১)*। যদি সুতরা না রেখে ছালাত আদায় করেন, তবে তার সিজদার স্থান পর্যন্ত জায়গার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করা যাবে না *(বুখারী হা/৫১০; মুসলিম হা/৫০৭; মিশকাত হা/৭৭৬)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যখন তোমাদের কেউ কোন বস্তুকে সম্মুখে রেখে ছালাত আদায় করবে যা তাকে লোকদের থেকে সুৎরা বা পর্দা স্বরূপ হবে, এমন অবস্থায় তার সম্মুখ থেকে যদি কেউ অতিক্রম করতে চায়, তাহ'লে সে যেন তাকে বাধা দেয়' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৭৭৭ 'ছালাত' অধ্যায় 'সুৎরা' অনুচ্ছেদ। বিস্তারিত দ্রষ্টব্য; মির'আতুল মাফাতীহ হা/৭৮৬-এর ব্যাখ্যা; উছায়মীন, আরকানুল ইসলাম ২/৪৯৩ পৃঃ, প্রশ্নোত্তর সংখ্যা ২৬৭)*।

প্রশ্ন (২২/৬২) : আমি আমার দাদীর বুকের দুধ খেয়ে বড় হয়েছি। অতঃপর গত ২ বছর পূর্বে আমার আপন ফুফুর মেয়ের সাথে আমার বিবাহ হয়েছে। এ বিবাহ সঠিক হয়েছে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তর : উক্ত বিবাহ সঠিক হয়নি। কারণ এক্ষেত্রে দাদী দুধ মা হওয়ায় উক্ত মেয়েটি আপনার দুধ বোনের মেয়ে তথা আপন ভাগ্নী হিসাবে গণ্য হবে। যাকে বিবাহ করা হারাম *(নিসা ৪/২৩)*। রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর চাচা হামযা (রাঃ) একই মায়ের দুধপান করেছিলেন। সেকারণ হামযার মেয়ের সাথে রাসূল (ছাঃ)-এর বিয়ের প্রস্তাব দেওয়া হ'লে তিনি বলেন, সে আমার জন্য হালাল নয়। কেননা সে আমার দুধ ভাইয়ের মেয়ে। বংশীয় সূত্রে যে সকল মহিলাকে বিবাহ করা হারাম, দুগ্ধ পান সূত্রেও সেসকল মহিলাকে বিবাহ করা হারাম *(বুখারী হা/২৬৪৫; মুসলিম হা/১৪৪৭; মিশকাত হা/৩১৬১)*। সে রাসূলের চাচাতো বোন। কিন্তু দুধপানের কারণে ভাতিজী হয়ে গেছে। অনুরূপ ফুফাতো বোন হওয়া সত্ত্বেও দুধপানের কারণে এখন সে আপনার আপন ভাগ্নীতে পরিণত হয়েছে। অতএব উক্ত বিবাহ বিচ্ছিন্ন করা আবশ্যক *(বুখারী, মিশকাত হা/৩১৬৯)*।

প্রশ্ন (২৩/৬৩) : হজ্জব্রত পালনরত অবস্থায় কেউ মৃত্যুবরণ করলে তার জন্য বিশেষ কোন ফযীলত আছে কি?

-সফীউদ্দীন আহমাদ
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তর : হজ্জব্রত পালনরত অবস্থায় মৃত্যুবরণকারীর বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। একদা আরাফার মাঠে জনৈক ছাহাবী মুহরিম অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তোমরা তাকে বরই পাতা ও পানি দিয়ে গোসল করাও, তাকে দু'টি কাপড়ে কাফন পরাও, তাকে সুগন্ধি লাগিয়ো না এবং মাথা ঢেকে দিয়ো না। কেননা ক্বিয়ামতের দিন তাকে তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় উঠানো হবে' *(বুখারী হা/১২৬৫; মুসলিম হা/১২০৬; মিশকাত হা/১৬৩৭)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি হজ্জ বা ওমরার উদ্দেশ্যে বের হ'ল। অতঃপর মারা গেল। আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামত পর্যন্ত তার আমলনামায় হজ্জ বা ওমরার ছওয়াব লিখে দিবেন *(আবু ইয়া'লা হা/৬৩৫৭; ছহীহাহ হা/২৫৫৩)*।

প্রশ্ন (২৪/৬৪) : অমুসলিমদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বিনিময় করা অথবা সেখানে অংশগ্রহণ করা জায়েয হবে কি?

-আমানুল্লাহ, ওয়ান ব্যাংক, ঢাকা।

উত্তর : অমুসলিমদের ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষে শুভেচ্ছা বিনিময় ও তাতে অংশগ্রহণ করা মুসলমানদের জন্য নিষিদ্ধ। এর মাধ্যমে তাদের বাতিল ধর্মবিশ্বাসকে সমর্থন করা হয়, যা হারাম। আল্লাহ বলেন, 'যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন তালাশ করে, তার নিকট থেকে তা কখনোই কবুল করা হবে না এবং এমন ব্যক্তি পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(আলে ইমরান ৩/৮৫)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য অবলম্বন করবে, সে ব্যক্তি (কিয়ামতের দিন) তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৩৪৭)*। তিনি বলেন, যে আমাদের ব্যতীত অন্যদের রীতি-নীতির অনুসরণ করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয় *(তিরমিযী হা/২৬৯৫, মিশকাত হা/৪৬৪৯)*। তিনি আরো বলেন, শীঘ্রই আমার উম্মতের কিছু দল মূর্তিপূজা করবে এবং মুশরিকদের সাথে মিশে যাবে *(ইবনু মাজাহ হা/৩৯৫২, আবুদাঊদ হা/৪২৫২; মিশকাত হা/৫৪০৬)*। ওছায়মীন (রহঃ) বলেন, কাফেরদের বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষে উপহার বিনিময়, মিষ্টান্ন বিতরণ, রকমারি খাদ্য তৈরী করা, কাজ বন্ধ রাখা ইত্যাদির মাধ্যমে তাদের সাদৃশ্য অবলম্বন করা মুসলমানদের জন্য হারাম *(মাজমূ' ফাতাওয়া ৩/৪৬)*।

Contents

প্রশ্ন (২৫/৬৫) : পশুর যবেহ করার ব্যাপারে শরী'আত নির্দেশিত পন্থা কি কি?

-ছালেহ আহমাদ, দেরাই, সুনামগঞ্জ।

উত্তর : (১) ছুরি ভালোভাবে ধার দেওয়া এবং দ্রুত যবহের কাজ সমাধা করা। যেন পশুর কষ্ট কম হয় *(মুসলিম হা/১৯৫৫; মিশকাত হা/৪০৭৩)*। (২) ক্বিবলামুখী হয়ে যবেহ করা *(মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/৮৫৮৫; আলবানী, মানাসিকুল হাজ্জ, সনদ ছহীহ)*। (৩) যবহকালীন সময়ে দো'আ পাঠ করা (ক) বিসমিল্লা-হি ওয়াল্লা-হু আকবার *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৫৩)* (খ) কুরবানীর পশু হ'লে বলবে, বিসমিল্লা-হি আল্লা-হুম্মা তাক্বাব্বাল মিন্নী ওয়া মিন আহলে বায়তী *(মুসলিম হা/১৯৬৭)*।

এক্ষণে পশু যবেহ করার সুন্নাতী তরীকা হ'ল- উট দাঁড়ানো অবস্থায় এর 'হলকূম' বা কণ্ঠনালীর গোড়ায় অস্ত্রাঘাতের মাধ্যমে রক্ত প্রবাহিত করে 'নহর' করা এবং গরু বা ছাগলের মাথা দক্ষিণ দিকে রেখে, বাম কাতে ফেলে ক্বিলামুখী হয়ে 'যবহ' করা *(সুবুলুস সালাম, ৪/১৭৭ পৃঃ; মির'আত ২/৩৫১; ঐ, ৫/৭৫ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (২৬/৬৬) : জনৈক আলেম বলেন, বিদায়কালে মুছাফাহা করতে হবে না, কেবল সালাম দিতে হবে। কারণ মুছাফাহা করার হাদীছ যঈফ। এ ব্যাপারে সঠিক সমাধান জানতে চাই।

-রবীউল ইসলাম
নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তর : বিদায় বেলায় মুছাফাহা করা যাবে। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) যখন কোন ব্যক্তিকে বিদায় দিতেন, তখন তার হাত ধরতেন এবং বিদায় হওয়া ব্যক্তি তাঁর হাত না ছাড়া পর্যন্ত রাসূল (ছাঃ) তার হাত ছাড়তেন না। অতঃপর তিনি দো'আ করে দিতেন...' *(তিরমিযী হা/৩৪৪২, মিশকাত হা/২৪৩৫)*।

প্রশ্ন (২৭/৬৭) : জানাযার সময় জনৈক ব্যক্তির লাশ দেখে জনৈক আলেম বললেন, 'লাশ যিকিরের হালতে রয়েছে'। এছাড়া আরেকজন আলেম বললেন, 'আজকে আমরা এই মাইয়েতের জন্য জীবনের সমস্ত নেকী দিয়ে দিলাম'। প্রথম কথাটির কোন ভিত্তি আছে কি? এছাড়া ২য় কথাটি বলায় মাইয়েত উপকৃত হবে কি?

-আব্দুল্লাহ
নামো শংকরবাটী, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : উক্ত বক্তব্য দু'টিই ছহীহ আক্বীদা বিরোধী ও ভিত্তিহীন।

প্রশ্ন (২৮/৬৮) : কোন অসুস্থ বা মৃত ব্যক্তির অনেক বছরের ক্বাযা ছিয়াম বা ক্বাযা ছালাত তার সন্তান আদায় করে দিতে কিংবা ফিদইয়া দিতে পারবে কি?

-আব্দুল আহাদ, আসাম, ভারত।

উত্তর : অনেক বছরের ক্বাযা ছালাত ও ছিয়ামের জন্য অসুস্থ ব্যক্তি নিজে আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। আর মৃত ব্যক্তির সন্তানেরা অনুতপ্ত হৃদয়ে তার জন্য আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে *(যুমার ৩৯/৫৩)*। কেননা 'আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার দেন না...' *(বাক্বারাহ ২৮৬)*। তবে অসুস্থ অবস্থায় শারীরিক অক্ষমতার কারণে প্রতি ছিয়ামের জন্য একজন মিসকীন খাওয়াতে হবে *(বুখারী হা/৪৫০৫ 'তাফসীর' অধ্যায় ২৫ অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (২৯/৬৯) : যোহর, আছর, মাগরিব একত্রে জমা-ক্বছর করার ক্ষেত্রে অথবা ক্বাযা আদায়ের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা যরূরী কি?

-আব্দুল্লাহ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : সকল ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা সুন্নাত। খন্দক যুদ্ধের দিন ব্যস্ততার কারণে আছরের ছালাত ছুটে গেলে রাসূল (ছাঃ) মাগরিবের আযানের পর প্রথমে আছর তারপর মাগরিবের ছালাত আদায় করেছিলেন *(বুখারী হা/৯৪৫; মুসলিম হা/৬২৭; ছহীহুল জামে' হা/৫৮৮৭)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, যুদ্ধের ব্যস্ততার কারণে এদিন তিনি রাতের বেলা ধারাবাহিকভাবে আছর থেকে এশা পর্যন্ত ক্বাযা ছালাত আদায় করেছিলেন *(আহমাদ হা/১১৬৬২, মুসনাদ আবু ইয়া'লা হা/১২৯৬, সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (৩০/৭০) : স্বামীর নিকট থেকে আমি নব্বই হাযার টাকা ঋণ নিয়ে তা পরিশোধ না করেই তাকে ডিভোর্স দিয়েছি এবং পরে চাইলে তা অস্বীকার করেছি। এক্ষণে আমার করণীয় কি? তা ফেরত না দিলে গোনাহগার হ'তে হবে কি?

-মুনীরা খাতুন
কাসেমপুর, সাতক্ষীরা।

উত্তর : এরূপ কাজ আত্মসাতের নামান্তর। আর আত্মসাৎকারীর পরিণাম জাহান্নাম' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৯৯৭)*। এক্ষণে টাকা ফেরত দিলে এ গোনাহ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ *(বুখারী, মিশকাত হা/৫১২৬)*। তাছাড়া স্ত্রী স্বামীকে ডিভোর্স নয়, বরং তার থেকে 'খোলা' বা বিচ্ছিন্ন হ'তে পারে। আর এজন্য তাকে স্বামী প্রদত্ত মোহরানা ফেরৎ দিতে হবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩২৭৪ 'বিবাহ' অধ্যায়, 'খোলা ও তালাক' অনুচ্ছেদ)*। অতঃপর এক মাস ইদ্দত পালন করে অন্যত্র বিবাহ করবে।

প্রশ্ন (৩১/৭১) : টয়লেটে পশ্চিম বা পূর্ব দিকে ফিরে বসায় কোন বাধা আছে কি? অনেকে এটাকে শরী'আতবিরোধী বা ক্বিবলার সাথে বেআদবী হিসাবে গণ্য করে। এর কোন ভিত্তি আছে কি?

-ইসরাফীল, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : না। এতে কোন বাধা নেই এবং এটাকে বেআদবী গণ্য করাও ঠিক নয়। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, 'আমি হাফছার বাড়ীর ছাদে কোন কারণে উঠেছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ক্বিবলাকে পিঠ করে হাজত সারতে দেখলাম' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৩৫)*। জাবের (রাঃ) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে *(আবুদাঊদ হা/১৭)*। তবে টয়লেটের বাইরে খোলা স্থানে ক্বিবলাকে সামনে বা পিছনে রাখা যাবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, '... পায়খানা-পেশাবের সময় তোমরা ক্বিবলাকে সামনে বা পিছনে রাখবে না' *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৩৩৪ 'পেশাব-পায়খানার শিষ্টাচার'*

Contents

পরিচ্ছেদ)। একদা ইবনু ওমর (রাঃ) স্বীয় উটকে সামনে রেখে কিবলার দিকে ফিরে পেশাব করলেন এবং এ ব্যাপারে প্রশ্নকারীকে বললেন, খোলা জায়গায় এরূপ করা হ'তে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু যখন তোমার আর ক্বিবলার মধ্যে কোন পর্দা থাকবে, যা তোমাকে আড়াল করবে, তখন কোন বাধা নেই *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩৭৩)*। সাইয়িদ সাবিক এ বিষয়ে বর্ণিত হাদীছ সমূহের সমন্বয় করে বলেন, উন্মুক্ত স্থানে ক্বিবলামুখী বা ক্বিবলার দিকে পিঠ করে পেশাব-পায়খানা করা নিষিদ্ধ। আর ঘেরাস্থানের মধ্যে জায়েয' *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৫-২৬ পৃঃ 'পবিত্রতা' অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (৩২/৭২) : পুরুষরা কি পরিমাণ স্বর্ণ ব্যবহার করতে পারবে? শুনেছি তারা সর্বোচ্চ ২ আনা পরিমাণ ব্যবহার করতে পারে। এর কোন সত্যতা আছে কি?

-রিমোন আহমাদ*
গোদাগাড়ী, রাজশাহী।
** কেবল 'আহমাদ' নাম রাখুন (স.স.)।*

উত্তর : পুরুষের জন্য সর্বাবস্থায় স্বর্ণ ব্যবহার করা হারাম। একদা রাসূল ডান হাতে রেশম এবং বাম হাতে স্বর্ণ নিয়ে বললেন, এ দু'টি আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য হারাম এবং নারীদের জন্য হালাল' *(আবুদাঊদ হা/৪০৫৭; ইবনু মাজাহ হা/৩৫৯৫; মিশকাত হা/৪৩৯৪)*। তিনি আরো বলেন, 'যে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে বিশ্বাস করে সে স্বর্ণ এবং রেশম ব্যবহার করবে না' *(ছহীহাহ হা/৩৩৭; ছহীহুল জামে' হা/৬৫০৯)*। এছাড়া ২ আনা ব্যবহার করতে পারবে যেন কোথাও মারা গেলে সেটা বিক্রি করে কাফনের কাপড় কিনতে পারে মর্মে কোন দলীল নেই। অনুরূপভাবে স্বর্ণের পাত্র বা স্বর্ণ দ্বারা তৈরি কোন আসবাবপত্র যেমন কলম, থালা ইত্যাদি মুসলিম নারী-পুরুষ সকলের জন্য হারাম *(বুখারী হা/৫৪২৬; মুসলিম হা/২০৬৭; মিশকাত হা/৪২৭২)*।

প্রশ্ন (৩৩/৭৩) : 'মসজিদে দুনিয়াবী কথা বললে ১৭ বছরের ইবাদত বাতিল হয়ে যায়' মর্মে কোন ছহীহ বর্ণনা আছে কি?

-মাহফূয আহমাদ
সোনারগাঁও, ঢাকা।

উত্তর : এ মর্মে ছহীহ বা যঈফ কোন বর্ণনা নেই। তবে মসজিদে দুনিয়াবী কথা বললে চল্লিশ বছরের আমল বাতিল হয়ে যায় মর্মে বর্ণিত হাদীছটি জাল *(আলবানী, আছ-ছামারুল মুসতাত্বাব ১/৮৩৩; 'আজলূনী, কাশফুল খাফা হা/২৪৪০; ছাগানী, আল-মাওয়ু'আত হা/৪০)*। বরং মুছল্লীদের অসুবিধা সৃষ্টি না হ'লে মসজিদে দুনিয়াবী কথা-বার্তা বলা যায়। যেমন জাবের বিন সামুরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে ছাহাবায়ে কেরাম মসজিদে জাহেলী যুগের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পরস্পর আলোচনা এবং হাসাহাসি করতেন এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তা শ্রবণে মুচকি হাসতেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৭৪৭)*। তবে অন্য মুছল্লীদের মনোযোগ যাতে বিনষ্ট না হয়, সেদিকে গভীরভাবে নযর রাখতে হবে। কেননা রাসূল (ছাঃ) কোন মুছল্লী ছালাতরত অবস্থায় থাকলে অন্যদেরকে কুরআন পর্যন্ত নিম্নস্বরে তেলাওয়াত করার নির্দেশ দিয়েছেন *(আহমাদ; মিশকাত হা/৮৫৬, সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (৩৪/৭৪) : যেসব পোষাকে মানুষের কোন অঙ্গের যেমন কেবল হাতের ছবি থাকে সেসব পোষাক পরিধান করায় কোন বাধা আছে কি?

-আশফাক হোসাইন, ঢাকা।

উত্তর : যা দেখলে বুঝা যায় যে এটি প্রাণীর অঙ্গ, এরূপ ছবিযুক্ত পোশাক ব্যবহার করা যাবে না। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রাণীর ছবিযুক্ত কোন কিছু বাড়ীতে দেখলে তা বিনষ্ট করে দিতেন *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৪৯১ 'ছবিসমূহ' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (৩৫/৭৫) : আল্লাহ বলেন, ব্যভিচারী পুরুষ ব্যভিচারিণী নারী ব্যতীত বিবাহ করে না এবং ব্যভিচারিণী নারী ব্যভিচারী পুরুষ ব্যতীত বিবাহ করে না' (নূর ৩)। আয়াতটির সঠিক মর্মার্থ কি?

-মুস্তাফীযুর রহমান
পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, ঢাকা।

উত্তর : উক্ত আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হ'ল, কোন সৎকর্মশীল পুরুষের জন্য কোন ব্যভিচারিণী নারীকে বিবাহ করা বৈধ নয়, যতক্ষণ না সে তওবা করে। অনুরূপ এর বিপরীত। অর্থাৎ তওবা করলে বিবাহ করা জায়েয। ইমাম আহমাদ বলেছেন, কোন সৎকর্মশীল পুরুষের সাথে কোন ব্যভিচারিণী নারীর বিবাহ শুদ্ধ হবে না, যতক্ষণ না সে তওবা করে। অনুরূপ কোন সতী নারীর সাথে কোন ব্যভিচারী পুরুষের বিবাহ শুদ্ধ হবে না, যতক্ষণ না সে তওবা করে *(ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা নূর ৩ আয়াত)*।

প্রশ্ন (৩৬/৭৬) : কবরস্থানে জুতা পায়ে যাওয়া এবং মাটি দেওয়া যাবে কি?

-মামূন, গাংণী, মেহেরপুর।

উত্তর : জুতা পায়ে দিয়ে কবরে মাটি দেওয়া ও কবরস্থানে যাওয়া যাবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১২৬)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জুতা পায়ে দিয়ে ছালাত আদায় করেছেন *(আবুদাঊদ, দারেমী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৭৬৬)*। তবে বিলাসী জুতা পরে গর্ব সহকারে কবরস্থানে যাওয়া ঠিক নয়। কেননা রাসূল (ছাঃ) একজন লোককে সিবতী জুতা পরে কবরস্থানে চলতে দেখে বললেন, হে সিবতী জুতাওয়ালা! তোমার ধ্বংস হোক। তুমি তোমার জুতা খুলে ফেল। লোকটি রাসূল (ছাঃ)-এর দিকে দেখে রাগ বুঝতে পেরে জুতা খুলে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল *(আবুদাঊদ হা/৩২৩০)*। খাত্ত্বাবী বলেন, এ জুতা পরিধানের মাধ্যমে গর্বভাব সৃষ্টি হয়। সেকারণ রাসূল (ছাঃ) এটাকে অপসন্দ করেছিলেন। কেননা এটা ধনী ব্যক্তিদের জুতা *(আওনুল মা'বূদ শরহ আবুদাঊদ উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রঃ)*।

প্রশ্ন (৩৭/৭৭) : আপন শ্যালিকার পরিবার কি আত্মীয়ের মধ্যে গণ্য হবে? ২৭ বছর পূর্বে শ্যালিকার বিবাহ থেকে

Contents

তাদের সাথে সম্পর্ক নেই। এক্ষেত্রে কি আত্মীয়তা সম্পর্ক ছিন্নকারী হিসাবে গোনাহগার হ'তে হবে?

-সুলতান আহমাদ, মুরাদপুর, চট্টগ্রাম।

উত্তর : আত্মীয় দু'রকমের। পিতৃ বংশগত ও শ্বশুর বংশগত। যেমন আল্লাহ বলেন, 'তিনিই মানুষকে পানি হ'তে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি তার বংশগত ও বিবাহগত সম্পর্ক নির্ধারণ করেছেন' *(ফুরক্বান ২৫/৫৪)*। এছাড়া দুগ্ধসম্পর্কীয় আত্মীয়ও রয়েছে। যারা বংশগত আত্মীয়ের ন্যায় *(নিসা ৪/২৩)*। শ্যালিকা হ'ল শশুর বংশগত আত্মীয়াদের অন্তর্ভুক্ত। অতএব তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা যাবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, আত্মীয়তা সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না *(বুখারী, মুসলিম; মিশকাত হা/৪৯২২)*। তবে দ্বীনী কারণে সাময়িকভাবে কাউকে এড়িয়ে যাওয়া যাবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৭০১)*।

প্রশ্ন (৩৮/৭৮) : আমার অবিবাহিত মামা ১ বিঘা জমি রেখে মারা গিয়েছেন। তার দাদা ও বোন জীবিত রয়েছে এবং আরেক বোন মারা গেছে। দাদার ৩ ছেলে ও ১ মেয়ে, জীবিত বোনের ১ ছেলে এবং মৃত বোনের ৪ ছেলে রয়েছে। এক্ষণে উক্ত জমি কিভাবে ভাগ হবে?

-মুনীরুল শেখ
মালদহ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর : পুরো সম্পত্তির মালিক হবেন দাদা। আবুবকর (রাঃ) বলেন, দাদা পিতার ন্যায়। হযরত ওছমান, ইবনু আব্বাস, ইবনু যুবায়ের (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবীগণ একই কথা বলেন। ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, আবুবকর (রাঃ)-এর জীবদ্দশায় কোন ছাহাবী এই মাসআলার বিরোধিতা করেননি *(বুখারী 'ফারায়েয' অধ্যায়-৮৫, অনুচ্ছেদ-৯)*।

প্রশ্ন (৩৯/৭৯) : মহিলা সমাবেশে পুরুষ বক্তার সালামের জবাব বা পুরুষের কোন প্রশ্নের জবাব মহিলারা সরবে দিতে পারবে কি?

-আবুল কালাম
কমরগ্রাম, বানিয়াপাড়া, জয়পুরহাট।

উত্তর : মহিলা সমাবেশে পুরুষ বক্তার সালামের জবাব মহিলারা নীরবে দিবে *(আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিইয়াহ ২৫/১৬৬)*। ফিৎনার আশংকা না থাকলে পুরুষের কোন প্রশ্নের জবাব মহিলারা সরবে দিতে পারে। আয়েশা (রাঃ) বহু ছাহাবীর প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন *(তিরমিযী হা/৩৮৮৩; মিশকাত হা/৬১৮৫)*।

প্রশ্ন (৪০/৮০) : গাছ লাগিয়ে অন্যের জমির ক্ষতি করার শাস্তি সম্পর্কে জানতে চাই।

- আব্দুল কুদ্দুস, নাটোর।

উত্তর : কারো ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে গাছ লাগানো তার উপর যুলুমের শামিল। রাসূল (ছাঃ) যুলুম থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫১২৩ 'অত্যাচার' অনুচ্ছেদ)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কোন ব্যক্তি যদি তার কোন মুসলিম ভাইয়ের প্রতি তার সম্মান কিংবা অন্য কোন বিষয়ে যুলুম করে, তবে সে যেন ঐ দিন আসার পূর্বেই যেন তার নিকট হ'তে উহা মাফ করে নেয়, যেদিন তার নিকট দিরহাম ও দীনার কিছুই থাকবে না (অর্থাৎ মৃত্যু বা ক্বিয়ামতের দিনের পূর্বে)। কেননা ক্বিয়ামতের দিন যদি তার নিকট নেক আমল থাকে, তবে তার যুলুম পরিমাণ নেকী নেওয়া হবে। আর যদি তার কাছে নেকী না থাকে, তবে মাযলূম ব্যক্তির গুনাহ তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৮৯৯)*।

দৃষ্টি আকর্ষণ

মাসিক আত-তাহরীক অক্টোবর ২০১৫-এর সম্পাদকীয় কলামটি সম্মানিত পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে আত-তাহরীক -এর অবস্থান পরিষ্কার করণার্থে নিম্নোক্ত বিবৃতিটি প্রকাশ করা হ'ল-

সম্পাদকীয় কলামটির মূল প্রতিপাদ্য ছিল, শী'আ-সুন্নী প্রাচীন আক্বীদাগত বিভেদকে উস্কে দিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের আগুন জ্বালানোর পাশ্চাত্য ফাঁদে পা না দেওয়ার প্রতি সংশ্লিষ্ট মুসলিম দেশগুলিকে সতর্ক করা। কেননা ওয়াকিফহাল মহল স্পষ্টতই অনুভব করছেন, মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে দিনে দিনে যে চরম অস্থিতিশীল পরিবেশ গড়ে তোলা হচ্ছে, ক্রমেই তার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠতে যাচ্ছে শী'আ-সুন্নী দ্বন্দ্ব। আর এই দ্বন্দ্ব-বিদ্বেষকে উস্কে দিয়ে এবং তাকে রাজনৈতিক রূপ দান করে পরস্পরকে লড়াইয়ের ময়দানে নামিয়ে দিয়ে ফায়েদা উঠাচ্ছে পরাশক্তিগুলি। সেজন্য প্রাসঙ্গিক আলোচনায় সঊদী আরবের কিছু রাজনৈতিক পদক্ষেপের সমালোচনা করা হয়েছে এবং কিছু পরামর্শমূলক বক্তব্য পেশ করা হয়েছে। এর পিছনে ভ্রাতৃপ্রতীম সঊদী সরকারের প্রতি নেতিবাচক মনোবৃত্তি প্রকাশের আদৌ কোন উদ্দেশ্য ছিল না।

দ্বিতীয়তঃ 'শী'আ-সুন্নী বিদ্বেষ ভুলে যাও' বাক্যটির দ্বারা উদ্দেশ্য কেবল শী'আ-সুন্নী সশস্ত্র লড়াই থেকে পরস্পরকে বিরত রাখা। কেননা বিদ্বেষ সংঘাতের জন্ম দেয়। আর বিভেদ থাকলেও সংঘাত কাম্য নয়। যা পরবর্তী বাক্য 'আদর্শকে আদর্শ দিয়ে মোকাবিলা কর' দ্বারা স্পষ্ট করা হয়েছে। আর এ ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহর প্রাণকেন্দ্র সঊদী আরবের দূরদর্শী ও অভিভাবকসুলভ ভূমিকা কামনা করা হয়েছে। মূলত: শী'আ-সুন্নী আক্বীদাগত বিভেদ সহস্র বছরের। এই পথভ্রষ্ট ও চরম বিভ্রান্ত ফিরক্বার বিরুদ্ধে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত সর্বতোভাবে একমত। সুতরাং উপরোক্ত বাক্য থেকে ভুল অর্থ গ্রহণের অবকাশ নেই।

আশা করি এই বিবৃতি প্রকাশের পর সকল বিভ্রান্তির অবসান ঘটবে। আল্লাহ মুসলিম উম্মাহকে বাতিলের যাবতীয় ষড়যন্ত্র থেকে হেফাযত করুন। আমীন! *(সম্পাদক)*।